

ককালমালিনীতন্ত্রম্

বিষ্ণুর্করিষ্ঠো দেবানাং হৃদানামুদধিযথা ।
 নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
 অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং রাজ্জামিত্রো যথা বরঃ ।
 দেবীনাঞ্চ যথা চুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা ।
 তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমহুত্তমম্ ॥

—মৎস্যসূক্তে

যদগৃহে নিবসেত্তদ্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে ।
 রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ ॥
 নির্জনে চ জলে ঘোরে স্বাপদৈঃ পরিভূষিতে ।
 মাহাত্ম্যাস্তস্মৈ দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদু্যবি দৃষ্টমন্তি ।
 চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি ॥

કક્કાલમાલિનીઉલ્લસ

(મુલ, સૈયા ૪ મલાલુવાંત પાલક)

સૈયાલમાલિની માલો
મલાલ, મલોલિનીમાલ

મલાલ



માલિનીમાલ

— ૪૨ મલાલ માલો માલ ૪ મલાલમાલ —

নবভারত প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়, ১৩৮৬

সর্বস্ব সংরক্ষিত।

BL

1142

.6

1142 B46

1919

প্রকাশক : বনজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-১

মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারিট প্রেস : ৭৬২ বিধান সভা (ব্রহ্ম কে ওয়ান), কলিকাতা-৬

ভূমিকা

তত্ত্ব শব্দটি বিস্তারার্থক তন্ ধাতুর উত্তর উপাদি ‘স্তৃন্’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা জ্ঞানের বা সাধনার বিস্তার করা হয়, তাহাই তত্ত্ব। ইহা যুক্তিশাস্ত্র নয়, ইহাতে প্রমাণ, অপ্রমাণ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নাই। ইহাতে আছে কেবল সাধনা। কি করিয়া মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে এবং কি করিয়া ইচ্ছদেবের সাক্ষাৎকার করা যাইতে পারে এই সকল বিষয় তত্ত্বে বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। তত্ত্বে বাগ্-বিতণ্ডার কোন অবকাশ নাই। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শাস্ত্র, অনলস হইয়া নিরন্তর সাধনা করিলে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হইয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি স্বতঃসিদ্ধা, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে, বিশ্বাস করিয়া অথবা অবিশ্বাসী বুদ্ধি লইয়া, যেই ভাবেই হউক না কেন, হস্ত প্রক্ষেপ করিলেই, উহাকে দহ করিবে, এইভাবে তত্ত্বও কাহারও বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের উপর যুথাপেক্ষা নয়। বিশ্বাসী হউক অথবা অবিশ্বাসী হউক গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধনা করিলে অবশ্যই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তবে ইহা গুরুগম্য শাস্ত্র, সদগুরুর উপদেশ ব্যতীত তত্ত্বশাস্ত্রের গভীরতত্ত্ব অথবা সাধনার গূঢ় রহস্য কেহ বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে না। সাধনার গুরুই একমাত্র সহায়; এই কারণেই তত্ত্বশাস্ত্রের বেশীর ভাগই সঙ্কেত ভাষায় বা হৈয়ালী ভাষায় লেখা।

তত্ত্বকে আগমও বলা হয়। রুদ্রযামলে লিখিত হইয়াছে যে শিবমুখ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত ও বাসুদেবের সন্মত বলিয়া তত্ত্বকে আগম আখ্যা দেওয়া হয়। আগতম্, গতম্ ও মতম্—এই তিনটি পদের আদ্যক্ষর ধরিয়া আগম পদটি গঠিত হইয়াছে। “আগতং শিববক্ত্রেভো গতঞ্চ গিরিজামুখে। মতং শ্রীবাসুদেবস্য তন্মাদাগম উচ্যতে”—রুদ্রযামলবচন। সম্প্রদায়ভেদে আগম অনেক প্রকার—শৈব, শাক্ত, সৌর, গানপত্য, বৈষ্ণব, পাণ্ডপত, বীরশৈব, চান্দ্র, স্বায়ম্ভুব, শাবর, ঘোর, মাত্ৰাকাগালিক, বৌদ্ধ, জৈন, কোল ইত্যাদি (ঋগ্বেদ্য শক্তিসম্মত তত্ত্বে)।

অনেকে আগমকে বৈদিক ও অবৈদিক ভেদেও দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। যে তত্ত্বে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়, তাহা বৈদিক এবং বাহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, তাহা অবৈদিক। যথা বাম, পাণ্ডপত সোম, লাকুল ও ভৈরব প্রভৃতি আগমগুলিকে বেদবাহু বা অবৈদিক বলা হয়—

বামং পাণ্ডপতং সোমং লাকুলকৈব ভৈরবম্।

অসেব্যমেতৎ কথিতং বেদবাহুং তথৈতরম্ ॥ কুর্মপুராণ, ৩৭, ১৪৭।

আমাদের মনে হয় যে চিরদিন হইতেই আৰ্য্যদের মধ্যে দুইটি দল ছিল। একদল বেদের আচার অনুষ্ঠানগুলিকে মানিয়া চলিত এবং আর একদল উক্ত আচার অনুষ্ঠান মানিয়া চলিত না অর্থাৎ বাহ্যানুষ্ঠানের পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না, ইহা বৈদিক সাহিত্যেই ব্রাত্যদের বর্ণনা দেখিলে মনে হয়। ব্রাত্যরা বৈদিক আচারে বিশ্বাসী ছিলেন না, অথচ তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন, শিব বা পশুপতিকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া মানিতেন। পূর্বে ঐদের হীন বা নিন্দিত বলিয়া গণ্য করা হইত, পরে আবার তাঁহারা প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। যে তত্ত্বে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান এক সময়ে গৃহীত হয় নাই, আবার সেই তত্ত্বেই বিবিধ প্রকার আচার অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য্য দেখা গেল। পরবর্তী যুগে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলিতেও তত্ত্বের প্রভাব দেখা গিয়াছিল, যেমন অশ্বমেধ, মহাব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত পুংসলীদের সঙ্গে নানাপ্রকার অশ্লীল উপহাস, এমনকি তত্ত্বের পঞ্চম মকার মৈথুনেরও আচরণ করা হইত। তত্ত্বের মধ্যেও নানাপ্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল যেমন—কারণ, মাংস, মংস্ত প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন করার যে মন্ত্র সে সবগুলিই বৈদিক। এই প্রকারে কোন তত্ত্বটি বৈদিক বা কোন তত্ত্বটি অবৈদিক ইহার পরিচয় করা সম্ভব ছিল না।

কেবল বৈদিক আচার অনুষ্ঠানেই তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই। পুরাণ ও শ্রুতি নিবন্ধ-সাহিত্যেও যথেষ্ট তাত্ত্বিক প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রুতি-নিবন্ধকার শূলপাণি এবং রঘুনন্দনের গ্রন্থে তাত্ত্বিকপ্রভাব অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক শ্রুতিকার বেদের মতই তত্ত্বেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন—উভয়ের প্রামাণ্যই তুল্যমূল্য। বিচার করিলে এইরূপ নিষ্কর্ষে আসিতে পারা যায়। তত্ত্বসম্বন্ধে সাধারণতঃ তিন প্রকার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(১) বেদ ও তত্ত্ব—উভয়েরই প্রামাণ্য বিষয়ে সমান মূল্য, যেমন হারীত ও অন্যাগ্ন শ্রুতিনিবন্ধকারের গ্রন্থে, (২) বেদমূলক তত্ত্বই প্রমাণরূপে গৃহীত, যাহা বেদমূলক নয় একরূপ তত্ত্ব প্রমাণ বলিয়া গৃহীত নয়, যথা—পাশুপত, কাপালিক প্রভৃতি। ভাঙ্কররায়, রাঘবভট্ট প্রভৃতি ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। (৩) তত্ত্ব বেদমূলক হইলেও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না, যেমন কুকুরের চর্মে গজাঙ্গল পবিত্র হইতে পারে না।—ইহা কুমারিল ভট্টের মত।

যাঁহারা গোঁড়া বেদপ্রামাণ্যবাদী তাঁহাদের মতে তত্ত্ব যতই ভাল হউক, উহাতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও উহা ত্যাক্য—তত্ত্ব-বার্ত্তিক ১।৩।

মনুসংহিতার ভাস্কর্য্য মেধাতিথি, ষাঙ্কবক্ষ্য সংহিতার টীকাকার অপর্য্যক এবং প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য্য ভাস্কর্য্যর প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বেরই অপ্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তান্ত্রিকাচার্য্য ভাস্কর্য্যর বলেন, কামিকাদি অষ্টাবিংশতি শৈবতত্ত্ব বেদানুযায়ী, আর কপালভৈরবাদি তত্ত্ব বেদবিরুদ্ধ—‘অথবা সন্তি বেদানুযায়ীনি শৈবতত্ত্বাণি কামিকাদৌশ্চষ্টাবিংশতিঃ বেদবিরুদ্ধানি কপালভৈরবাদীনি চ’।

রাধা ভট্টের মতে ঋতি তিন কাণ্ডে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ডই হইল আগমশাস্ত্র—‘তত্র সর্বাসু ঋতিষু কাণ্ডত্রয়ং কর্মোপাসনা-ব্রহ্মভেদেন, অত এতদুপাসনাকাণ্ডমেবাগমশাস্ত্রাখ্যকং পরীত ইতি সিদ্ধম্—সা তি-১।১

ব্রহ্মপুরাণের মতে বেদবাহ্য হইলেও তত্ত্ব অশাস্ত্র বা অপ্রমাণ নহ, সূত-সংহিতার যজ্ঞভৈরব-খণ্ডে ষাবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রকারান্তরে আগমকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তত্ত্ব, যামল ও ডামর। তত্ত্ব—তামস, রাজস ও সত্ত্বিক ভেদে তিনপ্রকার। যামলের সংখ্যা আট—যথা, রক্ত, ক্লম, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, যম, বায়ু, কুবের ও ইন্দ্র। ডামর ছয় প্রকার—যথা, যোগডামর, শিবডামর, হর্গাডামর, সারসভডামর, ব্রহ্মডামর, ও গন্ধর্বডামর।

সমগ্র তত্ত্বকে আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ পাঁচটি আয়্যারে তত্ত্বকে বিভক্ত করা হইয়াছে—পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর ও উর্দ্ধ। কথিত হইয়া থাকে যে শিবের পঞ্চমুখ হইতে উপরি উক্ত পাঁচটি আয়্যার উদ্ভূত হইয়াছে। শিবের পঞ্চমুখের নাম হইল—সদ্যোজাত, অঘোর, তংপুরুষ, বামদেব ও ঈশান। সদ্যোজাত মুখ হইতে পশ্চিমায়ায়, বামদেব হইতে উত্তরায়ায়, অঘোর হইতে দক্ষিণায়ায়, তংপুরুষ হইতে পূর্বায়ায় এবং ঈশান হইতে উর্দ্ধায়ায় বহির্গত হইয়াছে।

আয়্যারভেদে দেবতা ও মন্ত্রাদিরও ভেদ দেখা যায়। সময়চাঁর তত্ত্বমতে পূর্বায়ায়ে শ্রীবিদ্যা ও তাঁহার বিভিন্ন ভেদ—যথা, তারা, ত্রিপুরা, ভুবনেশী, অন্নপূর্ণা। পশ্চিমায়ায়ে—মহাসরস্বতী বিদ্যা ও তাঁহার ভেদ—যথা, বাগ্-বাদিনী, প্রত্যঙ্গিরা, ভবানী। উত্তরায়ায়ে কালিকা ও তাঁহার ভেদ, তারা ও তাঁহার ভেদ, মাতঙ্গী, ভৈরবী, ছিন্না, ধুমাবতী। দক্ষিণায়ায়ে—বগলামুখী, বশিনী, তরিতা, ধনদা, মহিষমর্দী, মহালক্ষ্মী। উর্দ্ধায়ায়ে—পরা এবং প্রসাদমন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে (প্রাণ, তো, কাণ্ড ১, সময়চাঁর-বচন)।

উপরি উক্ত দক্ষিণায়াবের অন্তর্গতই এই ‘কঙ্কালমালিনীতন্ত্র’। তাত্ত্বিক সমাজে প্রবাদ আছে যে এই তন্ত্র পুস্তকটি পূর্বে ৫০ সহস্রশ্লোকে নিবদ্ধ ছিল ; কিন্তু কালক্রমে ইহার অধিকাংশ ভাগই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পটলের শেষে যে colophon বা পুষ্পিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা, ‘ইতি দক্ষিণায়াবৈ সার্কিলক্ষগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ’—ইত্যাদির দ্বারাও অনুমান করা যাইতে পারে যে এই তন্ত্রটি অষ্টলক্ষগ্রন্থে অর্থাৎ ৫০ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল।

কঙ্কাল-শব্দের অর্থ Skeleton বা অস্থিপঙ্কজ, কিন্তু এখানে নরমুণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঙ্কালমালার অর্থ নরমুণ্ডমালা—যাঁহার গলার মুণ্ডমালা আছে, তাঁহাকেই বলা হয় ‘কঙ্কালমালিনী’ অর্থাৎ ভগবতী কালিকাই কঙ্কালমালিনী। ধ্যানে আছে—‘ধ্যারেৎ কালীং করালাস্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্’—এই ধ্যান অনুসারে কঙ্কালমালিনীর অর্থ মুণ্ডমালিনী কালী। কিন্তু এই তন্ত্রখানির আদ্যস্ত পাঠ করিলে মনে হয় কঙ্কালশব্দের দ্বারা এই তন্ত্রে বর্ণ অভিপ্রেত এবং কঙ্কালমালার অর্থ বর্ণমালা অর্থাৎ যাঁহার গলার বর্ণমালা শোভায়মান, তিনিই হইলেন ‘কঙ্কালমালিনী’ মূলধার-নিবাসিনী ভগবতী কুণ্ডলিনী দেবীই হইলেন ‘কঙ্কালমালিনী’। কম্ সুখং কলয়তি দদাতি যা—যিনি সুখ প্রদান করেন—এই অর্থে কঙ্কালশব্দের অর্থ বর্ণ। যদ্যপি ধাতুপাঠে ‘কল সংখ্যানে’ এইরূপ সংখ্যান অর্থে কল ধাতুর পাঠ করা হইয়াছে, তথাপি ‘অনেকার্থা অপি ধাতবো ভবন্তি’ এই নিয়ম অনুসারে কল ধাতুর অর্থ দান করাও হইতে পারে। এ-স্থলে দানার্থেই কল ধাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং কঙ্কালমালার অর্থ হইল বর্ণমালা এবং কঙ্কালমালিনীর অর্থ—যাঁহার গলার বর্ণমালা শোভায়মান এইরূপ হইবে। মূলধারস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবী হইলেন কঙ্কালমালিনী শ্মশানবাসিনী শ্যামা। জাগ্রতা কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথ দ্বারাই যাতারাত করেন। সুষুম্না হইল শ্মশান এবং সুষুম্নার মূলে অবস্থান করেন বলিয়া কুণ্ডলিনী হইলেন শ্মশানবাসিনী শ্যামা। হঠযোগপ্রদীপিকাতে সুষুম্নাকে শ্মশান বলা হইয়াছে —

‘সুষুম্না শূন্যপদবী ব্রহ্মরন্ধ্রং মহাপথঃ,

শ্মশানং শাস্তবী মধ্যমার্গশ্চেত্যেকবাচকঃ।’—হ-প্র-৩।৪

পূর্বে এই তন্ত্রপুস্তকটি ৫০ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ ছিল ; কিন্তু তাহার অধিকাংশ ভাগই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি যে পুস্তকটি আমরা পাইয়াছি, তাহাতে সাকল্যে পাঁচটি পটল বিদ্যমান রহিয়াছে। কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের

দুই খানি ছাপা পুস্তক আমাদের সামনে উপস্থিত। একখানি কুলভূষণ পণ্ডিত রমাদত্ত গুরু এম, এ মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত এবং দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত। ইহাতে কোন ব্যাখ্যা বা অনুবাদ নাই। কেবল সম্পাদকের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা রহিয়াছে। আর একখানি পুস্তক পাইয়াছি, যাহা শ্রীমন্ন্যথনাথ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত। এই বঙ্গাক্ষরে ছাপা বইখানিতেও কোনরূপ টীকা-টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা নাই, মূলমাত্র রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে ছাপা এবং দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা এই দুই বইয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য দেখিলাম না। দুইটিতেই একই অন্তর্ভুক্তি বা ভুল বিদ্যমান। যখনই আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তখনই দুইটি বই মিলাইয়া দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাতে কোনরূপ সন্দেহের নিরসন হইতে পারে নাই। কাজটি ছোট হইলেও বেশ কঠিন, কারণ একে সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যাখ্যা ভেদ করিয়া রহস্য উদ্ঘাটন করা, তাহার উপর আবার স্থলে স্থলে অন্তর্ভুক্তির বাহুল্য। দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত পুস্তকের সম্পাদক কুলভূষণ মহাশয়ও ইহার ত্বরহতা স্বীকার করিয়াছেন।

এই ভক্তের প্রথম পটলে বর্ণমালার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আমি প্রথমে বলিয়াছি যে বর্ণমালাই হইল কঙ্কালমালা এবং কুণ্ডলিনীদেবীই হইলেন কঙ্কালমালিনী। সুতরাং এই ভক্তে বর্ণমালার একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। ‘অ’ হইতে ‘অঃ’ পর্য্যন্ত ১৬টি স্বরবর্ণ আছে—এইগুলিকে সত্ত্বগুণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। অবশিষ্ট ৩৫টি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে ‘ক’ হইতে ‘খ’ পর্য্যন্ত ১৭টি বর্ণ-সমষ্টিকে রজোগুণগণ বলিয়া হইয়াছে এবং ‘দ’ হইতে ‘ক্ষ’ পর্য্যন্ত ১৮টি বর্ণ-সমষ্টিকে তমোগুণগণ বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই ৫১টি বর্ণমালার সাঙ্কেতিক নামের একটি তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। যাহার দ্বারা নানাপ্রকার মন্ত্রের বীজোদ্ভাৱ করা যাইতে পারে—যথা; ‘ওঁ’ এর বাচক বিষবীজ, ক্রতিমূখ, ধ্রুব এবং হলাহল। ‘ক্লী’ মন্ত্রের বাচক হইল কামবীজ, ত্রিমূর্তি, মন্থ ও ত্রৈলোক্যমোহন। ‘হ্রী’ মন্ত্রের তান্ত্রিক নাম হইল লজ্জা। ‘হ্ৰী’ এর তান্ত্রিক নাম হইল কুর্চ, কাল এবং ক্রোধবীজ। ‘ঐ’ এর তান্ত্রিক নাম হইল ভৌতিক, সারস্বত, বাগ্ভববীজ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পটলে মন্ত্রের অর্থ, মন্ত্রচৈতন্য, যোনিমুদ্রার বিবরণ, মন্ত্রসিদ্ধির জন্ত যোনিমুদ্রার রহস্য এবং পরিশেষে যোনিকবচ বিবৃত করা হইয়াছে।

তৃতীয় পটলে গুরুদেবের ও তাঁহার পূজার বিধির বিশদভাবে বিবরণ করার পর গুরুকবচ ও গুরুপীতা প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্থ পটলে মহাকালীর মন্ত্র এবং তাহার মাহাত্ম্যের বর্ণনা করার পর একাক্ষর ও ত্র্যাক্ষর মন্ত্রের উদ্ধার করা হইয়াছে। পরিশেষে চতুর্থ পটলের শেষভাগে বিশদভাবে মহাকালীর পূজাবিধি কথিত হইয়াছে।

পঞ্চম পটলটি বেশ বড়। ইহাতে পুরস্চরণের বিধান এবং উহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কলিযুগে অজ্ঞান মনুষ্যের অস্ত্র পুরস্চরণই একমাত্র সাধন, যাহার দ্বারা অনায়াসেই মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে। কঠিন তপশ্চর্য্যার দ্বারা যাহা হয় না, তাহা পুরস্চরণের দ্বারা অবশ্যই সম্ভব। যে কোন সময়েই হউক না কেন কালের বিচার না করিয়াই পুরস্চরণ-অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। দিনে রাত্রে বা মহানিশিতে যে কোন সময়ে পুরস্চরণের অনুষ্ঠান করিতে বাধা নাই। ইহাতে অনেক প্রকার পুরস্চরণের আলোচনা করা হইয়াছে। পুরস্চরণের বিধিপ্রসঙ্গেই প্রাতঃকৃত্য, নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। গণপতি, ভৈরব, ক্ষেত্রপাল এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে কিভাবে বলি দিতে হইবে, তাহাও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরে ভূতভুজি কাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া ভস্মের তিলক ধারণ করতঃ ক্রদ্রাক্ষ ধারণ করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। ভস্মের তিলক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া ক্রদ্রাক্ষ ধারণ করার মাহাত্ম্য এত বেশী বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে হিরমতি পাঠকেরও বৈর্য্যচ্যুতি হওয়া সম্ভব। পঞ্চাশদ্বর্ণের প্রত্যেকটির পূজা, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি উল্লেখ করার পর ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনীর বীজোক্তার প্রদত্ত হইয়াছে। মাতৃকাবীজের রহস্যও সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পরিশেষে শারদীয়া মহাপূজা এবং তৎসম্বন্ধী পুরস্চরণের বিশেষরূপে বিবরণ আছে, যাহা জিজ্ঞাসু সাধকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নবভারত পাবলিশার্স-এর কর্তৃপক্ষ উদ্ভাদি হর্লভ প্রাচীন সাধনশাস্ত্রের প্রকাশন করিয়া প্রচার করিবার অস্ত্র বিশেষ আগ্রহী। তাঁহারাই আমাকে এই কঙ্কালমাণিনী তন্ত্রের ব্যাখ্যাসহ সম্পাদন করিবার অস্ত্র প্রোৎসাহিত করিলেন। আমার মত লোককে তিনি এইরূপ হ্রুহ কার্য্যভার কেন অর্পণ করিলেন জানি না। আমি একজন বৈয়াকরণ, চিরজীবন কেবল ব্যাকরণ চর্চার কালাতিপাত করিয়াছি এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া চলিতেছি। কেবল বৈয়াকরণী বুদ্ধির দ্বারা তন্ত্রের এই হ্রুহ সাক্ষেতিক ভাষার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না। তবে কয়েক বৎসর কুলাচার্য্য সাধকশিরোমণি শ্রীমদ্ কালীকৃষ্ণানন্দ গিরির সান্নিধ্যে বসিয়া তাঁহারই মুখারবিন্দ হইতে কুলাচার ও কুলানুষ্ঠানের

উপদেশ শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেই উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহারই করুণার শরণাপন্ন হইয়া এই কার্যে অগ্রসর হইলাম এবং শেষপর্যন্ত সমাপ্তও করিতে পারিলাম। একমাত্র তান্ত্রিক সাধক পাঠকগণই ইহার সমুচিত মর্ম বুঝিতে পারিবেন এবং ইহাতে বর্ণিত সাধনারও উপলক্ষি করিতে পারিবেন। যদি এই তত্ত্বখানি সাধক পাঠকগণের হস্তগত হয় তাহা হইলে জানিব আমার পরিশ্রম সার্থক-হইয়াছে।

শ্রীঅবোধ্যানাথ শাস্ত্রী
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CHICAGO

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CHICAGO

ককালমালিনীতন্ত্রম্

প্রথমঃ পটলঃ

ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে ।

ভৈরব্যাচ—

ত্রিপুরেশ মহেশান পার্বতীপ্রাণবল্লভ ।
জগদ্বন্দ্য শূলপাণে বর্ণানাং কারণং বদ ॥ ১

শ্রীভৈরব উবাচ—

কথয়ামি বরারোহে বর্ণানাং ভেদমুত্তমম্ ।
ন প্রকাশ্যং মহাদেবি তব স্নেহাৎ স্মৃতাযিণি ॥ ২
যজ্জাহ্না যোগিনো যাস্তি নিগুণত্বং মম প্রিয়ে ।
তচ্চুগুপ্ত স্বরূপেণ মহাযৌবনগর্বিভে ॥ ৩
শকব্রহ্মস্বরূপস্তদ্ আদি-কাস্তং জগৎপ্রভুঃ ।
বিদ্যাজ্জিহ্বা করালান্ধা গর্জিনী ধূম্রভৈরবী ॥ ৪
কালরাত্রিবিদারী চ মহারোজী ভয়ঙ্করী ।
সংহারিণী করালিনী উর্দ্ধকেশ্যঐভৈরবী ॥ ৫

ভৈরবী বলিলেন—হে ত্রিপুরেশ, হে মহেশ, হে পার্বতীর প্রাণবল্লভ, হে জগদ্বন্দ্য শূলপাণি, বর্ণসমূহের কারণ বর্ণন কর । ১

শ্রীভৈরব বলিলেন—হে বরারোহে, স্মৃতাযিণি মহাদেবী, তোমার প্রতি আমি স্নেহপরবশ হইয়া বর্ণসমূহের উৎকৃষ্ট বহস্য বর্ণন করিতেছি, বাহা (কাহারও নিকটে) প্রকাশ্য নয় । ২

হে আমার প্রিয়ে, মহাযৌবনের গর্বে গর্বিতে, বাহা জানিয়া যোগিনগ্ন নিগুণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহার স্বরূপ অবগত কর । ৩

অকারাদি ককারান্ত বাহা শকব্রহ্ম-স্বরূপ, তাহাই জগতের প্রভু । (অ) বিদ্যাজ্জিহ্বা, (আ) করালান্ধা, (ই) গর্জিনী, (ঐ) ধূম্রভৈরবী । ৪

(উ) কালরাত্রি, (ঊ) বিদারী, (ঋ) মহারোজী, (ঞ) ভয়ঙ্করী, (১) সংহারিণী, (এ) উর্দ্ধকেশী, (ঐ) ঐভৈরবী । ৫

ভীমান্ধী ডাকিনী রুদ্রডাকিনী চণ্ডিকৈতি চ ।
 এতে বর্ণাঃ স্বরাঃ জ্জেরাঃ কোলিনি ব্যঞ্জনা শৃণু ॥ ৬
 ক্রোধীশো বামনশচণ্ডো বিকার্যুন্মত্ততৈরবঃ ।
 ছালামুখো রক্তদংষ্ট্রোহসিতাক্ষো বড়বামুখঃ ॥ ৭
 বিদ্যামুখো মহাজ্ঞানঃ কপালী ভীষণো রুরুঃ ।
 সংহারী তৈরবো দণ্ডী বলিভুগুগ্র-শূলধৃক্ ॥ ৮
 সিংহনাদী কপর্দী চ করালাগ্নিভয়ঙ্করঃ ।
 বহুরূপী মহাকালো জীবাত্মা ক্ষতজোকিতঃ ॥ ৯
 বলভেদো রক্তশ্চ চণ্ডীশো জলনধ্বজঃ ।
 বৃষধ্বজো ব্যোমবক্তু-ত্ৰৈলোক্য-গ্রসনাত্মকঃ ॥ ১০
 এতে চ ব্যঞ্জনা জ্জেরাঃ কাদি-কাস্তাঃ ক্রমাদিতাঃ ।
 অকারাদি-ককারান্তা বর্ণান্ত শিবশক্তয়ঃ ॥ ১১
 পঞ্চাশচ্চ ইমে বর্ণা ব্রহ্মরূপাঃ সনাতন্যঃ ।
 যেষাং জ্ঞানং বিনা বামে সিদ্ধির্ন স্মাদ্ গুরুস্তনি ॥ ১২
 তে বর্ণসাগরাঃ প্রোক্তা গুণত্রয়ময়াঃ শুভে ।
 বিদ্যাজ্জিহ্বামুখং কৃত্বা চণ্ডিকাস্তং নগাত্মজে ॥ ১৩

(৬) ভীমান্ধী, (৭) ডাকিনী, (৮) রুদ্রডাকিনী, (৯) চণ্ডিকা এইগুলি স্বরবর্ণ (ইহা) জানিবে। হে কোলিনী, এইবার ব্যঞ্জনবর্ণ শ্রবণ কর। ৬

(ক) ক্রোধীশ, (খ) বামন, (গ) চণ্ড, (ঘ) বিকারী, (ঙ) উন্মত্ততৈরব, (চ) ছালামুখ, (ছ) রক্তদংষ্ট্র, (জ) অসিতাক্ষ, (ঝ) বড়বামুখ। ৭

(ঞ) বিদ্যামুখ, (ট) মহাজ্ঞান, (ঠ) কপালী, (ড) ভীষণ, (ঢ) রুরু, (ণ) সংহারী, (ত) তৈরব, (থ) দণ্ডী, (দ) বলিভুক, (ধ) উগ্রশূলধৃক্। ৮

(ন) সিংহনাদ, (প) কপর্দী, (ফ) করালাগ্নি, (ব) ভয়ঙ্কর, (ভ) বহুরূপী, (ম) মহাকাল, (য) জীবাত্মা, (র) ক্ষতজোকিত। ৯

(ল) বলভেদ, (ব) রক্ত, (শ) চণ্ডীশ, (ষ) জলনধ্বজ, (স) বৃষধ্বজ, (হ) ব্যোমবক্তু, (ক) ত্রৈলোক্যগ্রসনাত্মা। ককারাদি ককারান্ত এই বর্ণগুলিকে ব্যঞ্জনবর্ণরূপে জানিবে। ১০

অকারাদি ককারান্ত বর্ণগুলি শিবশক্তি-রূপ এই পঞ্চাশৎ বর্ণসমষ্টিই সনাতন ব্রহ্মরূপে বিরাজমান। হে বামে, যাহার জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধি প্রাপ্তি

সত্ত্বগুণময়া বর্ণা রজোগুণময়ান্ শৃণু ।
 ক্রোধীশাদতি-পর্যন্তা ব্যঞ্জনা রাজসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪
 বলিভূষণমারভ্য ত্রৈলোক্য-গ্রসনাবধি ।
 জ্যোত্স্নমঃ-স্বরূপান্তে ভেভ্যো জাতান্ শৃণু প্রিয়ে ॥ ১৫
 গুণকশ্যাককারঃ শ্রাদ্ধ-শব্দস্তম্মিরোধকৃৎ ।
 অন্ধকারবিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥ ১৬
 গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রকারঃ পাপহারকঃ ।
 উকারস্তু ভবেদ্বিষ্ণু-ত্বিতয়াত্মা গুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
 আদাবসৌ জায়তে চ শব্দব্রহ্ম-সনাতনঃ ।
 বস্তুজিহ্বা কালরাত্র্যা রুদ্র-ডাকিণ্মলকৃত্য ।
 বিষবীজং ক্রতিমুখং ক্রবং হালাহলং প্রিয়ে ॥ ৩ । ১৮

সত্ত্বব নম্র । হে গুরুত্তনি শুভে, এইগুলিকে গুণত্রয়ময় বর্ণমাগর বলা হয় ।
 বিদ্যাজিহ্বা অর্থাৎ অকার হইতে আরম্ভ করিয়া চণ্ডিকা অর্থাৎ বিসর্গ পর্যন্ত
 বর্ণগুলি সত্ত্বগুণযুক্ত । ১১-১৩

হে নগাশ্বজে, এইবার রজোগুণযুক্ত বর্ণের কথা শ্রবণ কর । ক্রোধীশ অর্থাৎ
 ককার আরম্ভ করিয়া দত্তী অর্থাৎ দকার পর্যন্ত ব্যঞ্জনসমষ্টিকে রজোগুণযুক্ত
 জানিবে । ১৪

বলিভূক্ অর্থাৎ দকার হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রৈলোক্যাগ্রসনাখ্যক বর্ণ ককার
 পর্যন্ত যে বর্ণসমষ্টি সেগুলি তামস (ভমোগুণযুক্ত) । হে প্রিয়ে, সেই সত্ত্ব প্রভৃতি
 গুণ হইতে উৎপত্তি শ্রবণ কর । ১৫

গুরু শব্দের অর্থ ‘গু’ শব্দের দ্বারা অন্ধকারকে বুঝায় । এবং উহার
 নিরোধকারী অর্থ ‘রু’ শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায় । যিনি (অজ্ঞানরূপ)
 অন্ধকারকে নিরোধ করেন, তিনিই গুরু । ১৬

গকারের অর্থ সিদ্ধিদাতা এবং রকারকে পাপহারক বলা হয়, আর
 উকারের দ্বারা বিষ্ণুকে বুঝায়, সুতরাং গুরু স্বয়ং তিন রূপ-বিশিষ্ট । ১৭

‘ওঁ’ শব্দটি তিনটি বর্ণের দ্বারা গঠিত—বস্তুজিহ্বা অকার, কালরাত্রি উকার
 এবং রুদ্রডাকিনী অনুসার । হে প্রিয়ে, এই শব্দব্রহ্মরূপী বীজমন্ত্রটি অগদ-
 প্রপঞ্চের পক্ষে বিষয়রূপ অর্থাৎ বিষের দ্বারা মায়াপ্রপঞ্চকে নষ্ট করিতে সমর্থ
 এবং ক্রতির মুখরূপ । ১৮

চণ্ডীশঃ ক্ষতজ্বারাঢ়ো ধূম্র-ভৈরব্যলঙ্কৃতঃ ।

নাদবিন্দুসমাবৃত্তং লক্ষ্মীবীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ক্রীং । ১৯

ক্রোধীশঃ ক্ষতজ্বারাঢ়ঃ ধূম্রভৈরব্যলঙ্কৃতম্ ।

নাদবিন্দুযুতং দেবি নামবীজং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ক্রীং । ২০

ক্রোধীশো বলভৃদ্ বলিভৃগু ধূম্র-ভৈরবীনাদবিন্দুভিঃ ।

ত্রিমূৰ্ত্তিৰ্ম্মথঃ কামবীজং ত্রৈলোক্যমোহনম্ ॥ ক্রীং । ২১

ক্ষতজ্বস্থা ব্যোমবক্ত্রে ধূম্র-ভৈরব্যলঙ্কৃতঃ ।

নাদবিন্দু-মুণ্ডোভাঢ়ঃ মায়া-লজ্জাধরঃ স্মৃতম্ ॥ হ্রীং । ২২

ব্যোমাস্ত্রাৎ বিদারীস্থং নাদবিন্দু-বিরাজিতম্ ।

কুৰ্চ্চকালং ক্রোধবীজং জানীহি বীরবন্দিতে ॥ হ্রীং । ২৩

ব্যোমাস্ত্রঃ কালরাত্র্যাঢ়ো বর্ষ-বিন্দু-সংযুতঃ ।

কথিতং বচনং বীজং কুলাচার-প্রিয়েহমলে ॥ হ্রীং । ২৪

ক্রীং মন্ত্রের বর্ণন—চণ্ডীশ-লকার, ক্ষতজ্ব অর্থাৎ ‘র’ কারে আকৃষ্ট হইয়া ধূম্রভৈরবী—ঈকারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং নাদবিন্দু-সংযুক্ত এই মন্ত্রটি লক্ষ্মী-দেবীর বীজমন্ত্ররূপে তান্ত্রিক পণ্ডিতগণ দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে । ১৯

ক্রীং মন্ত্র—ক্রোধীশ অর্থাৎ ‘ক’কার, ক্ষতজ্ব অর্থাৎ ‘র’কারে আকৃষ্ট হইয়া ধূম্রভৈরবী—ঈকারের দ্বারা শোভিত এবং নাদ-বিন্দু-সংযুক্ত । ইহাকে নাম-বীজ অর্থাৎ কালিকাবীজ বলা হয় । ২০

ক্রীং মন্ত্র—ক্রোধীশ অর্থাৎ ককার বলভৃদ্ বা লকারের সহিত ধূম্রভৈরবী অর্থাৎ ঈকারের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া নাদবিন্দু সংযুক্ত হইলে ত্রিমূর্ত্তি হইয়া থাকে (ক ল ঈ)—এই ত্রিমূর্ত্তিরূপ কামবীজ দ্বারা ত্রৈলোক্যকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ । ২১

হ্রীং মন্ত্র—ব্যোমবক্ত্রে অর্থাৎ ‘হ’-কার এবং ক্ষতজ্বের অর্থ ‘র’কার—‘হ’-কার ও ‘র’-কার—এই দুইটি বর্ণ ধূম্রভৈরবী অর্থাৎ ঈকারের দ্বারা শোভায়মান হইয়া নাদ-বিন্দু সংযুক্ত হইলে হ্রীং মন্ত্রে পরিণত হয় । ইহা মারাবীজ ও লজ্জাবীজ নামে প্রসিদ্ধ । ২২

‘হ্রীং’ মন্ত্র । ব্যোমাস্ত্র—‘হ’কার এবং বিদারী-উকার, ব্যোমাস্ত্র বিদারীস্থ হইয়া অর্থাৎ উকারের উপরে ‘হ’কার নাদ ও বিন্দু যুক্ত হইলে হ্রীং মন্ত্রে পরিণত হয় । হে বীরবন্দিতে পার্বেতি, এই হ্রীং মন্ত্রটি ক্রোধবীজ এবং ইহা কালের প্রভাবকেও বিদূরিত করিয়া দেয়, ইহা জানিবে । ২৩

‘হ্রীং’ মন্ত্র । ব্যোমাস্ত্র ‘হ’কার এবং কালরাত্রি উকার । ব্যোমাস্ত্র কাল-

ব্যোমাস্তং ক্ষতজারুঢং ডাকিন্ণা নাদবিন্দুভিঃ ।
 জ্যোতির্মন্ত্রং সমাখ্যাতং মহাপাতক-নাশনম্ ॥ হ্রৌং । ২৫
 নাদবিন্দু-সমায়ুক্তং সমাদায়োত্রৈভৈরবীম্ ।
 ভৌতিকং বাগ্ভবং বীজং বিদ্ধি সারস্বতং শ্রিয়ে ॥ ঐং । ২৬
 প্রলয়াগ্নির্মহাজ্বালঃ খ্যাত অস্ত্র-মন্ত্রঃ শিবে ।
 রক্ত-ক্রোধীশ-ভীমাখ্যোহঙ্কুশোহয়ং নাদবিন্দুমান্ ॥ ক্রৌং । ২৭
 দ্বি-ঠঃ শিবো বহিষ্কারা স্বাহা জলনবল্লভা ॥ স্বাহা ।
 সংযুক্তং ধূম্রভৈরব্যা রক্তম্ভং বলিভোজনম্ ।
 নাদবিন্দু-সমায়ুক্তং কিঙ্কিনী-বীজমুত্তমম্ ॥ জ্রীং । ২৮
 নাদবিন্দু-সমায়ুক্তং রক্তম্ভং বলিভোজনম্ ।
 করালান্ধাসনোপেতং বিশিকাখ্যং মহামন্ত্রম্ ॥ জ্রাং । ২৯
 বিদার্যা নেক্ষিতো গুহো বলিভূক্ ক্ষতজো ক্ষিতঃ ।
 নাদবিন্দু-সমায়ুক্তো বিজ্ঞেয়ঃ পিশিতাশনঃ ॥ দূং । ৩০

স্বাতির স্বারা ভূষিত হইয়া চন্দ্রবিন্দুরূপ বর্ম আচ্ছাদিত হইলে ‘হ্’ বীজে পরিণত হয় । হে কুলাচারশ্রিয়ে স্বচ্ছরূপিণি, ইহাকে বাগ্‌বীজ বলা হয় । ২৪

হ্রৌং—ব্যোমাস্ত হ্‌কার, ক্ষতজ র্‌কার, ডাকিনী—ঔকার । হ্‌কার যেকোন সজে সংযুক্ত হইয়া ঔকার ও নাদ-বিন্দু সহ জ্যোতির্মন্ত্রে পরিণত হয় ; স্বাহা সকল প্রকার মহাপাতকের নাশক । ২৫

ঐং—উগ্রভৈরবীর অর্থ ঐকার । উগ্রভৈরবী ‘ঐ’কার নাদ ও বিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতীর বীজে পরিণত হইয়া থাকে । ২৬

ক্রৌং—হে শিবে, প্রলয়কালীন অগ্নিজ্বালার স্তার ভরদ্ধর এই মন্ত্রটি রক্ত-ক্রোধীশরূপে নাদ ও বিন্দুযুক্ত হইয়া জামাবীজে পরিণত হয় । ২৭

স্বাহা—সুন্দররূপে মর্যাদা সহকারে ওই মন্ত্রটির উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে হব্য যবের ভোগ করা হয়, সেইজন্যই ইহা জলন অর্থাৎ অগ্নির বল্লভা অথবা জাহা ।
 জ্রীং—ধূম্রভৈরবী ঙ্কার, ইহার স্বারা সংযুক্ত হইয়া বলিভোজন অর্থাৎ ‘দ’কার, নাদ ও বিন্দুযুক্ত হইলে উত্তম কিঙ্কিনী-বীজরূপে পরিণত হইয়া থাকে । ২৮

জ্রাং—নাদবিন্দু সমায়ুক্ত হইয়া বলিভোজন দ্‌কার আকার যুক্ত হইলে এইরূপে বীজ পরিণত হয় এবং বিশিকারূপ মহামন্ত্রে খ্যাত । করালান্ধ অর্থাৎ আকারযুক্ত হইলে দাং বীজে পরিণত হয় । ২৯

ধুমোজ্জল-করালাগ্নি উদ্ধ-কেশীন্দুবিन्दুভিঃ ।

যুগান্তকারকং বীজং বীরপদ্মি প্রকাশিতম্ ॥ কেঁ । ৩১

সংহারিণ্যা স্থিতকোদ্ধ-কেশিনস্ত কপর্দিনম্ ।

নাদবিন্দু-সমায়ুক্তং বীজং বৈতালিকং স্মৃতম্ ॥ পঁ । ৩২

সনাদবিন্দু-ক্ৰোধীশং গুহ্যে সংহারিণী-স্থিতম্ ।

কম্পিনীবীজমিত্যুক্তং চণ্ডিকাখ্যং মনোহরম্ ॥ কঁ । ৩৩

কপর্দিনং সমাদায় কৃতকোদ্ধিত-সংস্থিতম্ ।

সংযুক্তং ধুম্রভৈরব্য্য ধ্বাভেকাহরং নাদবিন্দুমান্ ॥ প্রীং । ৩৪

কপলীদ্বয়মাদায় মহাকালেন মণ্ডিতম্ ।

সনাদ-স্তনমিত্যুক্তং চণ্ডিকাখ্যং পয়োধরম্ ॥ ঠং ঠঁ । ৩৫

ধুং—বলিভুক্-দকার, কৃতকোদ্ধিত-রকার-এই দুইটি উকার ও নাদবিন্দু সমায়ুক্ত হইলে পিণ্ডিতানন অর্থাৎ মাংস ভক্ষকরূপ ভীষণ বীজে পরিণত হয় ।
বিদারী—উকার । ৩০

কেঁ—হে বীরপদ্মি ! ধূমের দ্বারা উজ্জল করালাগ্নি চক্রে ও বিন্দু দ্বারা উদ্ধ-কেশী হইলে যুগান্তকারক বীজরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । করালাগ্নির অর্থ ককার এবং ইন্দুবিন্দুর অর্থ চন্দ্রবিন্দু । উদ্ধকেশী একার । (ক্, এ ৮ = কেঁ) । ৩১

পঁ—সংহারী ঙকার এবং উদ্ধকেশী একার ঙকার অথবা একারযুক্ত কপর্দী-পকার, নাদ-বিন্দুসহ মিলিত হইলে বৈতালিক বীজে পরিণত থাকে ।
প, পে, । ৩২

কঁ—ক্ৰোধীশ ক্কার এবং সংহারিণী ঙকার । (ক্) ক্কারের নিয়মমুত্রে ঙকার থাকিলে এবং নাদবিন্দু যুক্ত হইবে, তাহা হইলে মনোহর চণ্ডিকা নামে কম্পিনীবীজে পরিণত হইয়া থাকে । ৩৩

প্রীং—কপর্দী পকার, কৃতকোদ্ধিত 'র'কার এবং ধুম্রভৈরবী-ইকার । রেক সংস্থিত পকার ইকার যুক্ত হইয়া নাদবিন্দু মিলিত হইলে সূক্ষ্ম প্রীং মন্ত্রে পরি-ণত হইয়া থাকে । ৩৪

ঠম্ ঠং—কপালী—ঠকার এবং মহাকাল মকার । মকার ও দুইটি ঠকার নাদ বিন্দুযুক্ত হইয়া মহামন্ত্রে পরিণত হয় । ইহা চণ্ডিকার স্তনরূপ (ঠ্, ঠ্, ম্) ৩৫

প্রলয়াগ্নিস্থিতো^১ ধুমধ্বজো গুহ্যে সবিন্দুমান্ ।

সংযুক্তো ধুম্রভৈরব্য্যাম্বুতাক্ষেংকারিণী প্রিয়ে ॥ ক্ষীং । ৩৬

[কৃতজ্ঞস্থং ব্যোমবক্ত্রং বিন্দুখণ্ডেন্দ্রলঙ্কিতম্ ।

খণ্ডোতমিতি বিখ্যাতং গ্রাসিনী কালরাত্রিযুক্ত ॥*] ক্রীং ।

কৃতজ্ঞো ক্রিতমাত্রাটং নাদবিন্দুসমবিতম্ ।

বিদারীভূষিতং দেবি বীজং বৈবৰ্হতাত্মকম্ ॥ ৩৭

ইতি দক্ষিণাম্বায়ে সাক্ষীলক্ষণেন্ধে ককালমালিনীতন্ত্রে প্রথম: পটল: ॥

ক্ষীং—করালান্নি ককার, ধুমধ্বজ—সকার, ধুম্রভৈরবী ঈকার । সকার ও ককার রেক সংযুক্ত হইয়া ঈকার ও নাদবিন্দু যোগে ক্ষেংকারিণীর মন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে । ৩৬

ক্রীং—কৃতজ্ঞোক্তিত—‘র’কার, বিদারী উকার হইয়া কৃতজ্ঞোক্তিতে আরুঢ় নাদ ও বিন্দু সমবিত এবং বিদারী দ্বারা ভূষিত হইলে, হে দেবি । বৈবৰ্হতাত্মকম্ অর্থাৎ সূর্য্যরূপ মন্ত্রে পরিণত হইয়া থাকে । ৩৭

দক্ষিণাম্বায়ে ককালমালিনীতন্ত্রে প্রথম পটল সমাপ্ত ।

১। করালান্নিস্থিতো ।

* মোকোহরং সর্বত্র ন দৃশ্যতে ।

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

দেবদেব মহাদেব নীলকণ্ঠ তপোধন ।
যোনিমুদ্রাং মহাদেব তত্ত্বত্রয়ং পরাং পরম্ ।
এতদেব মহাদেব কথ্যতাং মে পিনাকধ্বক্ ॥ ১

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি দাসোহহং তব সূত্রতে ।
অতিগুহ্যং মহৎ পুণ্যং তত্ত্বত্রয়ং বরাননে ॥ ২
সারাং সারং পরং গুহ্যমতিগোপ্যং সুনিশ্চিতম্ ।
শঙ্কাপি জায়তে দেবি কথং তং কথয়াম্যহম্ ॥ ৩
কথয়ামি মহেশানি আজ্ঞয়া তব ভাবিনি ।
ন চেষ্টং কথ্যতে দেবি তব ক্রোধঃ প্রজায়তে ॥ ৪
ত্বয়া ক্রোধে বৃতে দেবি হানিঃ স্ত্যঙ্গম কামিনি ।
মস্ত্যর্থং মস্ত্রচৈতন্ত্যং ধর্মার্থকামদং প্রিয়ে ॥ ৫

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে তপোধন নীলকণ্ঠ ! পরজ্ঞানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট তত্ত্বত্রয় অর্থাৎ ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া অথবা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা বাহ্যতে আছে—এইরূপে যোনিমুদ্রা ; হে পিনাকধ্বক্, উহা আমাকে বল । ১

ঈশ্বর বলিলেন—হে শোভনব্রতশালিনি দেবেশি ! আমি তোমার দাস । সূত্রাং হে বরাননে । অতি গোপনীয় হইলেও অতি পবিত্র সেই তত্ত্বত্রয়মুক্ত যোনিমুদ্রা তোমার বলিব, শোন । ২

বাহা সকল তত্ত্বের সার, অতিগুহ্য এবং সুনিশ্চিতরূপে অতি গোপনীয় সেই মুদ্রাকে আমি তোমার কিভাবে বলি এইরূপ সংশয় উৎপন্ন হয় । ৩

হে ভাবিনি ! হে মহেশানি ! তোমার আদেশ অনুসারে তাহা (সেই মুদ্রা) আমি তোমার বলিতেছি । হে দেবি । যদি আমি তোমার উহা না বলি, তাহা হইলে তোমার অবশ্যই ক্রোধ হইবে । ৪

হে দেবি । হে কামিনি । তুমি ক্রোধ করিলে আমার ক্ষতি হইবে । হে প্রিয়ে । ধর্ম-অর্থ-কামপ্রদ মন্ত্রের অর্থ, মস্ত্রচৈতন্ত্য । ৫

যোনিমুদ্রা মহেশানি তৃতীয়ং ব্রহ্মরূপিনী ।
 অজ্ঞাতা যো জপেন্মদ্রং নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৬
 জ্ঞাতা প্রারভ্য কুর্বাণীত হুকুর্বাণো বিনশ্যতি ।
 যোনিমুদ্রা মহেশানি সাক্ষান্মোক-প্রদায়িনী ॥ ৭
 তব যোনির্মহেশানি প্রিয়া মম যথা প্রিয়ে ।
 সততং পরমেশানি দাসোহহং তব যোনিম্ ॥ ৮
 তব যোনিপ্রসাদেন যুভ্যং জিহ্বা বরাননে ।
 যুভ্যঞ্জয়োহহং দেবেশি সততং কমলাননে ॥ ৯
 তব যোনৌ মহেশানি ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
 তিষ্ঠন্তি সততং দেবি ব্রহ্মাণ্ডাঙ্গিদিবোকসঃ ॥ ১০
 ময়ুরস্ত মহেশানি পুচ্ছে কুত্ৰা চ অদ্ভুতম্ ।
 যোন্ত্যাকারং মহেশানি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ শুচিস্মিতে ।
 শিরে ধুত্বা বরারোহে ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ ॥ ১১

এবং তৃতীয় যে ব্রহ্মরূপিনী যোনি-মুদ্রা; হে মহেশানি । যে সাধক না জানিয়া কেবল মন্ত্রজপ করে, তাহা সিদ্ধ হয় না । ৬

এই মুদ্রা জানিয়াও যে করে না সে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । কারণ হে মহেশানি । যোনি-মুদ্রা সাক্ষাৎ মোক্ষ-প্রদায়িনী অর্থাৎ এই মুদ্রার অনুষ্ঠান করিলে অচিরেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৭

হে প্রিয়ে মহেশানি । যেরূপ তুমি আমার প্রিয় ; সেইরূপ তোমার যোনিও আমার প্রিয় । কারণ হে পরমেশানি । তোমার যোনির জন্তই আমি সর্বদা তোমার দাস হইরাছি । ৮

হে বরাননে । তোমার যোনির কৃপাতেই আমি যুভ্যাকে জয় করিয়া হে দেবেশি কমলাননে । সর্বদা যুভ্যঞ্জয়রূপে প্রসিদ্ধ হইরাছি । ৯

হে মহেশানি । তোমার যোনিতে সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড নিবাস করে এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও তোমার যোনিতেই সতত বাস করিয়া থাকে । ১০

হে মহেশানি । যোনির আকারের মত ময়ূরের পুচ্ছ অদ্ভুত দেখিয়া, হে শুচিস্মিতে, হে বরারোহে ! কৃষ্ণ (যোনির আকারের মত) ময়ূরপুচ্ছ মন্তকে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করেন । ১১

তব যোনিং মহেশানি ভাবয়ামীত্যহর্নিশম্ ॥
 তত্রৈব দৃষ্ট্ৱা ব্রহ্মাণ্ডং নাশ্চ পশ্যামি কামিনি ।
 কপূরপুলকোদ্ভূতং তব যোনিপুরং পরম্ ॥ ১২
 তব যোনির্মহেশানি তত্ত্বত্রয়-সুপূজিতম্ ।
 রেতোরজঃসমায়ুক্তং সাক্ষাৎপ্রাথম্য-মন্দিরম্ ॥ ১৩
 ন জানে কিং কৃতং কর্ম কালিকে কমলেক্ষণে ।
 তব যোনৌ মহাদেবি অভএব বরাননে ।
 যোনিমুদ্রাং যোনিবীজং সততং পরমেশ্বরী ॥ ১৪
 অহং যুত্যাঞ্জয়ো দেবি যোনিমুদ্রা-প্রসাদতঃ ।
 যোনিবীজং মহেশানি নিগদামি শৃণু প্রিয়ে ॥ ১৫
 প্রথমে পরমেশানি যোগিনীং রুদ্রযোগিনীম্ ।
 উচ্ছৃত্য বহুযত্নেন বলবীজযুতং কুরু ।
 বিম্বর্ধ-চন্দ্র-সংযুক্তং বীজং ত্রৈলোক্য-মোহনম্ ॥ ১৬
 বধ্বা তু যোনিমুদ্রাং বৈ পূর্বোক্তক্রমতঃ প্রিয়ে ।
 যোনিবীজং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ ॥ ১৭

হে মহেশানি । আমি অহোরাত্র তোমার যোনির ধ্যান করিয়া থাকি ।
 হে কামিনি । তাহার মধ্যেই সকল ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া অস্ত কিছুই দেখিনে ।
 তোমার যোনিমণ্ডল যেন কপূরপুলক হইতে উদ্ভূত । ১২

হে মহেশানি । তোমার যোনি তত্ত্বত্রয়ের দ্বারা (পৃথিবী, জল ও তেজ)
 মদ্য, মাংস, মৈথুন—এই তিন তত্ত্বের দ্বারা সুন্দরভাবে পূজিত । বাহা শুক্র ও
 রজ সমন্বিত এবং সাক্ষাৎ কামদেবের মন্দির । ১৩

হে কমলনয়নে কালিকে । জানিনা আমি কি কর্ম তোমার যোনি-সম্পর্কে
 করিয়াছি । সেইজন্যই হে বরাননে মহাদেবি । হে পরমেশ্বরী । আমি সর্বদাই
 যোনিমুদ্রা ও যোনিবীজের সাধন করিয়া থাকি । ১৪

যোনিমুদ্রার অনুগ্রহেই আমি আজ যুত্যাঞ্জয় হইয়াছি । হে প্রিয়ে
 মহেশানি । আমি যোনিবীজ বর্ণন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । ১৫

হে পরমেশানি । প্রথমে যোগিনী ও রুদ্র-যোগিনীবীজ উদ্ধার করিয়া
 উহাতে বলবীজ যুক্ত করিবে এবং তৎসঙ্গে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত করিলেই ত্রৈলোক্য-
 মোহন যোনিবীজে পরিণত হইবে । ১৬

অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা যৎ কলং লভতে প্রিয়ে ।
 মাহাত্ম্যং তস্য দেবেশি বক্তুং কো বা ক্ষমো ভবেৎ ॥ ১৮
 যঃ করোতি প্রসন্নাত্মা রহস্যে যোনিকুপিণীম্ ।
 ব্রহ্মাণ্ডং পূজয়েত্তেন ব্রহ্মাঢ্যা-ত্ৰিদিবৌকসঃ ॥ ১৯
 তব যোনির্মহেশানি পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণী ।
 তব যোনির্মহেশানি তবস্ম্য মোহিনী প্রিয়ে ॥ ২০
 তব যোনির্মহেশানি সিদ্ধিসূত্রেণ বেষ্ঠয়েৎ ।
 সিদ্ধিসূত্রং মহেশানি ত্ৰিপ্রকারং বরাননে ॥ ২১
 ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না ত্ৰিতয়ং তথা ।
 সদানন্দময়ীং যোনিং নানাসুখবিলাসিনীম্ ॥ ২২
 শৃঙ্গারসময়ে দেবি নাস্তং গচ্ছামি পার্বতি ।
 মম লিঙ্গে মহেশানি ভিনন্তি সকলং জগৎ ॥ ২৩
 তথাপি পরমেশানি নাস্তং গচ্ছামি কামিনি ।
 তব যোনির্মহেশানি ন জানে কীদৃশীং গতিম্ ॥ ২৪

পূর্বোক্তক্রমে যোনিমুদ্রা বন্ধনপূর্বক হে মহেশানি । যোনিবীজ অষ্টোত্তর-
 শত জপ করিবে । অষ্টোত্তর শতবার যোনিবীজ জপ করিলে যে কললাভ
 হইয়া থাকে, হে দেবেশি । তাহার মাহাত্ম্যাবর্ণন করিতে কেই বা ক্ষম । ১৭-১৮
 যে ব্যক্তি প্রসন্নচিত্ত হইয়া রহস্যে যোনিকুপিণী যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠান করে
 সেই সাধকের দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও পূজিত হইয়া থাকে । ১৯
 হে মহেশানি । তোমার যোনি পরব্রহ্মরূপিণী, হে প্রিয়ে । তোমার যোনি
 সংসারকে মুক্ত করিয়া থাকে । ২০
 হে মহেশানি । তোমার যোনিকে সিদ্ধি-সূত্রের দ্বারা বেষ্ঠন করিতে হয় ।
 হে বরাননে । সেই সিদ্ধিসূত্র হইল তিনপ্রকার । ২১
 ইড়া, পিঙ্গলা এবং তৃতীয় হইল সুষুম্না । এই যোনি নানাপ্রকার সুখ ও
 বিলাসযুক্তা এবং সদানন্দপ্রদায়িনী । ২২
 হে দেবি । রমণকালে উহার অন্ত পাইনে । হে মহেশানি । আমার লিঙ্গ
 সকল জগৎ বিদৌর্ধ করিয়া দেয় । ২৩
 হে কামিনি । তথাপি উহার কোন অন্ত পাইনে । হে পরমেশানি । আমি
 জানিনা তোমার যোনির গতি কি প্রকার ? ২৪

তব যোনির্মহেশানি আত্মা প্রকৃতিরূপিণী ।
 সদা কুণ্ডলিনীং যোনিং মহাকুণ্ডলিনীং পরাম্ ॥ ২৫
 যঃ সদা পরমেশানি যোনিং দৃষ্ট্বা বরাননে ।
 জপেদ্বীজং বরারোহে ভগাখ্যং ভগরূপিণম্ ॥ ২৬
 যোনিং বধ্বা মহেশানি ভগ-বীজেন পার্শ্বতি ।
 অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা মম তুল্যো ভবেৎ প্রিয়ে ॥ ২৭
 তব যোনৌ মহেশানি রমণং যত্নতশ্চরেৎ ।
 তস্মা রমণমাত্রেণ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ।
 স এব ধনবান্ বাগ্মী বাগীশ-সমতাং ব্রজেৎ ॥ ২৮

শ্রীদেব্যাচ—

নীলকণ্ঠ মহাদেব রহস্ত্যং কৃপয়া বদ ।
 যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুম্ ॥ ২৯

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু পার্শ্বতি কৃষ্ণাক্ষি খঞ্জনাক্ষি সুলোচনে ।
 গোপনীয়ং রহস্ত্যং হি সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩০

হে পরমেশানি । তোমার যোনি আত্মা প্রকৃতিরূপিণী, কুণ্ডলিনী ও মহাকুণ্ডলিনীরূপা । সাধককে যোনি দর্শনপূর্বক যোনিরূপ যোনিবীজ জপ করিতে হয় । ২৫-২৬

যোনিকে বাঁধিয়া হে পার্শ্বতি । যে সাধক অষ্টোত্তরশতবার যোনিবীজ জপ করে, হে প্রিয়ে । সে সাধক আমারই তুল্য হইয়া যার । ২৭

হে মহেশানি । তোমার যোনিতে যত্নপূর্বক রমণ করিতে হয় । তাহাতে রমণ করা মাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইয়া যার এবং সেই সাধকই ধনবান ও বাগ্মী হইয়া বৃহস্পতির সমান হইয়া যার । ২৮

দেবী বলিলেন—হে নীলকণ্ঠ মহাদেব । কৃপা করিয়া আমাকে রহস্ত্য বর্ণন কর, যদি আমাকে উহা বর্ণন না কর, তাহা হইলে হে দেব । আমি আমার এই শরীর ত্যাগ করিব । ২৯

শিব বলিলেন—হে কৃষ্ণাক্ষি, হে সুলোচনে, হে খঞ্জনাক্ষি পার্শ্বতি । সকল প্রকার মনোরথপূর্ণকারক এই যোনিরহস্ত অবশ্যই গোপন করা উচিত । ৩০

তিন্ত্রঃ কোট্যন্তদর্শেন শরীরে নাড়িকা মতাঃ ।
 তানু মধ্যে দশ প্রোক্তা-স্তানু তিন্ত্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৩১
 প্রধানা মেরুদণ্ডাগ্রে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-রূপিণী ।
 মজ্জয়িত্বা সুষুম্নায়ামহং যোগী সুরেশ্বরী ॥ ৩২
 ষট্চক্রে পরমেশানি ভাবয়েদ্ যোনিরূপিণীম্ ॥ ৩৩
 প্রথমং পরমেশানি আধারযুগ-পত্রকম্ ॥ ৩৪
 বাদি-সাত্ত্ব্যশচতুর্বর্ণৈর্-ভূতহেমসমপ্রভং ।
 উড়িৎকোটি-প্রভাকরং স্থানং পরমহর্ষভম্ ॥ ৩৫
 তৎকর্ণিকায়াম্ দেবেশি ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ ।
 ইচ্ছাজ্ঞানং ক্রিয়াক্রপং ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবাঙ্ককম্ ॥ ৩৬

মানব শরীরে সাত্বে তিন কোটি নাড়ি বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দশটি এবং দশটির মধ্যেও তিনটি প্রধানরূপে ব্যবস্থিত । ৩১

মেরুদণ্ডের মূলপ্রদেশে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নিরূপিণী প্রধানরূপে বর্তমান রহিয়াছে (ইডা—চন্দ্র, পিত্তলা—সূর্য ও সুষুম্না—অগ্নি) । হে সুরেশ্বরী ! আমি সুষুম্নাতে ডুব দিয়াই যোগী হইয়াছি । ৩২

শরীরের মধ্যে যে ষট্চক্র আছে ; হে পরমেশানি উক্ত ষট্চক্রে যোনি-রূপিণী ভগবতীর ভাবনা—ধ্যান করিবে । (ষট্চক্র—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা) । ৩৩

হে পরমেশানি । ষট্চক্রের মধ্যে প্রথম চক্র হইল আধার চক্র । উহা চারিটি পত্র বা পাপড়ি বিশিষ্ট একটি পদ্মের আকারে বর্তমান । (চারিটি পত্রে বা পাপড়িতে যথাক্রমে ‘ব’ ‘স’ ‘হ’ ও ‘শ’ এই চারিটি বর্ণ লোভায়মান এবং উহার কান্তি গলিত সূবর্ণের সমান) । ৩৪

চারিটি পত্রে বা পাপড়িতে যথাক্রমে ‘ব’ ‘শ’ ‘হ’ ‘স’ এই চারিটি বর্ণ লোভায়মান এবং সেই আধারচক্রটি গলিত সূবর্ণের সমান কান্তিমুক্ত । কেবল ইহাই নয় বরং কোটি বিদ্যাতের সমান উহার কান্তি—ইহা বলা উচিত । এই স্থানটি পরম হর্ষভ । ৩৫

হে দেবেশি । তাহার কর্ণিকার একটি অতি সুন্দর ত্রিকোণ আছে, যাহা ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াক্রপে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাক্রক । ৩৬

মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গঞ্চ কুণ্ডলীবেষ্টিতং সদা ।
 ত্রিকোণাখ্যং তু দেবেশি লঙ্কারং চিস্তয়েন্তথা ॥ ৩৭
 ব্রহ্মাণং তত্র সঞ্চিস্ত্য কামদেবঞ্চ চিস্তয়েৎ ।
 বীজং তত্রৈব নিশ্চিস্ত্য পানাবাদানমেব চ ॥ ৩৮
 পদে চ গমনং পায়ো বিসর্গং নসি কামিনি ।
 ভ্রাণং সংচিস্ত্য দেবেশি মহেশি প্রাণবল্লভে ॥ ৩৯
 ডাকিনীং পরমারাধ্যাং শক্তিশ্চ ভাবয়েন্ততঃ ।
 এতানি গিরিজে মাতঃ পৃথ্বীং নীড়া গণেশ্বরী ॥ ৪০
 তন্মধ্যে লিঙ্গরূপং হি কুণ্ডলীবেষ্টিতং প্রিয়ে ।
 তত্র কুণ্ডলিনীং নিত্যং পরমানন্দ-রূপিণীম্ ॥ ৪১
 তত্র ধ্যানং প্রকুর্বাণ সিদ্ধিকামো বরাননে ।
 কোটিচন্দ্র-প্রভাকারাং পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণীম্ ॥ ৪২
 চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ বরাভয়করন্তথা ।
 তথা চ পুষ্পকং বীণাং ধারিণীং সিংহবাহিনীম্ ॥ ৪৩

মধ্যে কুণ্ডলীবেষ্টিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ শোভারমান রহিয়াছেন । হে দেবেশি ।
 সেই ত্রিকোণের মধ্যে 'লং' এই মন্ত্রটির চিন্তা করিবে । ৩৭

ব্রহ্মাকে চিন্তা করিবে। কামদেবকেও চিন্তা করিবে । বীজকেও সে স্থলে
 চিন্তা করিবে । ৩৮

চরণে গমন, পায়ুতে বিসর্জন, নাসিকার গন্ধ । হে কামিনি । হে দেবেশি ।
 হে প্রাণবল্লভে । পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ে উহার পূর্বোক্ত বিষয়ের চিন্তা করিবে । ৩৯

পরমারাধ্যা ডাকিনীশক্তিকে সেস্থলে ভাবনা করিবে । হে গণেশ্বরী
 গিরিজে । মাতঃ । পূর্বোক্তবিষয়গুলিকে পৃথিবীতন্ত্রে লইয়া যাইবে । ৪০

ত্রিকোণের মধ্যে মূলাধারে হে প্রিয়ে । কুণ্ডলীবেষ্টিত লিঙ্গরূপ বিরাজমান
 রহিয়াছেন । সেস্থলে নিত্য পরমানন্দরূপিণী কুণ্ডলিনীও বিরাজ
 করিতেছেন । ৪১

হে বরাননে । সিদ্ধিকামী সাধক যেন সেস্থলে সর্বদা ধ্যান করেন । কোটি
 চন্দ্রের সমান ষাঁহার প্রভা, এইরূপ পরব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবে ।
 চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, বরাভয়দায়িনী এবং সিংহবাহিনী ও বীণাপুষ্পক-
 ধারিণীকে ধ্যান করিবে । ৪২-৪৩

গচ্ছন্তি স্বাশনং ভীমাং নানারূপধরাং পরাম্ ॥ ৪৪
 পূর্বোক্তাং পৃথিবীং ধন্যাং গন্ধে নীত্বা মহেশ্বরী ।
 আকৃষ্ট্য প্রণবেনৈব জীবাশ্বানং নগেন্দ্রজে ॥ ৪৫
 কুণ্ডলিন্যা সহ প্রেমে গন্ধমাদায় সাধকঃ ।
 সোহহমিতি মনুনা দেনি স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশয়েৎ ॥ ৪৬
 তৎপদ্মং লিঙ্গমূলস্থং সিন্দূরাভঞ্চ যড়্দলম্ ।
 ক্ষুরধিক্রম-সঙ্কশৈর্বাতি-লালৈস্তঃ সুশোভিতম্ ॥ ৪৭
 তৎকর্ণিকায়াং বরুণং তত্রাপি ভাবয়েদ্ধরিম্ ।
 যুবানাং রাকিনীং শক্তিং চিন্তয়িত্বা বরাননে ॥ ৪৮
 রসনেন্দ্রিয়-পুষ্পস্থং জলঞ্চ কাম-লালসে ।
 এতানি গন্ধঞ্চ শিবে রসে নীত্বা বিনোদিনীম্ ॥ ৪৯
 জীবাশ্বানং কুণ্ডলিনীং রসঞ্চ মণিপূরকে ।
 নীত্বা পরমযোগেন তৎপদ্মং দিগ্‌দলং প্রিয়ে ॥ ৫০

উৎকৃষ্ট বিবিধ রূপধারিণী ও ভীমদর্শনা দেবী সুন্দর আসনে শোভারমান
 আছেন । ৪৪

হে মহেশ্বরী । পূর্বোক্ত পৃথিবীতত্ত্বকে উহার বিষয়ে গন্ধে লীন করিয়া হে
 নগেন্দ্রজে । ঐশ্বর্য মন্ত্রের দ্বারা জীবাশ্বাকে আকর্ষণ করিয়া । ৪৫

কুণ্ডলিনীদেবীর সহিত সাধক গন্ধকে গ্রহণ করিয়া হে দেবি । সোহহম্ এই
 মন্ত্রের দ্বারা স্বাধিষ্ঠানে প্রবেশ করাইবে । ৪৬

সেই স্বাধিষ্ঠান পদ্মটি লিঙ্গমূলে বিরাজমান । উহার ছয়টি দল এবং
 সিন্দূরের মত উহার কাণ্ডি । দোণ্ডিমান প্রবালের দ্বারা বকরাদি লকারাক্ত
 বর্ণের দ্বারা উহা সুশোভিত (যং ভং যং যং রং লং) । ৪৭

উহার কর্ণিকাতে বরুণ বিরাজমান রহিয়াছেন । সেখানে বিষ্ণুর চিন্তা
 করিবে । হে বরাননে । যাহাতে রাকিনী নামক শক্তি রহিয়াছে, উহার চিন্তা
 করিয়া । ৪৮

এই স্বাধিষ্ঠানচক্রে যে রসনেন্দ্রিয়, জল ও উপহরূপ কর্মেন্দ্রিয় শোভারমান
 আছে, এইগুলিকে এবং গন্ধকে রসে মিলিত করিয়া মণিপূর পদ্মে লইয়া
 যাইবে । ৪৯

মণিপূর নামক পদ্মে দ্বিতীয় চক্রস্থ রসকে এবং কুণ্ডলিনীরূপ জীবাশ্বাকে

নীলবর্ণং তড়িঙ্গপং ডাদি-কাঠৈস্তু মণ্ডিতম্ ।

তৎকর্ণিকায়াং সূত্রোণি বহিঃ সংচিন্ত্য সাধকঃ ॥ ৫১

তত্র ক্রুদ্রঃ স্বয়ং কৰ্ত্তা সংহারে সকলশ্চ চ ।

লাকিনী-শক্তি-সংযুক্তং ভাবয়েন্তং মনোহরে ॥ ৫২

তত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ঞ্চ কুত্বা তেজোময়ং যজ্ঞেৎ ।

এতং রসঞ্চ সূভগে রূপে নীহা মহাভগে ॥ ৫৩

জীবাখ্যানং কুণ্ডলিনী-রূপঞ্চানাহতে নয়েৎ ।

বন্ধু-কপুষ্প-সঙ্কাশং তৎপদ্মং দ্বাদশারকম্ ॥ ৫৪

কাদি-ঠাঠৈস্তুঃ ক্ষুরদ্বর্গৈঃ শোভিতাং হরবল্লভাম্ ।

তৎকর্ণিকায়াং বায়ু-ঞ্চাজীব-স্থান-নিবাসিনম্ ॥ ৫৫

তত্র যোনের্মণ্ডলঞ্চ বাণলিঙ্গ-বিরাজিতম্ ।

কাকিনীশক্তিসংযুক্তং তত্র বায়োত্তুগিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৫৬

উৎকৃষ্ট যোগের দ্বারা লইয়া যাইবে । হে প্রিয়ে । মণিপুর নামক পদ্মটি দশটি দলবিশিষ্ট । ৫০

এই পদ্মটির রং নীলবর্ণ তড়িতের দ্যায় এবং ডকারাদি ককারান্ত বর্ণসমষ্টির দ্বারা সুশোভিত । হে সূত্রোণি । উহার কর্ণিকাতে সাধক যেন অগ্নিবীজ 'রং'-এর চিন্তা করে । (ড, চ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ) । ৫১

সেহলে সকললোকের সংহারকর্ত্তা ক্রুদ্র লাকিনী শক্তিসহ বিরাজমান রহিয়াছেন । হে মনোহরে । সেই লাকিনীশক্তিসংযুক্ত ক্রুদ্রের ভাবনা করিবে । ৫২

তথায় তৈজস চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং উহার বিষয় 'রূপ' শোভায়মান । হে সূভগে । হে মহাভাগে । দ্বাৰিষ্ঠান-স্থিত রসকে রূপে মিলাইতে অনাহতচক্রে লইয়া যাইবে । ৫৩

সেই অনাহত পদ্মে কুণ্ডলিনীরূপ জীবাখ্যাকেও লইয়া যাইবে । এই অনাহত পদ্মটির রং বাঁধুলি ফুলের মত এবং এই পদ্মে দ্বাদশটি দল আছে । ৫৪

এই অনাহতচক্রটি ককারাদি ঠকারান্ত : (কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং) দেদীপ্যমান বর্ণসমষ্টির দ্বারা সুশোভিত এবং উহার কর্ণিকাতে জীবস্থাননিবাসী বায়ুতত্ত্বও বিদ্যমান আছে । ৫৫

তথায় বাণলিঙ্গ বিরাজিত একটি যোনিমণ্ডল রহিয়াছে, সেহলে কাকিনী-শক্তি, ত্বক্ ইন্দ্রিয় এবং উহার বিষয় বায়ুতত্ত্বও বিদ্যমান আছে । ৫৬

এতৎ রূপঞ্চ সংযোজ্য স্বর্গে রমণ-কামিনী ।
 জীবকুণ্ডলিনীং স্পর্শং বিভুদ্ধৌ স্থাপয়েত্ততঃ ॥ ৫৭
 ধূম্রবর্ণং কণ্ঠপদ্মং ষোড়শশ্বরমণ্ডিতম্ ।
 তৎকর্ণিকায়ামাকাশং শিবঞ্চ কাকিনীযুতম্ ॥ ৫৮
 বাচং শ্রোত্রঞ্চ আকাশে সংস্থাপ্য নগনন্দিনি ।
 এতানি স্পর্শং শব্দে চ নীত্বা শঙ্করি মৎপ্রিয়ে ॥ ৫৯
 জীবং কুণ্ডলিনীং শব্দজ্ঞাপত্রে নিধাপয়েৎ ।
 নেত্রপদ্মং শুক্লবর্ণং দ্বিদলং হ-ক্ষ-ভূষিতম্ ॥ ৬০
 তৎকর্ণিকায়াং ত্রিকোণক্ষেপ্ বাণলিঙ্গঞ্চ সঙ্গতম্ ।
 মনশ্চাত্ত্ব সদা ভাতি হাকিনীশক্তি-লাঙ্ঘিতং ॥ ৬১
 বুদ্ধি-প্রকৃত্যহঙ্কারালঙ্কিতং তৈজসা পরম্ ।
 জীবাত্মানং কুণ্ডলিনীং মনশ্চাপি মহেশ্বরী ॥ ৬২
 সহস্রারে মহাপদ্মে মনশ্চাপি নিয়োজয়েৎ ।
 সহস্রারং নিত্যপদ্মং শুক্লবর্ণমধোমুখম্ ॥ ৬৩

হে স্বর্গে রমণকামিনি । এইবার বিভুদ্ধাখ্য পদ্মে পূর্বোক্ত ত্রিগুণের বিষয় স্পর্শকে যুক্ত করিয়া কুণ্ডলিনীরূপী জীবকে সেস্থলে স্থাপন করিবে । ৫৭

এই পদ্মটি ধূম্রবর্ণ এবং ষোড়শশবরের দ্বারা ভূষিত । ইহার কর্ণিকার আকাশ-তত্ত্ব এবং কাকিনীশক্তিযুক্ত শিব বিরাজমান রহিয়াছেন । ৫৮

হে নগনন্দিনি । তথায় বাক্ ও শ্রোত্রেস্ত্রিয়কে সংস্থাপন করিয়া হে আমার প্রিয়ে শঙ্করি । সেস্থলে শব্দের সহিত স্পর্শ যোগ করিয়া, কুণ্ডলিনীরূপী জীবকে এবং শব্দকে জ্ঞাপত্রে লইয়া যাইবে । তথায় যে নেত্রপদ্মটি রহিয়াছে উহার বর্ণ শুক্ল এবং 'হ' ও 'ক্ষ' এই দুইটি দলের দ্বারা ভূষিত । ৫৯-৬০

উহার কর্ণিকাতে বাণলিঙ্গসংযুক্ত একটি ত্রিকোণ রহিয়াছে এবং তথায় হাকিনীশক্তিযুক্ত মন সর্বদা শোভায়মান । ৬১

হে মহেশ্বরী । বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহঙ্কারের দ্বারা লঙ্কিত উৎকৃষ্ট তৈজস মনকে এবং জীবাত্মা সহ কুণ্ডলিনীকে তথায় যুক্ত করিবে । ৬২

জ্ঞানচক্রের উর্ধ্বে যে সহস্রার চক্র আছে, উহার বর্ণ শুক্ল এবং অধোমুখ হইয়া বিরাজমান । সেই সহস্রার রূপ মহাপদ্মে মনোনিবেশ করিবে । ৬৩

অকারাদি-ক্ষকারাষ্টৈঃ সুরধর্মেবিরাজিতম্ ।
 তৎকর্ণিকায়াং দেবেশি অন্তরাঙ্গা ততো গুরুঃ ॥ ৬৪
 সূর্য্যস্ত মণ্ডলৈকৈব চন্দ্রমণ্ডলমেব চ ।
 ততো বায়ুর্মহানাদো ব্রহ্মরন্ধ্রং ততঃ শ্বতম্ ॥ ৬৫
 তস্মিন্ রন্ধ্রে বিসর্গঞ্চ নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম্ ।
 তদুন্ধে শঙ্খিনী দেবী সৃষ্টিস্থিতিস্তুকারিণী ॥ ৬৬
 তস্তাধঃস্তা চ দেবেশি চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্ ।
 ত্রিকোণং তত্র সংচিন্ত্য কৈলাসমত্র ভাবয়েৎ ॥ ৬৭
 ইহ স্থানে মহাদেবি স্থিরচিত্তো বিধায় চ ।
 জীবজীবী গন্তব্যার্থিন পুনর্জন্মসংভবঃ ॥ ৬৮
 অত্র নিত্যোদিতা বুদ্ধিকর্যহীনা অমাকলা ।
 তন্মধ্যে কুটীলা নির্বাণাখ্যা সপ্তদশী কলা ॥ ৬৯
 নির্বাণাখ্যাস্তরগতা বহিরূপা নিরোধিকা ।
 নাদোহব্যক্তস্তদুপরি কোট্যাদিত্যসমপ্রভা ॥ ৭০

অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত দেদীপ্যমান সকল বর্ণসমষ্টি দ্বারা উহা ব্যাপ্ত ।
 হে দেবেশি । উহার কর্ণিকাতে অন্তরাঙ্গা এবং গুরুর আসন রহিয়াছে । ৬৪

উহার উপরে সূর্যমণ্ডল এবং চন্দ্রমণ্ডল বিরাজমান । তদুপরি মহানাদমুক্ত
 বায়ু এবং তাহারও উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র শোভাযমান । ৬৫

সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে নিত্য আনন্দময় নিরঞ্জন বিসর্গ রহিয়াছে । তাহারও মতে
 ব্রহ্মরন্ধ্রের উর্দ্ধভাগে এই বিসর্গমণ্ডল শোভাযমান । তদুপরি শঙ্খিনীদেবীর
 স্থান । এই শঙ্খিনী দেবীই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি । ৬৬

হে দেবেশি । উহার নিম্নপ্রদেশে চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে স্থিত যে ত্রিকোণ
 রহিয়াছে, তাহার চিন্তা করিয়া এই স্থলেই কৈলাসের ভাবনা করিবে । ৬৭

হে মহাদেবি । পূর্বোক্ত স্থানে যীর চিন্তকে স্থির অর্থাৎ নিরোধ করিলে
 সাধক বিগন্তব্যার্থি হইয়া থাকে এবং জীব-জীবিতাব সম্বন্ধ নষ্ট হওয়ার পরে
 আর পুনর্জন্ম সম্ভব হয় না । ৬৮

এই স্থানেই বুদ্ধি-কর-রহিত অমাকলা নিত্য উদিত হইয়া থাকে । তাহারই
 মধ্যে কুটীল নির্বাণ নামক সপ্তদশী কলা বিদ্যমান রহিয়াছে । ৬৯

সেই নির্বাণ নামী সপ্তদশী কলার অন্তর্গত বাহুরূপ নিরোধকারিণী একটি

নির্বাকশক্তিঃ পরমা সর্বেষাং যোনিরূপিণী ।
 অশ্রাং শক্তৌ শিবং জ্ঞেয়ং নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।
 অত্রৈব কুণ্ডলীশক্তি মূঢ়াকারা সুরেশ্বরী ॥ ৭১
 পুনন্তেন প্রকারেণ গচ্ছন্ত্যাধারপঙ্কজে ॥ ৭২
 কথিতা যোনিমুদ্রায়ং ময়া তে পরমেশ্বরী ।
 বিনা যেন ন সিদ্ধেন নিহরেৎ পরমাত্মনা ॥ ৭৩
 তদ্বিভ্যামুতধারাভি লাক্ষাভাভি র্মহেশ্বরী ।
 তর্পয়েদেবতাং যোগী যোগেনানেন সাধকঃ ॥ ৭৪
 কুণ্ডলীশক্তিসিদ্ধিঃ স্ত্রাধ্বর্গকোটিশতৈরপি ।
 তস্মাদ্ভয়াপি গিরিজে গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৭৫
 মন্ত্ররূপাং কুণ্ডলিনীং ধ্যায়া যট্চক্রমণ্ডলে ।
 কন্দমধ্যাং সুমধুরং কুজস্তীং সততোখিতাম্ ॥ ৭৬
 গচ্ছন্তীং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তীং স্বকেতনম্ ।
 মূলাধারে চ তাং দেবীং সংস্থাপ্য বীরবন্দিতে ॥ ৭৭

কলা রহিয়াছে ; যেখানে সব সময় অব্যক্ত নাদ উদ্ভিত হইয়া থাকে ; তাহারই উর্ধ্বে কোটি আদিভ্যের সমান প্রভা বিরাজমান । ৭০

ইহাই যোনিরূপিণী সকলের নির্বাকশক্তি, এই শক্তিতেই নির্বিকার নিরঞ্জন শিব বিরাজমান রহিয়াছেন । হে সুরেশ্বরী । এই স্থলে মূঢ়ার আকারে কুণ্ডলীশক্তিও রহিয়াছে । এই কুণ্ডলীশক্তি পুনরায় সেইভাবে আধারকমলে (মূলাধার চক্রে) চলিয়া যায় । ৭১-৭২

হে পরমেশ্বরী । তোমার আমি এই যোনিমুদ্রা বর্ণন করিলাম । যাহার সিদ্ধি ব্যতীত পরমাত্মা-প্রাপ্তি দুর্লভ । ৭৩

লাকারসের আভার সমান সেই দিবা অমৃত ধারার দ্বারা সাধক যোগী নিরন্তর আরাধ্য দেবতার তর্পণ করিবে । ৭৪

শতকোটি বর্ণের দ্বারাও কুণ্ডলীশক্তির সিদ্ধি হইতে পারে, সুতরাং হে গিরিজারা । প্রযত্নপূর্বক ইহা গোপন রাখিবে । ৭৫

যট্চক্রমণ্ডলে মন্ত্ররূপা কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে কন্দমধ্য হইতে সতত সুমধুর কুজন করিতে করিতে কুণ্ডলিনী উত্থান করিতে থাকেন । ৭৬

মূলাধার হইতে উত্থান করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের দ্বারা গমনপূর্বক স্বকীয় স্থানে

চিজিণীপ্রথিতা মালা জাপং ব্রহ্মাণ্ডমুন্দরি ।
 রহস্যং পরমং দিব্যং মন্ত্রচৈতন্যমীরতম্ ॥ ৭৮
 মুদ্রাচৈতন্যয়োজ্ঞানং বর্ণনানং জ্ঞানমেব চ ।
 মন্ত্রার্থং কথিতং দেবি তব স্নেহাৎ প্রিয়ম্বদে ॥ ৭৯
 অস্ম্য জ্ঞানং বিনা ভদ্রে সিদ্ধির্ন স্ম্যাং সুলোচনে ।
 ইতি তে কথিতং দেবি যোনিরূপীড়নমুত্তমম্ ॥ ৮০

শ্রীঈশ্বরী উবাচ—

সুরাসুরজগদ্বন্দ্য পার্বতীভগসেবক ।
 ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যোনেঃ কবচমুত্তমম্ ॥ ৮১

শ্রীমহাদেব উবাচ—

যদ ধৃতা পঠনাং সর্বাঃ শক্তয়ো বরদাঃ প্রিয়ে ।
 এতস্ম্য কবচস্ত্যপি ঋষিচ শ্রীসদাশিবঃ ॥ ৮২
 ছন্দোগায়ত্রীদেবতা যোনিরূপা সনাতনী ।
 চতুর্বর্গেষু দেবেশি বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৮৩

(সহস্রারে) প্রবেশ করেন। হে বীরবন্দিতে দেবি। সেই স্থান হইতে কুণ্ডলিনীকে পুনরায় মূলাধারে প্রত্যাবর্তন করাইয়া সংস্থাপন করিবে। ৭৭

হে ব্রহ্মাণ্ডমুন্দরি। চিজিণী দ্বারা প্রথিত মালা জপে প্রযুক্ত হইলে মন্ত্রের চৈতন্য সাধিত হয়, বাহা সাধকের পরম দিব্য রহস্যরূপ। ৭৮

হে প্রিয়ম্বদে। তোমার স্নেহপরবশ হইয়া, মুদ্রার, মন্ত্রচৈতনের ও বর্ণের আনোপায় এবং মন্ত্রার্থের বর্ণনা করিলাম। ৭৯

হে ভদ্রে। হে সুলোচনে। ইহার জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধিপ্রাপ্তি অসম্ভব—এই কারণেই হে দেবি। তোমাকে উত্তম যোনিরূপী বর্ণন করিলাম। ৮০

শ্রীপার্বতী বলিলেন—হে সুরাসুর-জগদ্বন্দ্য। পার্বতীর ভগসেবনকারী। এইবার উত্তম যোনিকবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৮১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—হে প্রিয়ে। বাহা ধারণ করিলে বা পাঠ করিলে সকল শক্তিই বরদানে প্রযুক্ত হন। এই কবচের ঋষি শ্রীসদাশিব। ৮২

ছন্দ গায়ত্রী আর দেবতা স্বয়ং যোনিরূপা সনাতনী। হে দেবেশি। ইহার বিনিয়োগ হইল চতুর্বর্গে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গে বিনিয়োগ করিতে হয়। ৮৩

[যোনিকবচম্]

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ ।

(দক্ষপাদঃ) মম শিরো রক্ষন্ত স্বাহা ॥ ৮৪

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং

মং মঃ ওঁ মাং ওঁ আকূটাং মম রক্ষন্ত স্বাহা মং মাং ।

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং

মং মঃ মম হৃদয়াদি দক্ষবাহং রক্ষন্ত ॥ ৮৫

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং

মং মঃ মম হৃদয়াদি বামবাহং রক্ষন্তী ।

ওঁ মঃ মাং মিঃ মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং

মং মঃ দক্ষপাদং রক্ষন্ত মম ॥ ৮৬

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ ।

বামপাদং রক্ষন্ত মম সদা স্বাহা স্বাহা ।

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং

মং মঃ মম হৃদাদিষু নাসাং রক্ষন্ত স্বাহা ॥ ৮৭

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং

মং মঃ উপস্থং রক্ষন্ত মম সদা স্বাহা ।

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ

ইদং হি যোনিকবচং রহস্যং পরমাত্মতম ॥ ৮৮

যোনিকবচ—

ওঁ মং মাং মিং মীং য়ং য়ং মেং মৈং মোং মৌং মং মঃ—মম শিরো রক্ষন্ত স্বাহা । ৮৪

ওঁ মং মাং.....মং মঃ ওঁ মাং ওঁ আকূটাং মম রক্ষন্ত স্বাহা মং মাং ।

ওঁ মং মাং.....মং মঃ মম হৃদয়াদি দক্ষবাহং রক্ষন্ত । ৮৫

ওঁ মং মাং.....মং মঃ মম হৃদয়াদি বামবাহং রক্ষন্ত ।

ওঁ মং মাং.....মং মঃ দক্ষপাদং রক্ষন্ত মম । ৮৬

ওঁ মং মাং.....মং মঃ বামপাদং রক্ষন্ত মম সদা স্বাহা স্বাহা ।

ওঁ মং মাং.....মং মঃ মম হৃদয়াদি নাসাং রক্ষন্ত স্বাহা । ৮৭

ওঁ মং মাং.....মং মঃ উপস্থং রক্ষন্ত মম সদা স্বাহা ।

অজ্ঞাতা যো জপেন্মন্ত্রং সর্বং নিফলতাং ব্রজেৎ ।

রহস্যং পরমং দিব্যং সাবধানাবধারণ ॥ ৮৯

মূলাধারে মহেশানি জপেদ্যন্ত বরাননে ।

মূলাধারে মহেশানি বরারোহেহস্তরাশ্মিনি ॥ ৯০

প্রতিচক্রে মহেশানি পঠেদ যোনিং সনাতনীম্ ।

চন্দ্রসূর্য্যপরাগে চ পঠেদ্বা কবচং প্রিয়ে ॥ ৯১

স্বনারীং রময়েৎ যন্ত পরনারীমথাপি বা ।

কবচন্ত প্রসাদেন যোনিমুদ্রা হি সিধ্যতি ॥ ৯২

ইদং হি কবচং দেবি পঠিষ্বা কমলাননে ।

মৈথুনং মহদাখ্যানং ত্রয়া সহ ময়া কৃতম্ ॥ ৯৩

কবচন্ত প্রসাদেন জনা যান্তি পরাং গতিম্ ।

ভূর্জপত্রে সমালিখ্য স্বরন্তু-কুসুমেন তু ॥ ৯৪

শুক্রেণ কুসুমেনাপি রোচনালঙ্ককেন চ ।

স্বর্ণস্থাং গুটিকাং কৃত্বা ধারয়েদ্যন্ত মানবঃ ॥ ৯৫

ও মং মাং.....মং মঃ ইদং হি যোনিকবচং রহস্যপরমাদ্বুতং । ৮৮

যে সাধক এই যোনিকবচ না জানিয়াই জপ করে, তাহার সকল মন্ত্রজপই নিফল হইয়া থাকে, সুতরাং পরম দিব্য এই রহস্য সাবধানপূর্বক মনে রাখিবে । হে মহেশানি ! হে বরাননে । যে সাধক মূলাধারে অন্তরাশ্মির কবচের জপ করে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে । ৮৯-৯০

হে মহেশানি । প্রত্যেক চক্রে সনাতনী যোনির কবচ পাঠ করিবে অথবা হে প্রিয়ে । চন্দ্রগ্রহণ কিম্বা সূর্য্যগ্রহণে কবচ পাঠ করিবে । ৯১

স্বকীয় নারীতে অথবা পরকীয় নারীতে রমণ করো, কিন্তু কবচের অনুগ্রহে যোনিমুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে । ৯২

হে কমলাননে । হে দেবি । এই কবচ পাঠ করিয়া তোমার সহিত মহৎ আখ্যানযুক্ত মৈথুন করিয়াছি । ৯৩

কবচের অনুগ্রহেই লোক পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভূর্জপত্রে কুসুমের দ্বারা লিখিয়া । ৯৪

ভূত গুণের দ্বারা, গোরোচনা অথবা অলঙ্কার দ্বারা লিখিয়া, সুবর্ণনির্মিত ভাবিজের মধ্যে গুটিকাক্রমে রাখিয়া যে মানুষ ধারণ করিয়া থাকে । ৯৫

ইহলোকে পরত্র চ স এব শ্রীসদাশিবঃ ।

অষ্টোত্তরশতধ্যান প্রপঠেৎ সিদ্ধিবাঞ্ছয়া ॥ ১৬

কিমত্র বহনোক্তেন অস্ম্যং পরতরো নহি ।

নমো যোন্তৈ নমো যোন্তৈ কুণ্ডলিনৈ নমোনমঃ ॥ ১৭

ইতি দক্ষিণায়ামে সার্বলক্ষ্যগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে

যোনিমুদ্রাদিকথনং দ্বিতীয়: পটল: ।

সে ইহলোকে এবং পরলোকেও শ্রীসদাশিবরূপে বিরাজ করে। সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি থাকে, তাহা হইলে প্রতিদিন অষ্টোত্তর শতবার যোনিকবচ পাঠ করিবে। ১৬

বিশেষ আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে? ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুই নাই। সুতরাং যোনিকে বার বার নমস্কার করি, তৎসঙ্গে কুণ্ডলিনীদেবীকেও বারম্বার নমস্কার করি। ১৭

দক্ষিণায়ামে সার্বলক্ষ্যগ্রন্থে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে

যোনিমুদ্রাদি কথন নামক দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত ।

তৃতীয়ঃ পটলঃ

[গুরুপূজন-কবচ-গীতকথনম্]

শ্রীদেব্যাবাচ—

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গুরুপূজনমুত্তমম্ ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

কথয়ামি মহাদেবি অপ্রকাশ্যং বরাননে ।

নিগুণঞ্চ পরং ব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২

মহামন্ত্রং মহেশানি গোপনীয়ং পরাং পরম্ ।

তত্র ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্বতি সাদরম্ ॥ ৩

সহস্রদলপদ্মস্থ-মন্তরাঙ্কানমুজ্জ্বলম্ ।

তন্ত্রোপরি নাদবিন্দোন্মধ্যে সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥ ৪

চিস্তয়েন্নিজগুরুং নিত্যং রক্ততাচলসম্মিতম্ ।

বীরাসনসমাসীনং মুদ্রাভরণভূষিতম্ ॥ ৫

শুভ্রমাল্যাস্বরধরং বরদাভয়পানিনম্ ।

বামোরুশক্তি-সহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতম্ ॥ ৬

[গুরু পূজা, কবচগীতা কথন]

শ্রীদেবী বলিলেন—এখন আমি উত্তম বে গুরুপূজন, তাহাই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । ১

মহাদেব বলিলেন—হে বরাননে । এই অপ্রকাশ্য বিদ্যা তোমার বলিতেছি ; গুরু এই অক্ষর-দুইটি নিগুণ পরব্রহ্মরূপ । ২

হে মহেশানি । এই মহামন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা স্রেষ্ঠ, সুতরাং গোপন করিয়া রাখিবে । হে পার্বতি । সর্বপ্রথম ধ্যান বলিবে, তাহা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ কর । ৩

সহস্রদল কমলের মধ্যে জ্যোতিঃরূপ অন্তরাষ্ট্রা বিরাজমান করিতেছেন । তদুপরি নাদ ও বিন্দুর মধ্যে উজ্জ্বল সিংহাসনে শ্রীশ্রীগুরু বিরাজমান করিতেছেন । ৪

রক্ততাচলের শ্যাম শুভ্র সেই নিজের গুরুদেবকে নিত্য ধ্যান করিবে । তথায় গুরুদেব বীরাসনে সমাসীন এবং মুদ্রাভরণে ভূষিত রহিয়াছেন । ৫

প্রিয়য়া সব্যহন্তেন ধৃতচাক্রকলেবরম্ ॥ ৭
 বামোনোংপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষণা ।
 জ্ঞানানন্দসমাবৃক্তং অরেন্দ্রমামপূর্বকম্ ॥ ৮
 মানসৈরুপচারৈশ্চ সম্পূজ্য কল্পয়েৎ সুধীঃ ॥ ৯
 গন্ধং ভূম্যাত্মকং দত্তাদ্ ভাবপুষ্পৈস্ততঃ পরম্ ।
 ধূপং বায়ুাত্মকং দেবি তেজসা দীপমেব চ ॥ ১০
 নৈবেদ্যমমৃতং দত্তাৎ পানীয়ং বরুণাত্মকম্ ।
 অম্বরং মুকুটং দত্তাদ্ বস্ত্রৈশ্চৈব মম প্রিয়ে ॥ ১১
 চামরং পাঙ্কজাচ্ছত্রং তথালঙ্কারভূষণৈঃ ।
 তত্তদ্ব্যুদ্ভাবিধানেন সম্পূজ্যাথ গুরুং যজ্ঞেৎ ॥ ১২
 যথাশক্তি জপং কৃৎবা সমর্প্য কবচং পঠেৎ ।
 [ইতি তে কথিতং সম্যগ্ গুরুপূজনমুত্তমং]* ॥ ১৩

শ্রীদেব্যাচ—

ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্মৈ মে বদ ॥ ১৪

তিনি শুভ্রমালা ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহার পরিধানে শুভ্র বসন, হস্তে বরদাভরণ এবং বামোন্নতশক্তি সহ করুণাত্মক নেত্রে অবলোকন করিতেছেন । ৬

রক্তাভরণে ভূষিতা ও হস্তে উৎপলধারিণী প্রিয়ার দ্বারা দক্ষিণ হস্তে বাঁহার চাক্র কলেবর ধৃত । ৭

বামহস্তে উৎপলধারিণী এবং রক্তাভরণভূষিতা জ্ঞানানন্দপ্রদা শক্তির দ্বারা সদাবৃক্ত—এইরূপ গুরুকে তাঁহার নামগ্রহণপূর্বক অরণ করিবে । ৮

সুধী সাধক মানস উপচারের দ্বারা তাঁহার মানসপূজার কল্পনা করিবে । ৯
 পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধরূপে, বায়ুতত্ত্বকে ধূপরূপে, অগ্নিতত্ত্বকে দীপরূপে কল্পনা করিয়া ভাবরূপীপুষ্পের দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । ১০

অমৃতকে নৈবেদ্যরূপে, বরুণকে পানীয়রূপে, আকাশকে মুকুটরূপে এবং উহাকেই বস্ত্ররূপে কল্পনা করিয়া, হে প্রিয়ে । মানসপূজা করিবে । ১১

চামর, পাঙ্কজা, ছত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি তৎ তৎ মূদ্রা দ্বারা কল্পনা করিয়া গুরুপূজন করিবে । ১২

মানসপূজার অনন্তর যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্রের জপ ও জপ সমর্পণ করিয়া গুরুকবচ পাঠ করিবে । ১৩

* মোকোহরং সর্বত্র ম দৃশ্যতে ।

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অথ তে কথ্যামীশে কবচং মোক্ষদায়কম্ ।
 যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদৃগতিঃ ॥ ১৫
 ব্রহ্মাদয়োহপি গিরিজে সর্বত্র জয়িনঃ স্মৃতাঃ ।
 অস্ত্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগমপুরঃসরাঃ ॥ ১৬
 কবচস্ত্যস্ত্য দেবেশি ঋষিবিষ্ণুরুদাহুতঃ ।
 ছন্দো বির্যাড্ দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ১৭
 চতুর্বর্গে জ্ঞানমার্গে বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 সহস্রারে মহাপদ্মে কপূরধবলো গুরুঃ ॥ ১৮
 বামোরুগতশক্তি র্যঃ সর্বতঃ পরিরক্ষতু ।
 পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরসং মম বদন্তে ॥ ১৯
 পরাপরাখ্যো নাগাং মে পরমেষ্ঠিশূৰ্য্যং মম ।
 কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দ নাথকঃ ॥ ২০
 বাহু ধৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দনাথকঃ ।
 বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্বদা ॥ ২১

শ্রীঈশ্বরী বলিলেন, হে ভূতনাথ মহাদেব । এইবার আমাকে তাঁহার কবচ বর্ণন কর । ১৪

শ্রীমহাদেব বলিলেন, হে দেবি । তাঁহার কবচ হইল মোক্ষদায়ক, বাহার জ্ঞান ব্যতীত সিদ্ধি ও সদৃগতি হয় না । ১৫

হে গিরিজে । এই কবচের প্রভাবেই সকল বেদ ও আগমের তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সর্বত্রই বিজয়ী হইয়াছেন । ১৬

হে দেবেশি । এই কবচের ঋষি হইল বিষ্ণু, ছন্দঃ বির্যাট্ এবং দেবতা হইলেন গুরুদেব শিব স্বয়ং । ১৭

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের মধ্যে জ্ঞানমার্গে সহস্রারূপ মহাপদ্মে কপূরের স্তায় শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট গুরুই একমাত্র এই কবচের বিনিয়োগ । ১৮

বাম উরুতে উপবিষ্ট শক্তি বাহার এইরূপ পরম শিব সর্বত্র রক্ষা করুন । হে প্রিয়ে । পরমগুরু আমার মস্তককে রক্ষা করুন । ১৯

পরাপরগুরু আমার নাসিকা এবং পরমেষ্ঠীগুরু আমার মুখের রক্ষা করুন । পরম প্রহ্লাদ বা আনন্দের প্রভু আমার কণ্ঠের রক্ষা করুন । ২০

ক্রোধানন্দঃ কটিঃ পাতু সুখানন্দঃ পদং মম ।
 ধ্যানানন্দশ্চ সর্বাক্ষং বোধানন্দশ্চ কাননে ॥ ২১
 সর্বত্র গুরবঃ পাস্তু সর্বৈঃ ঈশ্বররূপিণঃ ।
 ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে ॥ ২৩
 ভক্তিহীনে ছরাচারে দত্তান্মৃত্যুমবাগ্নুয়াৎ ।
 অশ্রৌব পঠনাদ্ দেবি ধারণাচ্ছুবণাৎ প্রিয়ে ।
 মন্ত্রাঃ সিদ্ধাশ্চ জায়ন্তে কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ২৪
 কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে ।
 ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কলুষং যথা ॥ ২৫
 ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ।
 তৎ সর্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্হ্যতি স্মৃনিশ্চিতম্ ॥ ২৬
 শিবে রুষ্টে গুরুত্বাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনঃ ॥ ২৭

যিনি সনক ঋষিকে আনন্দদান করেন এবং যিনি কুমারকেও আনন্দ দান করেন এইরূপ গুরু আমার দুইটি বাহুর রক্ষা করুন । বশিষ্ঠকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন, তিনিও আমার হৃদয় রক্ষা করুন । ২১

ক্রোধানন্দ কটি, সুখানন্দ চরণ এবং ধ্যানানন্দ আমার সর্বাঙ্গ আর বোধানন্দ কাননে আমাকে রক্ষা করুন । ২২

ঈশ্বররূপী সকল গুরুই আমাকে সকলস্থানে যেন রক্ষা করেন । হে পরম-শিবে ভদ্রে । আমি তোমার এইভাবে গুরুকবচ বর্ণন করিলাম । ২৩

ছরাচারী ও ভক্তিহীন মানুষকে এই কবচপ্রদান করিলে মৃত্যু প্রাপ্তি অবশ্যজ্ঞাবী । হে দেবি । এই কবচের ধারণে ও শ্রবণে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে ; আমি তোমাকে অস্ত্র কি বলিব । ২৪

হে বীরবন্দিতে । কণ্ঠে, দক্ষিণ বাহুতে অথবা শিখাতে ইহার ধারণ করিলে, গঙ্গাতে স্নান করিলে যেসকল পাপ নষ্ট হয়, সেইরূপ সকল কলুষ নষ্ট হইয়া যাইবে । ২৫

হে প্রিয়ে । এই কবচের জ্ঞান ব্যতীতই যদি কেহ কেবল মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে গুরু তাহার সকল জপ নিষ্ফল করিয়া দেন, ইহা সূনিশ্চিত । ২৬

শিব যদি রুষ্ট হন, তাহা হইলে গুরুই রক্ষা করেন ; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে জগতে কেহই রক্ষা করিতে পারে না । ২৭

শ্রীপার্বত্যবাচ—

লোকেশ কথ্যতাং দেব গুরুগীতা ময়ি প্রভো ॥ ২৮

শ্রীশিব উবাচ—

শৃণু তারিণি বক্ষ্যামি গীতাং ব্রহ্মময়ীং পরাম্ ।

গুরুত্বং সর্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ ॥ ২৯

ভূমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী ।

গয়া গঙ্গা কাশিকা চ ভূমেব সকলং জগৎ ॥ ৩০

কাবেরী যমুনা রেবা করতোয়া সরস্বতী ।

চন্দ্রভাগা গৌতমী চ ভূমেব কুলপালিকা ॥ ৩১

ব্রহ্মাণ্ডং সকলং দেবি কোটিব্রহ্মাণ্ডমেব চ ।

ন হি তে বক্তুমর্হামি ক্রিয়াজালং মহেশ্বরী ॥ ৩২

উক্ত্য উক্ত্য ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোহয়ং নাগাত্মজে ।

কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূত্বং মম দেহিনাম্ ॥ ৩৩

তব চক্রং মহেশানি অতীতঃ পরমাত্মনঃ ।

ইতি তে কথিতা গীতা গুরুদেবস্ত ব্রহ্মণঃ ॥ ৩৪

শ্রীপার্বতি বলিলেন, হে লোকেশ, হে দেব, হে প্রভো! আমাকে গুরু-
গীতার বর্ণন কর । ২৮

শ্রীশ্রীশিব বলিলেন—হে তারিণি! তুমি শ্রবণ কর । আমি তোমার উৎকৃষ্ট
ব্রহ্মময়ী গুরুগীতার বর্ণন করিব । তুমি সকল শাস্ত্রের গুরু; কিন্তু আমিই
উহার প্রকাশক । তুমিই গুরুরূপে জগতের ত্রাণ করিয়া থাক । গয়া, গঙ্গা
ও কাশী সকলই তুমি । ২৯-৩০

কাবেরী, নর্মদা, যমুনা, করতোয়া, সরস্বতী, চন্দ্রভাগা ও গৌতমীরূপে
তুমিই কুলপালিকা । হে দেবি! নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকেও,
হে মহেশ্বরী! তোমার সাধন ক্রিয়াসমূহ বলা যায় না । ৩১-৩২

হে নগাত্মজে! সেই সব ক্রিয়াসমূহ বলিতে বলিতে ও ভাবিতে ভাবিতে এই
শিব ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছে । তুমি সকল প্রাণীর জননী হইয়াও কি করিয়া
আমার বধুরূপে বিরাজ কর । ৩৩

হে মহেশানি । তোমার চক্র পরমাত্মারও জ্ঞানাতীত । এইভাবে ব্রহ্মরূপ
গুরুদেবের গীতা কথিত হইয়াছে । ৩৪

সংক্ষেপেণ মহেশানি প্রভুরেব গুরু: স্বয়ম্ ।

জগৎ সমস্তমস্থেয়ং গুরুস্থেয়ো হি কেবলম্ ॥ ৩৫

তং তোষয়িত্বা দেবেশি নতিভি: স্তুতিভিস্তুত্বা ।

নানাবিধদ্রব্যাদানৈ: সিদ্ধি: স্যাৎ সাধকোত্তম: ॥ ৩৬

ইতি শ্রীদক্ষিণায়াম্বে সার্বলক্ষণে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে

শ্রীগুরুপূজন-কবচ-গীতাকথনং নাম তৃতীয়: পটল: ।

হে মহেশানি ! সংক্ষেপে ইহার মর্মকথা যে গুরুই স্বয়ং প্রভু । এই নিখিল জগৎ অস্থির ; কিন্তু একমাত্র গুরুই স্থির বস্তু । ৩৫

হে দেবেশি । সেই গুরুকে প্রণতি ও স্তুতির দ্বারা এবং নানাপ্রকার দ্রব্য প্রদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে সাধকোত্তম সত্ত্বর সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । ৩৬

শ্রীদক্ষিণায়াম্বে সার্বলক্ষণে কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে

শ্রীগুরুর পূজন গুরুকবচ ও গুরুগীতা কথন নামক তৃতীয় পটল সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ পটলঃ

[মহাকালী মন্ত্র-পূজা-কথনম্]

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

কথয়স্ব বিরূপাক্ষ মহাকালীমন্ত্ৰং শ্রোতা ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাকালীমন্ত্ৰং শ্রিয়ে ।

যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ সৰ্বসিদ্ধীশ্বরে। ভবেৎ ॥ ২

শ্রিয়া বিষ্ণুং সমঃ কাস্ত্যা যগ্নুধেন সমঃ সুখী ।

শৌচেন শুচিনা তুল্যো বলেন পবনোপমঃ ॥ ৩

বাগীশ্বরসমো বাচি ধনেন ধনপঃ স্বয়ম্ ।

সার্বভৌম শত্ৰুনা তুল্যো দানে দধিচিনা সমঃ ॥ ৪

আজ্ঞয়া দেবরাজোহসৌ ব্রাহ্মণ্যেন প্রজাপতিঃ ।

ভৃগোরিব তপস্বী চ চন্দ্রবৎ প্রীতিবৰ্দ্ধনঃ ॥ ৫

ভেজসাগ্নিসমো ভক্ত্যা নারদঃ শিবকৃষ্ণয়োঃ ।

রূপেণ মদনঃ সাক্ষাৎ প্রতাপে ভানুসম্নিভঃ ॥ ৬

শাস্ত্রচর্চাস্বাক্ষিরসো জামদগ্ন্যঃ প্রতিজ্ঞয়া ।

সিদ্ধানাং ভৈরবঃ সাক্ষাৎ গগ্নেব মলনাশকঃ ॥ ৭

[মহাকালীর মন্ত্র ও পূজা কথন]

শ্রীপার্বত্যী বলিলেন—হে বিরূপাক্ষ শ্রোতা । মহাকালী মন্ত্রের বর্ণনা কর । ১

শ্রীঈশ্বর বলিলেন—এইবার আমি তোমার মহাকালী মন্ত্র বলিব । যাহার বিশেষ জ্ঞানমাত্রেই সিদ্ধীশ্বর হইয়া যায় । ২

শ্রীতে বিষ্ণুর মত এবং কাস্তিতে কাস্তিকের মত সুখী, শৌচে (পবিত্রতার) অগ্নির তুল্য এবং বলে পবনের তুল্য, বাণীতে বাগীশ্বরের তুল্য, ধনে স্বয়ং কুবেরই । সৰ্বভৌম, শত্ৰুর তুল্য, দানে দধীচির তুল্য । ৩-৪

আজ্ঞা পালনে যেন স্বয়ং দেবরাজ, ব্রাহ্মণ্যে ব্রহ্মা, ভক্তির মত তপস্বী এবং চন্দ্রের মত প্রীতিবৰ্দ্ধক । অগ্নির সমান ভেজ, শিব ও কৃষ্ণের প্রতি নারদের মত ভক্তি, রূপে মদনের সমান এবং প্রতাপে সূর্য্যের সমান । ৫-৬

অথবা বহনোক্তেন কিম্বা তেন বরাননে ।
 ন তস্ম্য ছুরিতং কিঞ্চিং মহাকালীং স্মরেক্শিয়া ॥ ৮
 শব্দব্রহ্মময়ীং স্বাহাং ভোগমোক্ষকদায়িকাম্ ।
 ভোগেন মোক্ষমাপ্নোতি শ্রদ্ধা গুরুমুখ্যং পরম্ ॥ ৯
 তাং বিদ্যাং শৃণু বক্ষ্যামি যয়া ভৈরবতাং ব্রজেৎ ॥ ১০
 ক্রোধীশং ক্ষতজাক্রুঢ়ং ধূম্রভৈরবলক্ষিতম্ ।
 নাদবিন্দুসমায়ুক্তং মন্ত্রং স্বর্গেহপি ত্বর্ণভম্ ॥ ১১
 একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা ত্রিভুবনে প্রিয়ে ।
 মহাকালী গুহ্যবিদ্যা কলিকালে চ সিদ্ধিদা ॥ ১২
 অথান্যং সংপ্রবক্ষ্যামি দক্ষিণাং কালিকাং পরাম্ ।
 বাগ্ভবং বীজমুচ্চাৰ্য্য কামরাজং ততঃ পরম্ ।
 মায়াবীজং ততো ভক্ত্রে ত্র্যক্ষরং মন্ত্রমীরিতম্ ॥ ১৩

শাস্ত্রচর্চায় অঙ্গিরসের তুল্য, প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, সিদ্ধিদিগের মধ্যে যেন
 সাক্ষাৎ ভৈরব, আর গঙ্গার মত মল-নাশক । ৭

হে বরাননে ! অনেক কথায় কি প্রয়োজন, যে সাধক মহাকালীর স্মরণ
 করে, তাহার কোনরূপ পাপ থাকিতে পারে না । ৮

তিনি শব্দব্রহ্মময়ী, স্বাহাক্রপিণী, ভোগ ও মোক্ষের একমাত্র তিনিই
 প্রদায়িনী । গুরুমুখে তাঁহার আরাধনারীতি শুনিলে ভোগের দ্বারাই মোক্ষ
 প্রাপ্তি হইয়া থাকে । সেই বিদ্যা আমি তোমাকে বলিব শোন, স্বাহার দ্বারা
 আমি ভৈরবকে প্রাপ্ত হই । ৯-১০

ক্রোধীশকে ক্ষতজাক্রুঢ় করিয়া ধূম্রভৈরবী সংযুক্ত করিয়া উহাতে নাদ ও
 বিন্দু যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, উহা স্বর্গেও ত্বর্ণভ । ‘ক্রী’ মন্ত্র—ক্রোধীশ-কৃ
 ক্ষতজ-র, ধূম্রভৈরবী-ঐ । ১১

উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের শ্রাব্য হে প্রিয়ে । ত্রিভুবনেও কোন বিদ্যা নাই ।
 কলিকালে গুহ্যবিদ্যাক্রপিণী মহাকালী সিদ্ধিদাত্রী, এইবার কালিকার বিষয়ে
 তোমায় বলিব । ১২

প্রথমে বাগ্ভব বীজ উচ্চারণ করিয়া, কামবীজ উচ্চারণ করিবে ; পরে
 মায়াবীজ উচ্চারণ করিলেই তিন অক্ষরের মহামন্ত্র হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐং ক্রীং
 হ্রীং । বাগ্ভবীজ—ঐং, কামবীজ—ক্রীং, মায়াবীজ—হ্রীং । ১৩

কামরাজং ততো কূর্চং মায়াবীজমতঃ পরম্ ।
 অপরং ত্র্যক্ষরং প্রোক্তং পূর্বোক্তং ফলদং প্রিয়ে ॥ ১৪
 হালাহলং সমুচ্চার্য মায়াবয়মতঃ পরম্ ।
 এতন্তু ত্র্যক্ষরং দেবি সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১৫
 এতেষাঞ্চৈব মন্ত্রাণাং ফলমন্ত্যং শৃণু প্রিয়ে ।
 ন কালনিয়মো নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণম্ ॥ ১৬
 কায়ক্লেশকরং নৈব প্রয়াসো নাস্তি সাধনে ।
 দিবা বা যদি বা রাত্রৌ জপঃ সর্বত্র শোভনঃ ॥ ১৭
 ভোগমোক্ষবিরোধোহত্র সাধনে নাস্তি নিশ্চিতম্ ।
 ভোগেন লভতে মোক্ষং নরোহপি বিজ্ঞানয়া ॥ ১৮
 অস্ত্রা জপাত্তথা ধ্যানাং লভেশ্চুক্তিং চতুর্বিধাম্ ।
 নানয়া সদৃশী বিজ্ঞা নানয়া সদৃশো জপঃ ॥ ১৯

কামবীজ উচ্চারণ করিয়া কূর্চ, পরে মায়াবীজ উচ্চারণ করিলে আর
 একটি তিন অক্ষরের মন্ত্র হইয়া থাকে, যাহা পূর্বেরই মত ফলপ্রদ । ক্লীং, হ্রীং,
 হ্রীং । কামবীজ—ক্লীং, কূর্চ—হ্রীং, মায়াবীজ—হ্রীং । ১৪

হালাহল উচ্চারণ করিয়া হ্রীংটি মায়াবীজ উচ্চারণ করিলে যে তিন
 অক্ষরের মন্ত্র হয়, হে দেবি ! এই তিন অক্ষরের মন্ত্রটি সকলপ্রকার কাম ও
 ফলপ্রদ । অর্থাৎ ওঁ হ্রীং হ্রীং । হালাহল—ওঁ, মায়া—হ্রীং । ১৫

হে প্রিয়ে । এই সকল মন্ত্রের অস্ত্রাণ্ড ফল শোনো । এই সকল মন্ত্রের
 উচ্চারণে কোনরূপ সময়ের নিয়ম নাই এবং শত্রু মিত্র প্রভৃতি নিবন্ধন কোনরূপ
 দূষণও হইতে পারে না । ১৬

ইহার সাধনে কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম অথবা কোনরূপ বিশেষ
 চেষ্টারও প্রয়োজন নাই । দিনে অথবা রাত্রিতে যে কোন সময়ে হউক না
 কেন, সর্বক্ষণ মন্ত্র জপ করাই শোভন । ১৭

ইহা সুনিশ্চিত যে উপরি উক্ত মন্ত্রসাধনে ভোগ ও মোক্ষের মধ্যে কোনরূপ
 বিরোধ নাই । এই বিজ্ঞার দ্বারা যে কোন মানুষ ভোগের দ্বারাও মোক্ষ লাভ
 করিতে পারে । ১৮

উক্ত মন্ত্রগুলির জপের দ্বারা অথবা ধ্যানের দ্বারা চারি প্রকার মুক্তি
 (সালোকা, সাযুজ্য, সাক্ষ্য, সাক্ষি) লাভ করিতে পারে । ইহার সমান বিজ্ঞা
 অথবা ইহার সমান জপ নাই । ১৯

নানয়া সদৃশং ধ্যানং নানয়া সদৃশং তপঃ ।
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যপূর্বং বদাম্যহম্ ॥ ২০
 অনয়া সদৃশী বিদ্যা নাস্তি সিদ্ধিঃ স্রুগোচরে ।
 অথ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে পূজাবিধিমনুত্তমম্ ॥ ২১
 বিস্তারে কশ্য বা শক্তিঃ কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ ।
 পূজা চ ত্রিবিধা প্রোক্তা নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যতঃ ॥ ২২
 তত্রৈব নিত্যপূজাঞ্চ বক্ষ্যে তাঞ্চ নিশাময় ।
 ভৈরবোহস্ত ঋষিঃ প্রোক্তঃ উষ্ণিক্ ছন্দ উদাস্ততম্ ॥ ২৩
 দেবতা মুনিভিঃ প্রোক্তা মহাকালী পুরাতনী ।
 বিনিয়োগস্ত বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ॥ ২৪
 পঞ্চশুদ্ধি-বিহীনেন যৎ কৃতং ন চ তৎ কৃতম্ ।
 পঞ্চশুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্যাতে ॥ ২৫
 আত্মশুদ্ধিঃ স্থানশুদ্ধির্জ্যোতিঃ শোধনস্তথা ।
 মন্ত্রশুদ্ধি-দেবশুদ্ধিঃ পঞ্চশুদ্ধিরিতীরিতা ॥ ২৬

ইহার সমান ধ্যান অথবা তপ নাই । আমি তোমার সত্য্য সত্যই শপথ পূর্বক বলিতেছি । ২০

ইহার সমান বিদ্যা বা সিদ্ধি ত্রিভুবনে দৃষ্টিগোচর হয় না । এইবার সংক্ষেপে তোমাকে অনুত্তম পূজাবিধির বর্ণন করিব । ২১

বিস্তৃতভাবে পূজা করিতে কাহারই বা শক্তি আছে, কে বা ইহার তাত্ত্বিক বিধান জানে? পূজা তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য । ২২

উহার মধ্যে নিত্য পূজার বর্ণন করিব, তাহা শ্রবণ কর । এর ঋষি হইল ভৈরব, আর ছন্দ উষ্ণিক্ নামে খ্যাত । ২৩

পুরাতনী মহাকালীকে উহার দেবতারূপে মুনিগণ কতৃক উক্ত হইয়াছে । আর এই বিদ্যার বিনিয়োগ হইল পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ —এই চারিটি পুরুষার্থে) । ২৪

পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত পূজা করা না করার সমান । পঞ্চশুদ্ধি ব্যতীত পূজা করিলে কেবল অভিচারই করা হয় । ২৫

আত্মশোধন, স্থানশোধন, জ্বোতের শোধন, মন্ত্রশোধন, এবং দেবতার শোধন—এই পাঁচটিকে পঞ্চশুদ্ধি বলা হয় । ২৬

ভূপ্রদেশে সমে শুদ্ধিঃ পুষ্প-প্রকর-সংকুলে ।
 আসনং কল্পয়েদাদৌ কোমলং কম্বলস্ত বা ॥ ২৭
 বামে গুরুন্ পুনর্নম্রা দক্ষিণে গণপতিং বিভূম্ ।
 ভূতশুদ্ধিং তথা কুর্য্যাৎ পূজাযোগ্যো যথা ভবেৎ ॥ ২৮
 প্রাণায়ামাদি বিধিবৎ ঋত্বাদি-শ্রাসমাচরেৎ ।
 আদৌ শুদ্ধিতৈরবায় ঋষয়ে নম ইত্যর্থ ॥ ২৯
 উষ্ণিক্ হৃদসে নমস্। মুখে ছন্দো বিনির্দ্দেশেৎ ।
 মম প্রিয়ে মহাকালী দেবতায়ৈ নমো হৃদি ॥ ৩০
 হ্রীং বীজায় নমঃ পূর্ব্বং হুং শক্তয়ে নমোহপ্যর্থ ।
 কবিত্বার্থে বিনিয়োগ ইতি বিদ্যন্ত বাঙ্কয়া ॥ ৩১
 কেবলাং মাতৃকাং শ্রুত্ব বীজশ্রাসং সমাচরেৎ ।
 ওঁ ক্রাং অঙ্কুষ্ঠয়োর্নম্ ওঁ ক্রৌং তর্জ্জয়োর্নমঃ ॥ ৩২
 ওঁ ক্রুং মধ্যময়োর্নম্ ওঁ ক্রৈং অনামিকা-দ্বয়োঃ ।
 ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠা-যুগলে ওঁ ক্রঃ করতলে তথা ॥ ৩৩

সমতল ভূমিতে শোধন করিরা। উপকরণ সমুদায়েরও শোধন করিতে হয়,
 উহার অন্ত কেবল পুষ্পই একমাত্র শোধকরণ। প্রথমে কোনো কোমল
 আসন অথবা কম্বল স্থাপন করিবে। ২৭

বামভাগে গুরুকে নমস্কার করিরা, দক্ষিণে গণেশকে প্রণাম করিবে। পরে
 সেইরূপভাবে ভূতশুদ্ধি করিবে, বাহাতে পূজার উপযুক্ত হওয়া যায়। ২৮

বিধিবৎ প্রাণায়ামাদি করিরা, ঋষিগণ অঙ্গশ্রাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে।
 আদিতে শুদ্ধির ঋষি তৈরবকে নমস্কার করিরা উষ্ণিক্ হৃদয়ের নমস্কারের দ্বারা
 মুখে ছন্দের নির্দেশ করিবে। হে প্রিয়ে। হৃদয়ে মহাকালী-দেবতার উদ্দেশে
 নমস্কার করিবে। ২৯-৩০

পূর্বে হ্রীং বীজকে নমস্কার 'হ্রীং বীজায় নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা করিবে।
 পরে 'হুং শক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা শক্তিকে নমস্কার করিবে। কবিত্বের
 অন্ত এইরূপ কামনা অনুসারে শ্রাস করিবে। ৩১

কেবল মাতৃকাশ্রাস করিরা বীজশ্রাসের অনুষ্ঠান করিবে। ওঁ ক্রাং এই
 মন্ত্রের দ্বারা অঙ্কুষ্ঠায়ের শ্রাস করিরা 'ওঁ ক্রৌং'—এই মন্ত্রের দ্বারা দুইটি তর্জ্জনীর
 শ্রাস করিবে। ৩২

'ওঁ ক্রুং'—এই মন্ত্রের দ্বারা মধ্যমা অঙ্গুলির শ্রাস, 'ওঁ ক্রৈং'—এই মন্ত্রের

পুনর্হৃদয়াদিষেতৈ-জ্ঞাতিবুজৈঃ ষড়ঙ্গকম্ ।

ষড়্ দীর্ঘ-ভাবং স্ববীজৈঃ প্রণবাতৈস্ত্ব বিম্বসেৎ ॥ ৩৪

বর্ণন্যাসং তথা কুর্য্যাৎ যেন দেবীময়ো ভবেৎ ।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ ৩ চ হ্রদয়ে শ্রাসেৎ ॥ ৩৫

এ ঐ ও ঔ অং অঃ ক খ গ ঘ বৈ দক্ষিণে ভুজে ।

ঙ চ ছ জ ব ঞ ট ঠ ড ঢ বৈ বামকে ভুজে ॥ ৩৬

ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ দক্ষজন্তুকে শ্রাসেৎ ।

ম য র ল ব শ ষ স হ ল ক্ক বামজন্তুকে ॥ ৩৭

পঞ্চমা সপ্তমা বাপি মূলবিছাং সমুচ্চরন্ ।

শির আদি চ পাদান্তঃ শ্রাসেদ্যাপকমুত্তমম্ ॥ ৩৮

দ্বারা অনামিকার, 'ওঁ ক্রোং' এই মন্ত্রের দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গের এবং 'ওঁ ক্রঃ করতলে কট্' এই মন্ত্রের দ্বারা করতলের শ্রাস করিবে ।

মন্ত্রগুলির শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে হইলে 'নমস্' শব্দযোগে চতুর্থাংশ পদ করিয়া পাঠ করিতে হইবে যথা—

ওঁ ক্রু মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রৈঃ অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রোঃ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভর্জনীভ্যাং নমঃ ইত্যাদি । ৩৩

পুনরায় হ্রদয়াদি অঙ্গে অর্থাৎ ছয়স্থানে যথাক্রমে হ্রদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্র ও করতলে—এই অঙ্গগুলিতে শ্রাস করিতে হয় । তাহাতে প্রণবাদি স্ববীজের দ্বারাই অঙ্গশ্রাস করা বিধেয় । যথা—ওঁ হ্রদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে শ্রাহা, ওঁ শিখায়ৈ নমঃ (বযট্ট), ওঁ কবচার হ্র, ওঁ নেত্রত্রয়ায় নমঃ (বৌষট্ট), ওঁ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং কট্ট ইত্যাদি । স্ব-বীজ অর্থাৎ নিজের বীজমন্ত্র, উহার আদিতে ওঁ-কার । ৩৪

বর্ণন্যাস এইভাবে করিতে হইবে বাহাতে সাধক দেবীময় হইয়া যায় । যথা, অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং ৩ং নমঃ—এই বলিয়া হ্রদয়ে শ্রাস করিবে । ৩৫

এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ—দক্ষিণ ভুজে ।

ঙং চং ছং জং বং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ—বাম ভুজে । ৩৬

ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ—দক্ষিণ উরুতে ।

মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং নমঃ—বাম উরুতে । ৩৭

এইগুলির সহিত মূল বীজ উচ্চারণ করিয়া পাঁচবার অথবা সাতবার শ্রাস করিবে । মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত উত্তমরূপে ব্যাপকশ্রাস করিতে হয় । ৩৮

নিত্যশাস ইতি প্রোক্তঃ সৰ্ব্ব এব সুখাবহঃ ।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি ভৈরবাকার-দায়কম্ ॥ ৩৯

হিমালয়গিরে-র্মধ্যে নগরে ভৈরবস্ত চ ।

দিব্যস্থানে মহাপীঠে মণিমণ্ডপ-রাজিতে ॥ ৪০

নারদাঠৌমু নিশ্চেষ্টৈঃ সংসেবিত-পদাম্বুজাম্ ।

তত্র ধ্যানমহাকালীমাত্মাং ভৈরববন্দিতাম্ ॥ ৪১

নীলেন্দীবর-বর্ণিনীং যুগ্মাঙ্গীন-ভূজ-স্তনীম্ ।

সুপ্তশ্রীহরিপীঠ-রাজিতবতীং ভীমাং ত্রিনেত্রাং শিবাম্ ।

মুদ্রা-খড়্গকরাং বরাভয়যুতাং চিত্রাস্বরোদ্দীপনীং,

বন্দে চঞ্চল-চন্দ্রকান্ত-মণিভি-মালাং দধানাং পরাম্ ॥ ৪২

ধ্যানাস্তরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু গৌরি গিরেঃ সূতে ।

তত্র পীঠে মহাদেবীং কালীং দানব-সেবিতাম্ ॥ ৪৩

মেঘাদীং বিগতাস্বরং শব-শিবাক্রুড়াং ত্রিনেত্রাং পরাম্ ।

কর্ণালম্বিত-বাণযুগ্ম-লজিতাং মুণ্ডাবলী-যশিতাম্ ॥ ৪৪

এইভাবে নিত্যশাস বলা হইল যাহা সকল সাধকেরই সুখপ্রদ । এইবার ধ্যানের বর্ণন করিব, যাহার দ্বারা ভৈরবের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৩৯

হিমালয়ে পর্বতশৃঙ্গে অথবা ভৈরবের নগরে অর্থাৎ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে, দিব্যস্থানে, মণিমণ্ডপের দ্বারা শোভিত মহাপীঠে, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা যাহার চরণকমল সেবিত এবং ভৈরববন্দিত আদ্যা মহাকালীর নিত্য ধ্যান করিবে । ৪০-৪১

যাহার বর্ণ নীল ইন্দীবরের মত, যাহার পরোধরযুগল অতি উন্নত, যিনি সুপ্ত শ্রীহরির শরন শেবনাগের দ্বারা শোভায়মান, সুভরাং অতি ভয়ঙ্কর অথচ শিবরূপ ও ত্রিনেত্রা, যাহার হস্তে মুদ্রা ও খড়্গ রহিয়াছে, যিনি বরাভয়-প্রদায়িনী এবং যিনি চিত্রাস্বরের দ্বারা উদ্দীপনী । যিনি চঞ্চল চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা রচিত মালা ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে আয়ত্না সতত বন্দনা করি । ৪২

হে হিমালয়-হৃদিতা গৌরি । এইবার আর একটি ধ্যানের বর্ণনা করিব, তাহা শ্রবণ কর । যিনি দানবগণের দ্বারা সেবিত এইরূপ মহাদেবী কালী । ৪৩

যাহার অস্ত্র মেঘের মত, যিনি দিগম্বরী, যিনি শবরূপ শিবিকার আকৃষ্টা,

বামাধোৰ্দ্ধ-করাশুজে নরঃশিরঃ খড়্গাঞ্চ সৰ্বোত্তরে ।

দানাভীতি-বিমুক্ত-কেশ-নিচরা ধোয়া সদা কালিকা ॥ ৪৫

অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি ধ্যানং পরমহুর্লভম্ ।

কালীং করালবদনাং ঘোরদংষ্ট্রাং ত্রিলোচনাম্ ।

স্মরেচ্ছব-কর-শ্রেণি-কৃত-কাঞ্চীং দিগম্বরাম্ ॥ ৪৬

বীরাসন-সমাসীনাম্ মহাকালোপরি-স্থিতাম্ ।

শ্রুতিমূল-সমাকীর্ণ-স্কন্ধীং ঘোরনাদিনীম্ ॥ ৪৭

মুণ্ডমালা-গলদ্রক্ত-চচ্চিতাং পীবর-স্তনীম্ ।

মদিরামোদিতা-ক্ষাল-কম্পিতাখিল-মেদিনীম্ ॥ ৪৮

বামে খড়্গাং হিম্মুণ্ডং ধারিণীং দক্ষিণে করে ।

বরাভয়যুতাং ঘোর-বদনাং লোল-জিহ্বিকাম্ ॥ ৪৯

শকুন্তপক্ক-সংযুক্ত-বাণকর্ণ-বিভূষিতাম্ ।

শিবাভি-ঘোররাবাভিঃ সেবিতাং প্রলয়োদিতাম্ ॥ ৫০

যিনি তিন নরনশুঙ্গা, যাহার কণ লহাৰমান বাণযুগ্ম দ্বারা শোভিত এবং যিনি যুগাবলীর দ্বারা মণ্ডিত । ৪৪

যাহার বাম করকমলের উর্দ্ধে ও অধোভাগে নরমুণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তে খড়্গা শূশোভিত । যাহার কেশরাশি বিমুক্ত—এইরূপ কালিকাদেবীকে সত্তত ধ্যান করিবে । ৪৫

অপর আর একটি ধ্যানের বর্ণন করিতেছি যাহা অগতে অতি হুর্লভ । করালবদনা, ত্রিলোচনা, ঘোরদংষ্ট্রা, শবের করপঙ্ক্তির দ্বারা যিনি বশনা করিয়াছেন এবং যিনি দিগম্বরী এইরূপ কালীকে নিত্য স্মরণ করিবে । ৪৬

যিনি মহাকালের উপরে বীরাসনে সমাসীনা, যাহার স্কন্ধী (ওষ্ঠের প্রান্তভাগ) কণ্ঠমূল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং যিনি ঘোর নাদ করিতে থাকেন । ৪৭

যিনি মুণ্ডমালা হঠতে ছ্যুত রক্তের দ্বারা চর্চিত, যাহার স্তন পীবর (মূল) । যিনি মদিরাপানে মত্ত হইয়া সমগ্র মেদিনীকে কম্পিত করেন । ৪৮

যিনি বামহস্তে খড়্গা ও দক্ষিণ হস্তে হিম্মুণ্ড ধারণ করিয়া আছেন । যিনি বরাভয়-প্রদারিনী, ঘোর-বদনা এবং যাহার জিহ্বা চপল—এইরূপ কালীকে ধ্যান করিবে । ৪৯

যাহার কণ পক্ষীপালকযুক্ত বাণের দ্বারা ভূষিত, যিনি আগত প্রলয়ের মত ঘোর রবকারী শিবাঙ্গিণের দ্বারা সেবিতা । ৫০

চণ্ডহাস-চণ্ডনাদ-চণ্ডাখ্যানৈশ্চ ভৈরবৈঃ ।

গৃহীত্বা নরককালং জ্বরশব্দ-পরায়ণৈঃ ॥ ৫১

সেবিতাখিল-সিদ্ধৌষৈ মুনিভিঃ সেবিতাং পরাম্ ।

এষামন্ত্রতমং ধ্যানং কৃত্বা চ সাধকোত্তমঃ ॥ ৫২

মানসৈরুপচারৈশ্চ সোহহমাস্ত্রানমর্চয়েৎ ।

ততো দেবীং সমভ্যর্চ্য অর্ঘ্যধনং নিবেদয়েৎ ॥ ৫৩

দশ-পঞ্চার-পদ্মেষু পীঠপূজাং সমাচরেৎ ।

উদ্ভাবাহু মহাদেবীং নিয়মেন সমাহিতঃ ।

ততো ধ্যায়েন্নহাদেবীং কালিকাং কুলভূষণম্ ॥ ৫৪

মহাকালং যজ্ঞেৎ যত্নাৎ পীঠশক্তিং ততো যজ্ঞেৎ ॥ ৫৫

কালীং কপালিনীং কুম্ভাং কুরুকুম্ভাং বিরোধিনীম্ ।

বিপ্রচিত্তাং তথা চৈব বহিঃ ষট্‌কোণকে পুনঃ ॥ ৫৬

উগ্রায়ুগ্র-প্রভাং দীপ্তাং তত্র ত্রিকোণকে পুনঃ ।

নীলাং ঘনাং বলাকাঙ্ক তথা পর-ত্রিকোণকে ॥ ৫৭

এচণ্ড হাস, এচণ্ড নাদ ও এচণ্ড কলরবের দ্বারা জ্বরশব্দ-পরায়ণ ভৈরবগণ
যাহার সমীপে নরককাল ধারণ করিয়া আছেন । ৫১

যিনি নিখিল সিদ্ধ ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিতা—এইরূপ কালীকে ধ্যান
করিবে । সাধকোত্তম উপরি উক্ত যে কোন একটি ধ্যান করিয়া মানস
উপচারের দ্বারা ‘সোহহম্’ উল্লেখপূর্বক আস্ত্রার অর্চনা করিবে । ইহার পর
দেবীর পূজা সমাপন করিয়া হুইটি অর্ঘ্যের নিবেদন করিবে । ৫২-৫৩

দশদলপদ্মে (মণিপুত্রে) পূজা করিয়া পীঠপূজা করিবে । উদ্ভাব দেবীর
আবাহন করিয়া নিয়মপূর্বক সমাহিত হইয়া কৌলিকগণের ভূষণরূপা
মহাদেবী কালিকার ধ্যান করিবে । ৫৪

পূর্বে মহাকালের যাগ (পূজা) করিয়া পরে পীঠস্থিতা শক্তির সমস্ত পূজা
করিবে । ৫৫

যিনি কালী, কপালিনী, কুম্ভা, কুরুকুম্ভা ও বিরোধিনী । বিবিধ প্রকৃষ্ট
চিত্তবৃত্তা কালীর বহিঃপূজা করার পর পুনরায় ষট্‌কোণে (ষাধিষ্ঠানে) পূজা
করিবে । ৫৬

ষাধিষ্ঠানে পূজা করিবার পর পুনরায় ত্রিকোণে অর্থাৎ মূলধারে উগ্রপ্রভা,

মাত্রাং মুক্তাং নিত্যাক্ষৈব তথৈবাস্ত্রিকোণকে ।
 শর্বা শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা-বিভূষণা ॥ ৫৮
 তর্জনীং বামহন্তেন ধারয়ন্তী শুচিস্মিতা ।
 ত্রাঙ্ক্যাচ্ছান্তথা বাহুে যজ্ঞে পূর্বদল-ক্রমাৎ ॥ ৫৯
 ত্রাঙ্কী নারায়ণী চৈব তথৈব চ মহেশ্বরী ।
 চামুণ্ডাপি চ কোমারী তথা চৈবাপরাজিতা ॥ ৬০
 বারাহী চ তথা পূজ্যা নারসিংহী তথৈব চ ।
 সর্বাশামপি দাতব্য্য বলিঃ পূজা তথৈব চ ॥ ৬১
 অনুলিপনকং গন্ধং ধূপদীপৌ চ পানকম্ ।
 ত্রিভিঃ পূজা চ কৰ্ত্তব্য্য সর্বাশামপি সাধকৈঃ ॥ ৬২
 পুনর্গন্ধাদিভিঃ পূজ্য জপ্তা শেষং সমর্পয়েৎ ।
 সমরং চার্চয়েৎ দেব্য্য যোগিনী-যোগিভিঃ সহ ॥ ৬৩
 মধু মাংসং তথা মৎস্যং যৎ কিঞ্চিৎ কুলসাধনম্ ।
 শক্যৈ দত্ত্বা ততঃ পশ্চাৎ গুরবে বিনিবেদয়েৎ ॥ ৬৪

শীতলা ও উগ্রমূর্ত্তি কালিকার অর্চনা করিবে। পুনরায় পর-ত্রিকোণে নীল ও ঘন
 (মেঘপঙ্ক্তি) বলাকারুপিণীর পূজা সমাপন করিয়া অন্তঃ-ত্রিকোণে মুক্তা
 প্রদর্শনপূর্বক ধ্যান করিবে। (ত্রিকোণ, পরত্রিকোণ ও অন্তঃ-ত্রিকোণ—
 এইভাবে ত্রিকোণেরও তিনটি ভেদ করা হইয়াছে)। ধ্যান—শর্বা, শ্যামা,
 বাহ্যার করে অসি আছে, গলায় বাহ্যার মুণ্ডমালা বিভূষিত। ৫৭-৫৮

বামহন্তের দ্বারা যিনি তর্জনী ধারণ করিয়া আছেন এবং শুচিস্মিতা। ত্রাঙ্কী
 প্রভৃতি দেবীগণের পূর্বদলের ক্রম অনুসারে বাহুপূজা করিবে। ৫৯

ত্রাঙ্কী, নারায়ণী, মহেশ্বরী প্রভৃতির পূজা করিবে। চামুণ্ডা, কোমারী,
 অপরাজিতা, বারাহী ও নারসিংহীকেও সেইরূপ পূজা করিবে। সকল
 দেবীকেই বলি দিয়া পূজা করিবে। ৬০-৬১

অনুলিপন, গন্ধ, ধূপ, দীপ এবং পান—এইসকল বস্তু উপহৃত করিবে।
 পূর্বোক্ত সকল দেবীকেই তিন তিনবার পূজা করা সাধকের কৰ্ত্তব্য। ৬২

পুনরায় গন্ধ প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ করিবে এবং শেষে
 জপ সমর্পণ করিবে। যোগীসহ যোগিনীদেবীর কুলানুসারে পূজা করিবে। ৬৩

মধু (মদ), মাংস, মৎস্য প্রভৃতি বাহা বাহা কুল-সাধন অর্থাৎ কুলচারী

তদহুজ্জাং যুক্তি কৃতা শেষং চাত্ত্বনি যোজয়েৎ ।
 মধু মাংসং বিনা যন্তু কুলপূজাং সমাচরেৎ ।
 জন্মান্তর-সহস্রশ্চ সুকৃতিস্তশ্চ নশ্যতি ॥ ৬৫
 তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন মকার-পঞ্চকৈ-র্যজ্ঞেৎ ।
 মধুনা ন বিনা মন্ত্রং ন মন্ত্ৰেণ বিনা মধু ।
 পরস্পর-বিরোধেন কথং সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ ॥ ৬৬
 কুণ্ড-কুন্ত-কপালাদি-পদার্থানাং নিষেবনম্ ।
 সৌরে তন্ত্রে বিরুদ্ধঞ্চ শৈবে শান্তে মহাফলম্ ॥ ৬৭
 ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড-সংভূত-মশেষ-রত্ন-সম্ভবম্ ।
 শ্বেতং পীতং সুগন্ধিঞ্চ নির্মলং ভূরি-তেজসম্ ॥ ৬৮
 অথবা কুন্তমধ্যেহশ্মিন্ অবস্তুং পরমায়ুতম্ ।
 অন্তর্ল'য়ো বহির্মধ্যে ত্রিকোণোদর-বর্ত্তিনি ॥ ৬৯
 তদ্বাহুং স্ফটিকোদার-মণিচন্দ্রঞ্চ মণ্ডলম্ ।
 তেনামৃতেন তদ্বাহুে চিস্তয়েৎ পরমায়ুতম্ ॥ ৭০

সম্প্রদায়ানুসারী উপচার, উদ্ভাৱা পূজা করিবে। পূর্বে শক্তিকে নিবেদন করিয়া গুরুকে নিবেদন করিবে। ৬৪

পরে তাঁহার আদেশ মন্ত্ৰকে ধারণ করিয়া নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিবে। মন্ড-মাংস ব্যতীত যে সাধক কুল-পূজার অনুষ্ঠান করে তাহার সহস্র জন্মান্তরের সঞ্চিত সুকৃতিও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬৫

সেইজন্য সকলপ্রকার প্রযত্ন সহকারে মকার পঞ্চকের দ্বারা (মন্ত, মূত্রা, মাংস, মন্ড ও মৈথুন—পঞ্চ মকার) পূজা করিবে। মন্ড ব্যতীত মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতীত মন্ড পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৬৬

কুণ্ড, কুন্ত, কপাল প্রভৃতির সেবন করা সৌরতন্ত্রে বিরুদ্ধ হইলেও শৈব ও শাক্ত তন্ত্রে উহাদের ব্যবহার করিলে মহাফল লাভ হইয়া থাকে। ৬৭

ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড-সংভূত অশেষ রত্নজাত, শ্বেত, পীত, সুগন্ধি, নির্মল ও প্রভূত তেজযুক্ত এই কুন্তমধ্যে অর্থাৎ শরীরের উচ্চদেশে সহস্রারে পরমায়ুত সর্বদা চ্যুত হইতেছে এবং সহস্রারেই বর্তমান যে ত্রিকোণ বহিরাছে উহার মধ্যে যে পরমায়ুত চ্যুত হইতেছে—এইরূপ ধ্যান করিলে অন্তর্ল'য় হইয়া থাকে। ৬৮-৬৯

স্ফটিকের মত স্বচ্ছ মণিখচিত পাত্রে স্থিত যে বাহ্য অমৃত, সেই অমৃতেৰ দ্বারাই পরমায়ুতের চিন্তা করিবে। ৭০

আরম্ভস্তরুণঃ প্রৌঢ়স্তদন্তে তু শ্যাসঃ পুনঃ ।
 এভিরুদ্রাসবান্ যোগী স্বয়ং শিবময়ো যতঃ ॥ ৭১
 সর্বশেষে চ দেবেশি সামান্যার্ঘ্যং পদেহর্পয়েৎ ।
 বিশেষার্ঘ্যং শিরে দত্ত্বা দেব্যাঃ প্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ৭২
 সাক্ষিক্রিয়া পদে দত্ত্বা সামান্যার্ঘ্যং শিরে ভবেৎ ।
 ইত্যুক্ত্বা স পরাময়ী-শক্তিভোষণ-কারকঃ ॥ ৭৩
 ভোগেন লভতে মোক্ষং বহুনা জল্পিতেন কিম্ ।
 নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষিৎসু কদাচন ॥ ৭৪
 যদ্বা তদ্বা যেন কেন সর্বদা সর্বতোহপি চ ।
 যোষিতাং ধ্যানযোগেন শুদ্ধশেষং ন সংশয়ঃ ॥ ৭৫
 বালান্ধা যৌবনোন্মত্তাঃ বৃদ্ধাশ্চা যুবতীং তথা ।
 কুংসিতান্ধা মহাহুষ্ঠাঃ নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ৭৬
 তাসাং প্রহারো নিন্দাঞ্চ কোটিল্যমপ্রিয়ং তথা ।
 সর্বথা ন চ কৰ্ত্তব্যং অন্যথা সিদ্ধি-রোধ-কুৎ ॥ ৭৭

আরম্ভ, তরুণ ও প্রৌঢ়, তাহার পর শ্যাস করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠানের
 দ্বারা যে উল্লাসপ্রাপ্ত হয়, উহাতে সাধক যোগী সাক্ষাৎ শিবে পরিণত
 হয়। ৭১

হে দেবেশি! সর্বশেষে শক্তির চরণে সামান্যার্ঘ্য অর্পণ করিতে হয়।
 মন্তকে বিশেষার্ঘ্য অর্পণ করিলে দেবীর প্রিয়তম হওয়া যায়। ৭২

সাক্ষিক্রিয়া চরণে অর্পণ করার পর মন্তকে সামান্যার্ঘ্য দিতে হয়।
 পরাশক্তির ভোষণকারী শিবে এইরূপ বলিয়া কহিলেন যে ভোগের দ্বারাই
 মোক্ষলাভ হইতে পারে—এ সম্বন্ধে বেশী বলিবার কি প্রয়োজন? যা কিছু
 নিয়ম সে সব পুরুষের বিষয়েই বুঝিতে হইবে, মহিলার ক্ষেত্রে কোন নিয়ম
 নাই। ৭৩-৭৪

তাহার। যে কোন ভাবে সর্বদাই সর্বক্ষেত্রে ধ্যান করিতে পারে। ধ্যান-
 যোগের দ্বারা মহিলাগণ বিভুদ্ধ হইয়া যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭৫

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা যুবতী, বৃদ্ধা, কুংসিতা অথবা মহাহুষ্ঠা যে কোন
 প্রকারের মহিলা হউক না কেন, উহাদের নমস্কার করিয়া বিসর্জন দিবে। ৭৬

মহিলাদের প্রহার করা, তাহাদের প্রতি কুটিল আচরণ করা এবং যে

ইতি তে কথিতং শেষমাচরেৎ লক্ষণং প্রিয়ে ।

নিত্যপূজাক্রমং ভক্ত্যা জ্ঞাত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৮

ইতি দক্ষিণায়াম্বে ককালমালিনীভঙ্গম্ সার্বলক্ষ্যগ্রন্থে

মহাকালী-মন্ত্রপূজা-কথনং নাম চতুর্থঃ পটলঃ ।

কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করা সর্বথা ভ্যাগ করা উচিত, অন্যথা সাধকের সিদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । ৭৭

হে প্রিয়ে । মহাকালীর মন্ত্রসাধন কহিলাম । পূর্বোক্ত নিত্যপূজার ক্রম ভক্তিপূর্বক জানিয়া আচরণ করিলে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৭৮

দক্ষিণায়াম্বে ককালমালিনীভঙ্গম্ সার্বলক্ষ্য গ্রন্থে মহাকালী-
মন্ত্র-পূজা-কথন নামক চতুর্থ পটল সমাপ্ত ।

পঞ্চমঃ পটলঃ

[পুরস্চরণবিধি-কথনম্]

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

কথয়স্ব মহাভাগ পুরস্চরণমুত্তমম্ ।

কস্মিন্ কালে চ কর্তব্যং কলৌ সিদ্ধিদমদুতম্ ॥ ১

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

সামান্যতঃ প্রবক্ষ্যামি পুরস্চর্য্যাবিধিং শৃণু ।

নাশুভো বিঘ্নতে কালো নাশুভো বিঘ্নতে কচিৎ ॥ ২

ন বিশেষো দিবারাজৌ ন সন্ধ্যায়াং মহানিশি ।

কালাকালং মহেশানি ভ্রান্তিমাত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৩

প্রলয়ে মহতি প্রাপ্তে সর্বং গচ্ছতি ব্রহ্মণি ।

তৎকালে চ মহাভীমে কো গচ্ছতি শুভাশুভম্ ॥ ৪

কলিকালে মহামায়ে ভবন্ত্যন্নায়ুষো জনাঃ ।

অনির্দিষ্টায়ুষঃ সর্বের্ কালচিন্তা কথং প্রিয়ে ॥ ৫

[পুরস্চরণবিধি কথন]

শ্রীপার্বত্যী বলিলেন—হে মহাভাগ । এইবার পুরস্চরণ বিষয়ে আমাকে বল । যাহা কলিকালে অশুভ সিদ্ধিপ্রদ । উহার কোন সময়ে অনুষ্ঠান করা উচিত । ১

শ্রীমহাদেব বলিলেন—সাধারণভাবে পুরস্চরণবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর । উহার অনুষ্ঠানে কোনো সময় অশুভ নয় এবং কোনো স্থানও অশুভ নয় । ২

দিবসে বা রাত্রিতে কোন বিশেষত্ব থাকে না, আর মহানিশিতে অথবা সন্ধ্যাতেও উহার অনুষ্ঠানে কোনো বিশেষত্ব দেখা যায় না । হে মহেশানি ! অনুষ্ঠানের সময় বা অসময় সংই ভ্রান্তি-মাত্র । ৩

মহাপ্রলয় আসিলে সকল বস্তুই ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় । হে মহাভীমে ! সেই কাল প্রাপ্ত হইলে শুভ বা অশুভ কোথায় থাকে ? ৪

হে মহামায়ে ! কলিকালে মানুষ অন্মায়ু হইয়া থাকে । সকল প্রাণীই অনির্দিষ্টায়ু অর্থাৎ কাহারও আয়ুর কোন নির্দিষ্ট কাল নেই ; সুতরাং হে প্রিয়ে । কালবিষয়ক চিন্তা কি করিয়া থাকিতে পারে ? ৫

যৎকালং ব্রহ্মচিন্তায়াং তৎকালং সফলং প্রিয়ে ।
 পুরশ্চর্য্যাবিধৌ দেবি কালচিন্তাং ন চাচরেৎ ॥ ৬
 নাত্র শুদ্ধ্যাভ্যুপেক্ষাস্তি ন নিষিদ্ধ্যাদি ভূষণম্ ।
 দিক্‌কালনিয়মো নাত্র স্থিত্যাদি-নিয়মো ন হি ॥ ৭
 ন জপেৎ কালনিয়মো নার্চাদিষপি স্পন্দরি ।
 স্বেচ্ছাচারোহত্র নিয়মো মহামন্ত্রস্ত সাধনে ॥ ৮
 নাধর্ম্যো বিদ্বতে সূত্র প্রচরেৎ দৃষ্টমানসঃ ।
 জম্বুদ্বীপে চ বর্ষে চ কলৌ ভারতসংজ্ঞকে ॥ ৯
 যন্মাসাদপি গিরিজে জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ।
 যন্তোক্তঃ^১ সর্বতন্ত্রেষু তদন্ত কথয়ামি তে ॥ ১০
 সুভগে শৃণু চার্বাকি কল্যাণি কমলেক্ষণে ।
 কলৌ চ ভারতে বর্ষে যেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ১১
 তৎ সর্বং কথয়াম্যন্ত সাবধানাবধারণয় ।
 কলিকালে বরারোহে জপমাত্রাং প্রশশ্রুতে ॥ ১২

যে কালে ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে, সেই কালই হইল ফলদায়ক । হে দেবি !
 পুরশ্চরণ বিধিতে কোন প্রকার কালচিন্তা করা উচিত নয় । ৬

এবিষয়ে কোন শুদ্ধি প্রভৃতির অপেক্ষা নেই আর নিষিদ্ধ্যাদি ভূষণও নয় ।
 ইহাতে দিক্-কালের কোন প্রকার নিয়ম নেই আর স্থিতি অর্থাৎ স্থানেরও
 কোন নিয়ম নেই । ৭

হে স্পন্দরি ! জপে যেমন কোন কালনিয়ম নেই, সেইরূপ পূজাতেও কোন
 কালের নিয়ম নেই । ওই মহামন্ত্রের সাধনে স্বেচ্ছাচারই হইল নিয়ম । ৮

হে সূত্র ! জম্বুদ্বীপে ভারত নামক বর্ষে কলিকালে কোন অধর্ম নাই ।
 কেবল দৃষ্ট মনে সকলেই ঘুরিতে থাকে । ৯

হে গিরিজায়া ! হর মাসের যথোই জপের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়—ইহাতে
 কোন সন্দেহ নাই । সকল তন্ত্রে যে মন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা আজ তোমায়
 বলিব । ১০

হে সুভগে পদ্মলোচনে, চার্বাকি, কল্যাণি ! এই কলিকালে ভারতবর্ষে যে
 ভাবে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আজ তোমাকে সেই সকল সাধনা বলিব ; সাবধান

১। যন্তোক্তঃ ।

ন তিথিন^১ ত্রতং হোমং স্নানং সন্ধ্যা প্রশস্ততে ।
 পুরশ্চর্য্যাং বিনা দেবি কলৌ মন্ত্রং ন সাধয়েৎ ॥ ১৩
 সত্যত্রেতাযুগং দেবি দ্বাপরং সুখসাধনম্ ।
 কলিকালে হুৱাধৰ্ষং সৰ্ব্বদুঃখময়ং সদা ॥ ১৪
 সারং হি সৰ্ব্ব-তদ্ভাণাং মহাকালীষু কথ্যতে ।
 প্রাতঃকৃত্যাদিকং কুত্ৱা ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ১৫
 কুত্ৱা সন্ধ্যাং তৰ্পণঞ্চ সংক্ষেপেণ বরাননে ।
 পূজাং চৈব^২ বরারোহে যশ্চ যৎ পটলক্রমাৎ ॥ ১৬
 পূজাঘারে চ বিন্যস্ত বলিং দত্তাৎ যথাক্রমম্ ।
 প্রাণায়ামত্রয়ঞ্চৈব মাষভক্তবলিং তথা ॥ ১৭
 সংকল্পোপাস্ত্র দেবেশি বলিদানস্ত্র সাধকঃ ।
 আদৌ গণপতের্বীজং গমিত্যেকাক্ষরং বিদুঃ ॥ ১৮

হইয়া অবণ কর । হে বরারোহে ! কলিকালে কেবল জপমাএই প্রশংসনীয় ।
 ১১-১২

তিথি, ত্রত, হোম, স্নান, সন্ধ্যা প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ কোন লাভ হয় না ।
 হে দেবি ! পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান ব্যতীত কলিকালে কোন মন্ত্রসাধনা করা
 উচিত নয় । ১৩

হে দেবি । সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ—এই সকল যুগ সুখসাধন অর্থাৎ
 সত্যযুগে, ত্রেতাযুগে ও দ্বাপরযুগে সুখপূর্বক সাধনা হইয়া থাকে—সে যুগের
 সাধনা কোন কষ্টসাধ্য নয় ; কিন্তু কলিকালে সাধনা অত্যন্ত দুঃখময় ও কষ্ট-
 সাধ্য । ১৪

মহাকালীর সাধনাতে সকলভক্তের সার কথিত হইতেছে । প্রাতঃকালে
 প্রাতঃকৃত্যাদি কার্য্য করিয়া স্নান করিবে । ১৫

হে বরাননে ! পরে সংক্ষেপে সন্ধ্যা ও তৰ্পণ সারিয়া, পূর্বোক্ত পটলে
 ঈশ্বার পূজা যে ক্রম বলা হইয়াছে, সেই ক্রমে পূজা সমাপন করিবে । ১৬

পূজাঘারে যথাক্রমে বলিদান করিবে । তাহার পর তিনবার প্রাণায়াম
 করিয়া মাষভক্ত অর্থাৎ মাষকলাই ডালের খিচুরী ইষ্টদেবীকে উপহার দিবার
 জন্ত প্রস্তুত করিবে । ১৭

হে দেবেশি । সাধক পূর্বোক্ত বলিদানের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া, প্রথমতঃ
 ‘গং’—এই একাক্ষর গণেশের বীজ লিখিতে হয়—ইহা তন্ত্রবিদগণ জানেন । ১৮

১। পূজাচৈব ।

ভূমৌ বিলিখ্য গুপ্তেন বলিং পিণ্ডোপমং ততঃ ॥ ১৯
 ওঁ গং গণপত্যে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ সাধকঃ ।
 বলিমিথঞ্চ সৰ্বত্র বীজোপরি প্রদাপয়েৎ ॥ ২০
 ওঁ ভৈরবায় ততঃ স্বাহা ভৈরবায় বলিস্তুতঃ ।
 ওঁ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় স্বাহা ক্ষেত্রপাল-বলিং ততঃ ॥ ২১
 ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ স্বাহা চ যোগিনী-বলিম্ ।
 সংপূজ্য বিধিনা দৃষ্টাং পূৰ্ব্ববৎ ক্রমতো বলিম্ ॥ ২২
 কথোপকথনং দেবি ত্যজ্জেদত্র সুরালয়ে ॥ ২৩
 পূৰ্বে গণপতেৰ্ভদ্রে উত্তরে ভৈরবায় চ ।
 পশ্চিমে ক্ষেত্রপালায় যোগিনৌ দক্ষিণে দদেৎ ॥ ২৪
 ইন্দ্রাদিভ্যো বলিং দৃষ্টাং আত্মকল্যাণহেতবে ।
 তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্দ্রখা হান্ধ-কেবলম্ ॥ ২৫

ভূমিতে সেই একাক্ষর গণপতির বীজমন্ত্রটিকে উপাংগুতাবে লিখিবে, তাহার পর সাধক সেই মাষকলাইযুক্ত ভাতকে পিণ্ডের আকারে পরিণত করিবে । ১৯

সাধক ‘ওঁ গং গণপত্যে স্বাহা’—এই মন্ত্রটির উচ্চারণ করিয়া পূর্বোক্ত ভূমিতে লিখিত বীজের উপরে পিণ্ডাকারে পরিণত বলি প্রদান করিবে । ২০

ইহার পর ভৈরব, ক্ষেত্রপাল ও যোগিনীর উদ্দেশে যথাক্রমে ‘ওঁ ভৈরবায় নমঃ’—এই মন্ত্রের দ্বারা ভৈরবের উদ্দেশে বলি দিবে । ‘ওঁ ক্ষং ক্ষেত্রপালায় নমঃ’—এই মন্ত্রের দ্বারা ক্ষেত্রপালের এবং ‘ওঁ যাং যোগিনীভ্যো নমঃ স্বাহা’—এই মন্ত্রের দ্বারা যোগিনীর উদ্দেশে একটি বলি দিবে । বিধিপূর্বক প্রত্যেকটির পূজা করিয়া পূর্বেরই মন্ত ক্রমশঃ বলিদান করিবে । হে দেবি ! এই দেবালয়ে কখনো কথোপকথন করিবে না । ২১-২৩

হে ভদ্রে ! পূর্বদিকে গণপতির, উত্তরদিকে ভৈরবের, পশ্চিমদিকে ক্ষেত্রপালের এবং দক্ষিণদিকে যোগিনীর উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত বলি প্রদান করিবে । ২৪

নিজের কল্যাণ কামনার ইন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশ্যেও বলিদান করিবে । এই প্রকার বিধিপূর্বক পূজা ও বলিদান করিলেই সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । অতথাঃ কেবল হান্ধান্দই হইতে হইবে । ২৫

পটলকং মাষকল্পঞ্চ পলমেকঞ্চ ততুলম্ ।
 অর্ধতোলাং সূতকৈব দধিমর্দ্ধাৰ্দ্ধতোলাকম্ ॥ ২৬
 শর্করৈক-তোলাকেন বলিং দত্ত্বাং সুসিদ্ধয়ে ।
 এতেষাং সহযোগেন বলিভবতি শান্তিবি ॥ ২৭
 পূজাস্থানে তথা ভদ্রে কূর্মবীজং লিখেন্ততঃ ।
 চন্দ্রবিন্দুময়ং বীজং কূর্মবীজং ইতীরিতম্ ॥ ২৮
 স্থাপয়েদাসনং তত্র পূজয়েৎ পটলক্রমাৎ ।
 ভূতশুদ্ধং ততঃ কুত্বা প্রাণায়ামং ততঃ পরম্ ॥ ২৯
 অঙ্গস্তাসং করস্তাসং মাতৃকাস্তাসমেব চ ।
 যঃ কুর্য্যান্মাতৃকাস্তাসং স শিবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০
 ততস্ত্ব ভস্মতিলকং রুদ্রাক্ষং ধারয়েন্ততঃ ।
 রুদ্রাক্ষস্ত চ মাহাত্ম্যং ভস্মনশ্চ শৃণু প্রিয়ে ॥ ৩১
 আগ্নেয়মুচ্যতে ভস্ম হৃৎ-গোময়-সম্ভবম্ ।
 শোধয়েন্মূলমস্ত্রেণ অষ্টৌত্তরশতং জপন্ ॥ ৩২

একপল পরিমিত মাষকলাই, একপল পরিমিত ততুল, অর্ধতোলা পরিমিত সূত এবং সিকিতোলা পরিমিত দধি এবং উৎকৃষ্ট সিদ্ধির জন্য উহাতে একতোলা পরিমিত শর্করা । হে শান্তিবি । উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির মিলনে যে বলিজ্জব্য প্রস্তুত হয়, উহার দ্বারা বলিদান করিবে । ২৬-২৭

হে ভদ্রে । পূজাস্থানে এইবার কূর্মবীজ লিখিবে । কেবল চন্দ্রবিন্দুকেই কূর্মবীজ বলা হয় । ২৮

সেখানে আসন পাতিয়া পূর্বোক্ত পটলক্রমে পূজা করিবে । প্রথমতঃ ভূতশুদ্ধি করিরা পরে প্রাণায়াম করিবে । ২৯

অঙ্গস্তাস, করস্তাস ও মাতৃকাস্তাস যথাক্রমে করিতে হয় । যিনি মাতৃকাস্তাস করেন তিনি সাক্ষাৎ শিব—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ৩০

ইহার পর ভস্মের তিলক ধারণ করিরা রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে । রুদ্রাক্ষের ও ভস্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি ; তাহা শ্রবণ কর । ৩১

হৃৎ ও গোময়ের দ্বারা নির্মিত ভস্মকে আগ্নেয় ভস্ম বলা হয় । সেই ভস্মকে অষ্টৌত্তরশত মূল মন্ত্রের জপ করিরা শোধন করিবে । ৩২

শিরোদেশে ললাটে চ স্কন্ধয়োজ্জ-প্রদেশকে ।
 বাহুবাঃ পার্শ্বদ্বয়ে দেবি কণ্ঠদেশে হৃদি প্রিয়ে ।
 ঋতিযুগে পৃষ্ঠদেশে নাভৌ তুণ্ডে মহেশ্বরী ॥ ৩৩
 কুর্পরাধাহপর্য্যন্তঃ কক্ষে গ্রীবাস্থ পার্শ্বতি ।
 সর্বাক্ষে লেপয়েৎ দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৩৪
 মধ্যমানামিকান্দুল্যঙ্গুষ্ঠেন তিলকং ততঃ^১ ।
 তিলকং তিস্ররেখা স্যাৎ রেখানাং নবদ্বা মতঃ ।
 পৃথিব্যাগ্নিস্তথা শক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্মহেশ্বরঃ ॥ ৩৫
 দেবঃ প্রথমরেখায়াং ভক্ত্যা তে পরিকীর্তিতঃ ।
 নভস্বাংশৈচব^২ স্মৃভগে দ্বিতীয়া চৈব দেবতা ।
 পরমাত্মা শিবো দেবতৃতীয়ায়াশ্চ দেবতা ।
 এতান্নিত্যং নমস্কৃত্য ত্রিপুণ্ড্রং ধারয়েৎ যদি ॥ ৩৬
 মহেশ্বর-ব্রতমিদং কুত্ৰা সিদ্ধীধরো ভবেৎ ।
 ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বনস্থো বা যত্নিত্তথা ॥ ৩৭

মস্তকে, ললাটে, স্কন্ধে, জ্ঞপ্রদেশে, হৃই বাহুতে, হৃই পার্শ্বে, কণ্ঠদেশে ও
 হৃদয়ে হে মহেশ্বরী ! হৃই কর্ণে, পৃষ্ঠদেশে, নাভিতে, মুখে, কনুই থেকে বাহু
 পর্য্যন্ত ও কক্ষে । হে পার্শ্বতি । উক্ত প্রকারে সর্বাক্ষে তন্ত্র লেপন করা
 বিধেয় । এ বিষয়ে আর আমার কিছু বলিবার নেই । ৩৩-৩৪

সেই সন্ধে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা তিলকও করিতে হয় ।
 তিলক করিতে হইলে তিনটি রেখা করিতে হয়, আর নয়টি রেখা তন্ত্রবিদ্-
 গণের দ্বারা অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । উহা তিন দেবের প্রতীক—পৃথিবী, অগ্নি
 ও শক্তি অথবা ক্রিয়াশক্তি মহেশ্বর । ৩৫

প্রথম রেখার দেবতা মহাদেব ; দ্বিতীয় রেখার দেবতা নভস্বান্ এবং তৃতীয়
 রেখার দেবতা পরমাত্মারূপী শিব । এঁদের নমস্কার করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ
 করিবে । ৩৬

এই মহেশ্বর ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে স্রেষ্ট সিদ্ধ হইয়া যায় । যে কেহই
 হউক—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী অথবা সন্ন্যাসী । ৩৭

মহাপাতক-সংঘাতৈর্মুচ্যতে সৰ্বপাতকাং ।
 তথাক্ষত্রবিটশূদ্রা-স্ত্রীহত্যাदिषু পাতকৈঃ ॥ ৩৮
 বীর-ব্রাহ্মণ-হত্যাভ্যাং মুচ্যতে শূভগেশ্বরী ।
 অমদ্বৈপ্যাপি যঃ কুৰ্য্যাৎ জ্ঞাত্বা চ মহিমোন্নতিম্ ॥ ৩৯
 ত্রিপুণ্ড্র-ভাল-তিলকো মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ।
 পরদ্রব্যাপহরণং পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ৪০
 পরিনিদা পরক্ষেত্র-হরণং পরপীড়নম্ ।
 অসত্য-বাক্য-পৈশুণ্যং পারুষ্যং দেববিক্রয়ম্ ॥ ৪১
 কূটসাক্ষ্যং ব্রতত্যাগং কৈতবং নীচসেবনম্ ।
 গো-মৃগাণাং হিরণ্যস্ত তিল-কম্বল-বাসসাম্ ॥ ৪২
 অন্ন-ধান্য-কুশাদীনাং নীচেভ্যোহপি পরিগ্রহম্ ।
 দাসীবেশ্যান্সু কুম্ভাসু বৃষলীসু নটীসু চ ॥ ৪৩
 রজস্বলাসু কন্যাসু বিধবাসু চ সঙ্গমে ।
 মাংস-চৰ্ম্ম-রসাদীনাং লবণস্ত চ বিক্রয়ম্ ॥ ৪৪

উক্তত্রতের অনুষ্ঠান করিলে মহাপাতক সম্বাদ হইতে মুক্ত হইতে পারে ।
 সকল প্রকার পাতক হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব । ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা ও যে
 কোন স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি পাতক হইতেও মুক্তিপ্রাপ্তি হইতে পারে । ৩৮

হে শূভগেশ্বরী । ভগ্নধারণের মহিমা জানিয়া যত্নোচ্চারণ বাতীতও যে ব্যক্তি
 ভগ্ন ধারণ করে, তাহার বীর ও ব্রাহ্মণ হত্যা হইতেও মুক্তি-প্রাপ্তি হইতে
 পারে । ৩৯

ললাটে যাহার ত্রিপুণ্ড্রতিলক শোভিত, তিনি সর্বপ্রকার পাতক হইতে
 মুক্ত হন ; এমনকি, পরদ্রব্যের অপহরণ ও পরস্ত্রীগমনজনিত পাপ হইতেও মুক্তি-
 পাওয়া যায় । ৪০

পরিনিদা, অপরের ক্ষেত্রহরণ, পরপীড়ন, অসত্য ও কঠোর বাগ্‌ব্যবহার,
 পিতৃনতা এবং দেববিক্রয় । ৪১

কূটসাক্ষ্য, ব্রতত্যাগ, খলতা, নীচ ব্যক্তির সেবা, গো-মৃগ, সূবর্ণ, তিল, কম্বল
 ও বস্ত্র, অন্ন, ধান্য এবং কুশ প্রভৃতির নিরন্তরের ব্যক্তি হইতে দান গ্রহণ ।
 দাসী, বৈশ্যা, কুম্ভা, বৃষলী, নটী, রজস্বলা কন্যা ও বিধবার সঙ্গে সঙ্গম । মাংস,
 চৰ্ম্ম, রস প্রভৃতির এবং লবণের বিক্রয়—এইসকল পাপ হইতেও মুক্তি-
 লাভ হয় । ৪২-৪৪

এবং রূপাণ্যসংখ্যানি পাপানি বিবিধানি চ ।
 সন্ত এব বিনশ্যন্তি ত্রিপুণ্ড্রস্য চ ধারণাৎ ॥ ৪৫
 শিব-দ্রব্যাপহরণাৎ শিবনিন্দাঞ্চ কুত্রচিৎ ।
 নিন্দায়াঃ শিবভক্তানাং প্রায়শ্চিত্তৈর্ন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৬
 ত্রিপুণ্ড্রং শিরসা ধৃত্বা তৎকর্ণাদেব শুদ্ধ্যতি ।
 দেব-দ্রব্যাপহরণে ব্রহ্মহ-হরণেন চ ॥ ৪৭
 কুলান্ধগয় এবাত্র বিনশ্যন্তি সদাশিবে ।
 মহাদেবি মহাভাগে ব্রাহ্মণাভিক্রমেণ চ ।
 কুলরক্ষা ভবত্যস্মাৎ ত্রিপুণ্ড্রস্য চ সেবনাৎ ॥ ৪৮
 রুদ্রাক্ষং যন্ত দেহেষু ললাটেষু ত্রিপুণ্ড্রকম্ ।
 যদি স্তাৎ স চ চাণ্ডালঃ সর্ব-বর্ণোত্তমোত্তমঃ ॥ ৪৯
 যানি তীর্থানি লোকেহস্মিন্ গঙ্গাত্তা সরিতস্ত যাঃ ।
 স্নাতো ভবতি সর্বত্র যন্নলাটে ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥ ৫০
 সপ্ত-কোটি-মহামন্ত্রা উপ-মন্ত্রান্তথৈব চ ।
 ত্রীবিধোঃ কোটি-মন্ত্রস্ত কোটি-মন্ত্রঃ শিবস্ত চ ।
 তে সর্বৈ তেন জপ্তা চ যো বিভক্তি ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥ ৫১

এইপ্রকার সকলপ্রকার অসংখ্য বিবিধ পাপ ত্রিপুণ্ড্র ধারণের দ্বারা বিনাশ
 প্রাপ্ত হয় । শিবদ্রব্যাপহরণ অথবা কোনস্থলে শিবনিন্দার আচরণ বা শিব-
 ভক্তের নিন্দার দ্বারা যে পাপ হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও বিনষ্ট
 হয় না । ৪৫-৪৬

দেবতার দ্রব্যাপহরণ ও ব্রহ্মহরণ হইতে যে পাপ উৎপন্ন হয়, উহা মন্তকে
 ত্রিপুণ্ড্রধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায় । ৪৭

হে সদাশিবে ! হে মহাদেবি ! হে মহাভাগে ! ব্রাহ্মণদিগকে অপমান
 করিলে এই অগ্নেই অপমানকারীর বংশ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ত্রিপুণ্ড্রধারণ
 করিলে কুলরক্ষা হইয়া থাকে । যাহার ললাটে রুদ্রাক্ষ এবং ললাটে ত্রিপুণ্ড্র
 থাকে সে চণ্ডাল হইলেও সকল বর্ণের স্নেহ । ৪৮-৪৯

যাহার ললাটে ত্রিপুণ্ড্র শোভায়মান হয়, সে এই মর্ত্যলোকে স্থিত যাবতীক
 তীর্থ এবং গঙ্গা প্রভৃতি পবিত্র নদীতে কৃতস্নানের তুল্য । ৫০

সহস্রং পূৰ্বজাতানাং সহস্রং চ জনিত্যতাম্ ।
 অবংশজাতান্ মৰ্ত্যানাং উদ্ধরেৎ যস্ত্রিপুণ্ড্রকৃৎ^১ ॥ ৫২
 ষড়ৈশ্বর্য্য-গুণোপেতঃ প্রাপ্য দিব্য-বপুস্ততঃ ।
 দিব্যং বিমানমাক্রুত্ব দিব্যস্ত্রী-শতসেবিতঃ ॥ ৫৩
 বিজ্ঞাধরাণাং সিদ্ধানাং গন্ধৰ্ব্বাণাং মহৌজসাম্ ।
 ইন্দ্ৰাদি-লোকপালানাং লোকেষু চ যথাক্রমম্ ॥ ৫৪
 ভূক্ত্বা ভোগান্ সুবিপুলং প্রদেশানাং পুরেষু চ ।
 ব্রহ্মণঃ পদমাসাচ্চ তত্র কল্মষুতং বসেৎ ॥ ৫৫
 বিষ্ণুলোকে চ রমতে আব্রহ্মণঃ শতায়ুষম্ ।
 শিবলোকং ততঃ প্রাপ্য রমতে কালমকরম্ ॥ ৫৬
 শিব-সামুদ্র্যমাপ্নোতি ন স ভূয়োহপি জারতে ।
 শৈবে বিষ্ণৌ চ সৌরে চ গাণপত্যেযু পার্বতি ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি ললাটে ত্রিপুত্র, ধারণ করিয়া থাকে তাহার, ঈশ্বরের কোটি মহামন্ত্র ও উপমন্ত্র এবং শিবেরও কোটি মহামন্ত্র উপমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৫১

সহস্র পুরুষ পূর্ববর্তী এবং সহস্র পুরুষ পরবর্তী বাহার। অন্তঃগ্রহণ করিয়াছেন অথবা অন্তঃগ্রহণ করিবেন তাঁহাদের সকলকেই ললাটে বৃত্ত ত্রিপুত্র, উদ্ধার করিতে সমর্থ । ৫২

অগ্নিমা, মহিমা, লঘিমা প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া, দিব্য শরীর ধারণ করিয়া এবং দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া, শত শত দেবাজনা কর্তৃক সেবিত হইয়া থাকে । ৫৩

বিজ্ঞাধর, সিদ্ধ, গন্ধৰ্ব এবং মহাতেজস্বী ইন্দ্ৰ প্রভৃতি লোকপালদিগের লোকে যথাক্রমে । ৫৪

যথেষ্ট ভোগ করিয়া, অমৃত কল পর্যন্ত ব্রহ্মার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন । ৫৫

ব্রহ্মার শতায়ু পর্যন্ত বিষ্ণু লোকে রমণ করেন এবং অকস্মকাল পর্যন্ত শিবলোকে বাস করিয়া থাকেন । ৫৬

হে পার্বতি ! শৈব, বৈষ্ণব, সৌর অথবা গাণপত্য—যে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত

১। অবংশজাতানাং মৰ্ত্যানাং উদ্ধরেৎ যস্ত্রিপুণ্ড্রকৃৎ ।

শক্তিরূপা চ যা গোঁঃ স্মৃতা গোময়-সম্ভবম্ ।
 ভস্ম তেষু মহেশানি বিশিষ্টং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৮
 শৈবোহপি চ বরারোহে সাগুণ্যং বরবর্ণিনি ।
 শক্তৌ প্রশস্তমোক্শং হি ভস্ম যৌবন-জীবনে ॥ ৫৯
 অন্তেষাং গো-করীষেণ ভস্ম শক্ত্যাদিকেষপি ।
 সামান্যমেতৎ সূত্রোণি বিশেষঃ শৃণু মৎপ্রিয়ে ॥ ৬০
 করীষ-ভস্মাদনঘে হোমঃ ভস্ম মহাফলম্ ।
 হোম-ভস্মাৎ কোটিগুণং বিষ্ণু-যোগং মহেশ্বরী ॥ ৬১
 শিব-হোমঃ তদ্বিগুণং ভস্মাত্তু শৃণু সুন্দরি ।
 স্বীয়েষ্ট-দেবতা-হোম-মনস্তং প্রিয়বাদিনি ॥ ৬২
 ভস্মাহাভ্যামহং বক্তুং বক্তু-কোটিশতৈরপি ।
 ন সমর্থো যোগমার্গে কিমন্যৎ কথয়ামি তে ॥ ৬৩

হউক না কেন শিবসাবুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । তিনি আর এ সংসারে জন্ম-
 গ্রহণ করেন না । ৫৭

গাভী শক্তি রূপা, তাহা হইতে উৎপন্ন গোময়জাত ভস্মও বিশিষ্ট শক্তি-
 উৎপাদক—হে মহেশানি । ইহা তত্ত্ব কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ৫৮

হে বরবর্ণিনি বরারোহে । শৈবগণও সাগুণ্য লাভ করেন । শাস্ত্রদের
 পক্ষে তো ভস্ম যৌবন ও জীবনে প্রশস্ত মোক্ষপ্রদ । ৫৯

ভস্মধারণ বিশেষতঃ গোময়ের দ্বারা নির্মিত ভস্ম অস্ত্র ব্যক্তির পক্ষেও
 হিতকর—ইহা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে । হে সূত্রোণি । মৎপ্রিয়ে । এইবার
 বিশেষরূপে বলিব, তাহা শ্রবণ কর । ৬০

হে অনঘে । করীষ অর্থাৎ ঘুটের ভস্মের অপেক্ষা হোম করিয়া যে ভস্ম
 হইয়া থাকে, তাহা মহাফলপ্রদ । হে মহেশ্বরী । হোমভস্মের অপেক্ষাও
 কোটিগুণ বিষ্ণুযোগ এবং শিবের উদ্দেশে হোম করিলে যে ভস্ম হইয়া থাকে,
 উহা পূর্বোক্ত ভস্মের অপেক্ষা দ্বিগুণ ফলপ্রদ । হে সুন্দরি । সেই কারণে উহার
 প্রক্রিয়া শ্রবণ কর । হে প্রিয়বাদিনি । স্বীর ইষ্টদেবতার উদ্দেশে হোম করিলে,
 যে ভস্ম নির্মিত হয়, উহা অনন্ত ফলপ্রদ । ৬১-৬২

শতকোটি মূখের দ্বারাও উহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে অক্ষম । যোগমার্গের
 কথা আর কি বলিব ? ৬৩

হোমঃ কলিযুগে দেবি জম্বু-দ্বীপস্ত বর্ষকে ।
 ভারতাত্মে মহাকালি দশাংশং ক্রমতঃ শিবে ॥ ৬৪
 নাস্তিকান্তে মহামোহে কেবলং হোমমাচরেৎ ।
 লক্ষস্বাপ্যযুতস্বাপি সহস্রস্বা বরাননে ॥ ৬৫
 অষ্টাধিক-শতস্বাপি কাম্যহোমং প্রকল্পয়েৎ ।
 নিত্যহোমঞ্চ কর্তব্যং শক্ত্যা চ পরমেশ্বরি ॥ ৬৬
 প্রজপেগ্নিত্য-পূজায়ামষ্টোত্তর-সহস্রকম্ ।
 অষ্টোত্তর-শতং বাপি অষ্ট-পঞ্চাশতং চরেৎ ॥ ৬৭
 অষ্টত্রিংশৎ-সংখ্যকস্বা অষ্টাবিংশতিমেব চ ।
 অষ্টাদশ দ্বাদশঞ্চ দশাষ্টৌ চ বিধানতঃ ॥ ৬৮
 হোমকৈব মহেশানি এতৎসংখ্যা-বিধানতঃ ।
 এবং সর্বত্র দেবেশি নিত্য-কর্ম-মহোৎসবঃ ॥ ৬৯
 ইথং প্রকারং যৎ ভস্ম অঙ্কে সংলিপ্য সাধকঃ ।
 মালাকৈব মহেশানি নরাস্ত্যন্তুত-পূজিতম্ ॥ ৭০

হে দেবি । কলিযুগে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষে হে মহাকালি শিবে । ক্রমশঃ দশাংশ কললাভ হইয়া থাকে । ৬৪

হে মহামোহে । বাহারা নাস্তিক, তাহারা কেবল হোমের অনুষ্ঠান করিবে । হে বরাননে । সেই হোম লক্ষ অযুত অথবা সহস্রও হইতে পারে । ৬৫

কোন কামনার উদ্দেশ্যে যে কাম্য হোম তাহা অষ্টোত্তরশত করিলেও চলিবে । হে পরমেশ্বরি । শক্তি অনুসারে নিত্য হোমের অনুষ্ঠান করিতে হয় । ৬৬

নিত্যপূজাকালে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক জপ করিবে । তাহাতে অক্ষম হইলে অষ্টোত্তর শত, অষ্টোত্তর পঞ্চাশৎ, অষ্টত্রিংশৎ অথবা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক জপ করিবে । অষ্টাদশ, দ্বাদশ, দশ অথবা অষ্টসংখ্যক জপ ন্যূনপক্ষে অবশ্যই করিবে । ৬৭-৬৮

হে মহেশানি । জপের সংখ্যা অনুসারে হোমও করিবে । হে দেবেশি । এইভাবে সর্বত্র নিত্যকর্মরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিবে । ৬৯

উক্ত প্রকারে হোম করিলে যে ভস্ম নির্মিত হয়, সেই ভস্ম সাধক নিজের অঙ্কে লেপন করিয়া মালা ধারণ করিবে । ৭০

গলে দণ্ডাধরারোহে শক্তশ্চেৎ দিব্যানাসিকে ।
 রুদ্রাক্ষ-মালাং সংধার্য্য ততঃ শৃণু মম প্রিয়ে ॥ ৭১
 এবং কুত্বা তয়া সার্ব্বং পিতৃ-ভূমৌ স্থিতং ময়া ।
 সুভগে শৃণু সুশ্রোণি রুদ্রাক্ষং পরমং পদম্ ॥ ৭২
 সর্বপাপ-ক্ষয়করং রুদ্রাক্ষং ব্রহ্মণীশ্বরী ।
 অভুক্তো বাপি ভুক্তো বা নীচা নীচতরোহপি বা ॥ ৭৩
 রুদ্রাক্ষং ধারয়েৎ যন্ত যুচ্যতে সর্বপাতকাৎ ।
 রুদ্রাক্ষ-ধারণং পুণ্যং কৈবল্য-সদৃশং ভবেৎ ॥ ৭৪
 মহাব্রতমিদং পুণ্যং ত্রিকোটি-তীর্থ-সংযুতম্ ।
 সহস্রং ধারয়েৎ যন্ত রুদ্রাক্ষাণাং শুচিন্মিতে ॥ ৭৫
 তং নমস্তি সুরাঃ সর্বে যথা রুদ্রস্তুথৈব সঃ ।
 অভাবে তু সহস্রশ্চ বাহোঃ ষোড়শ ষোড়শঃ ॥ ৭৬
 একং শিখায়াং কবচয়োর্দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমাৎ ।
 দ্বাত্রিংশং কণ্ঠদেশে তু চত্বারিংশং শিরে তথা ॥ ৭৭

হে দিব্যানাসিকে । সামর্থ্য থাকিলে নরাহির মালা ধারণ করিবে । নরাহি
 মালা ধারণ করার পর গলার রুদ্রাক্ষের মালাও ধারণ করিবে । ৭১

হে প্রিয়ে । এই প্রকার মালা ধারণ করিয়া আমি তোমার সহিত শ্রশানে
 নিবাস করিয়া থাকি । হে সুশ্রোণি । হে সুভগে । রুদ্রাক্ষ হইল সাধকের
 পরম পদ । ৭২

হে ব্রহ্মণীশ্বরী । রুদ্রাক্ষ হইল সকলপ্রকার পাপকরকারী । অভুক্ত অবস্থায়,
 ভুক্তাবস্থায় যে কোন অবস্থায় হউক না কেন নীচ এবং নীচ হইতেও অতি নীচ
 ব্যক্তি । ৭৩

রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । রুদ্রাক্ষ
 ধারণ অত্যন্ত পুণ্য কর্ম, ইহা ধারণ করিলে কৈবল্যপ্রাপ্ত সদৃশ হইয়া যায় । ৭৪

ইহা ত্রিকোটি তীর্থ পর্য্যটন-সদৃশ মহাব্রত । হে শুচিন্মিতে । যে সাধক
 সহস্রসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে তাহাকে দেবগণও নমস্কার করিয়া থাকেন ।
 কারণ তাহাতে ও রুদ্রে কোন ভেদ থাকে না । সহস্রের অভাবে তুই বাহুতে
 ষোড়শ ষোড়শ করিয়া, একটি শিখাতে, দ্বাদশ দ্বাদশ কবচে, কণ্ঠদেশে
 দ্বাত্রিংশ (৩২) এবং মস্তকে চত্বারিংশ (৪৪) ধারণ করিবে । ৭৫-৭৭

উভয়োঃ কর্ণয়োঃ ষট্ ষট্ হৃদি অষ্টোত্তরং শতম্ ।
 যো ধারয়তি রুদ্রাক্ষান্ রুদ্রবৎ স চ পূজিতঃ ॥ ৭৮
 মুক্তা-প্রবাল-স্ফটিকৈঃ সূর্য্যেন্দু-মণি-কাঞ্চনৈঃ ।
 সমেতান্ ধারয়েৎ যস্ত্ব রুদ্রাক্ষান্ শিব এব সঃ ॥ ৭৯
 কেবলানপি রুদ্রাক্ষান্ যো বিভস্তি বরাননে ।
 তং ন স্পৃশস্তি পাপানি তিমিরাণীব ভাস্করঃ ॥ ৮০
 রুদ্রাক্ষমালায়া জপ্তো মন্ত্রোহনন্ত-ফলপ্রদঃ ।
 যন্তাজ্জে নাস্তি রুদ্রাক্ষং একোহপি বরবর্ণিনি ।
 তস্য জন্ম নিরর্থং স্যাৎ ত্রিপুণ্ড্র-রহিতং যথা ॥ ৮১
 রুদ্রাক্ষং মন্তুকে বন্ধা শির-স্নানং কৰোতি যঃ ।
 গঙ্গাস্নান-ফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২
 রুদ্রাক্ষং পূজয়েৎ যস্ত্ব বিনা ভোয়াভিষেচনৈঃ ।
 যৎ ফলং শিব-পূজায়াং তদেবাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৮৩

ষট্ ষট্ হৃদয়টি হৃদয়টি করিয়া দুই কর্ণে এবং হৃদয়ে অষ্টোত্তর শত (১০৮)
 যে সাধক উক্তসংখ্যক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে অগতে রুদ্রের স্মার পূজিত হইয়া
 থাকে । ৭৮

মুক্তা, প্রবাল, স্ফটিক, সূর্য্যকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি অথবা সুবর্ণের দ্বারা
 গ্রথিত রুদ্রাক্ষ যে ব্যক্তি ধারণ করে সে সাক্ষাৎ শিব । ৭৯

হে বরাননে । যে সাধক কেবল রুদ্রাক্ষও ধারণ করে, তাহাকে কোন পাপ
 স্পর্শ করিতে পারে না । যেমন অন্ধকার সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না । ৮০

রুদ্রাক্ষের মালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিলে অনন্ত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । হে
 বরবর্ণিনি । যাহার অঙ্গে একটিও রুদ্রাক্ষ থাকে না, তাহার জন্মই নিরর্থক
 যেমন ত্রিপুণ্ড্র ধারণ না করিলে । ৮১

মন্তুকে রুদ্রাক্ষ বন্ধন করিয়া যে ব্যক্তি শিবের স্নান করিয়া থাকে, তাহার
 গঙ্গাস্নানের তুল্য ফললাভ হইয়া যায়, ইহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে
 না । ৮২

যে ব্যক্তি জলের অভিষেকের দ্বারা রুদ্রাক্ষের পূজা করে তাহার শিবপূজার
 ফললাভ হইয়া থাকে । ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই । ৮৩

একবৈষ্ণুঃ পঞ্চবৈষ্ণু-ত্রয়োদশ-মুখৈশ্বৰ্য্যম্ ।
 চতুর্দশ-মুখৈর্জগৎ । সৰ্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮৪
 কিং বহুজ্ঞা বরারোহে কৃতা গতিকমদুতম্ ।
 রুদ্রাক্ষং যত্নতো ধৃত্বা শিব এব স সাধকঃ ॥ ৮৫
 ভস্মনা তিলকং কৃতা পশ্চাৎ রুদ্রাক্ষ-ধারণম্ ।
 প্রণায়ামং ততঃ কৃতা সংকল্পোপাস্তা সাধকঃ ॥ ৮৬
 মূলমন্ত্র-সিদ্ধিকামঃ কুর্য্যচ্চ বর্ণ-পূজনম্ ।
 ষট্‌ত্রিংশৎ-বর্ণ-মালার্চা বিস্তারোন্নতি-শালিনি ॥ ৮৭
 বিলিপ্য চন্দনং শুদ্ধং সৰ্ববর্ণাঙ্কে ঘটে ।
 সৰ্বাবয়-সংযুক্তান্ বিলিখ্য মাতৃকাকরান্ ॥ ৮৮
 গুরুং সংপূজ্য বিধিবৎ ঘট-স্থাপনমাচরেৎ ।
 পঞ্চাশন্মাতৃকা-বর্ণান্ পূজয়েৎ বিভব-ক্রমাৎ ॥ ৮৯
 পঞ্চোপচারৈঃ সংপূজ্য ধ্যানং কৃতা প্রসন্নধীঃ ।
 গুরু-বিদ্যংপ্রতীকশাং দ্বিভুজাং লোল-লোচনাম্ ।
 কৃষ্ণান্বর-পরীধানাং গুরু-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ॥ ৯০

একটি মুখের দ্বারা, পঞ্চমুখের দ্বারা, ত্রয়োদশ মুখের দ্বারা অথবা চতুর্দশ মুখের দ্বারা জপ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ৮৪

(রুদ্রাক্ষ অনেক প্রকার—কাহারও একটি মুখ, কাহারও পাঁচটি মুখ, ১০টি মুখ ও ১৪টি মুখ) ।

হে বরারোহে ! অনেক কথনের কোন প্রয়োজন নাই, যে সাধক রুদ্রাক্ষ ধারণ করে, সে সাক্ষাৎ শিবরূপ । ৮৫

ভস্মের তিলক ধারণ করিয়া রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে, তাহার পর সাধক প্রণায়াম ও সম্ভ্রম করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবে । ৮৬

মূলমন্ত্রের সিদ্ধিলাভের কামনার বর্ণমালার পূজা করা উচিত । হে বিস্তারোন্নতশালিনি ! ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) বর্ণমালার পূজা করা বিধেয় । ৮৭

সর্ববর্ণাঙ্ক ঘটে বিত্ত্ব চন্দন লেপন করিয়া সকল অবয়বযুক্ত মাতৃকাকর লিখিবে । (ঘট বলিষ্ঠ নিজের পঞ্চভূতাত্মক শরীরকেও বুঝায়, সুতরাং সর্ববর্ণাঙ্ক এই পঞ্চভূতাত্মক শরীরে মাতৃকাকর লিখিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে) । ৮৮

বিধি অনুসারে গুরুপূজা করিয়া ঘটস্থাপন করিবে । অনন্তর অনুলোমক্রমে পঞ্চাশৎ (৫০) মাতৃকাবর্ণগুলির পূজা করিবে । ৮৯

প্রফুল্লবদনে পঞ্চোপচারে পূজা সমাপন করিয়া ধ্যান করিবে—বিদ্যাসংস্থ

নানাভরণ-ভূষাঢ্যাং সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলাম্ ।
 কটাক্ষ-বিশিখোদীপ্ত অঞ্জনাক্ষিত-লোচনাম্ ॥ ১১
 মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েৎ সত্ত্ব-স্বরূপিণীম্ ।
 রক্ত-বিহ্যংপ্রতীকাশাং দ্বিভূজাং লোল-লোচনাম্ ॥ ১২
 গুরুবস্ত্র-পরীধানাং কৃষ্ণ-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ।
 নানাভরণ-ভূষাঢ্যাং সিন্দূর-তিলোকজ্জ্বলাম্ ॥ ১৩
 কটাক্ষ-বিশিখোদীপ্ত-অঞ্জনাক্ষিত-লোচনাম্ ।
 মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদাং নিত্যাং ধ্যায়েৎ রজঃ-স্বরূপিণীম্ ॥ ১৪
 ভ্রমং-ভ্রমর-সঙ্কাশাং দ্বিভূজাং লোল-লোচনাম্ ।
 রক্ত-বস্ত্র-পরীধানাং কৃষ্ণ-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ॥ ১৫
 নানাভরণ-ভূষাঢ্যাং সিন্দূর-তিলকোজ্জ্বলাম্ ।
 কটাক্ষ-বিশিখোদীপ্ত-দ্রু-লতা-পরিসেবিতাম্ ॥ ১৬

ভার্য প্রকাশবৃত্তা, চপলনয়না, দ্বিভূজা, কৃষ্ণাবর-পরিধানা এবং যিনি গুহ
 বসনের দ্বারা উত্তরীয় রচনা করিয়াছেন । ১০

যিনি বিবিধ আভরণ-ভূষণের দ্বারা শোভায়মান, সিন্দূরের তিলকের দ্বারা
 যিনি উজ্জ্বল, কটাক্ষবাণের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্ত, যাহার লোচন অঞ্জনের দ্বারা
 চর্চিত । ১১

যিনি সতত মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা, সত্ত্বস্বরূপিণী লোহিতবিহ্যং সদৃশ যাহার প্রভা,
 দ্বিভূজা ও চপলনয়না । ১২

যিনি গুরুবস্ত্রপরিহিতা, কৃষ্ণবস্ত্রের দ্বারা যিনি উত্তরীয় করিয়াছেন, বিবিধ
 আভরণ ও ভূষণের দ্বারা যিনি শোভায়মান, যিনি সিন্দূর তিলকের দ্বারা
 উজ্জ্বল । ১৩

কটাক্ষ বাণের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্ত, যাহার নয়ন অঞ্জনের দ্বারা চর্চিত, যিনি
 সতত মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা, এইরূপ রজঃস্বরূপিণীকে ধ্যান করিবে । ১৪

ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরতুল্য যাহার বর্ণ, যিনি চপলনয়না এবং দ্বিভূজা, যিনি রক্ত-
 বস্ত্র পরিহিতা এবং যাহার কক্ষে কৃষ্ণবসনে উত্তরীয় শোভায়মান । ১৫

যিনি নানাপ্রকার আভরণ-ভূষণের দ্বারা বিরাজমান, সিন্দূরের দ্বারা রচিত
 তিলকোজ্জ্বলা, যিনি কটাক্ষ বিশিখের দ্বারা উদ্দীপ্ত, বৃক্ষের শাখা ও লতা দ্বারা
 যিনি পরিসেবিতা । ১৬

মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রদাং নিত্যং ধ্যায়েত্তমঃ-স্বরূপিণীম্ ।
 ধ্যান্তা পাছাদিকং দস্তা ত্রিগুণাং পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯৭
 ওঁ অঙ্কার-রূপিণ্যৈ নমঃ পাঠ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ ।
 আদি-ধ্যানেন সুভগে যজ্ঞেৎ সস্ব-ময়ীং পরাম্ ॥ ৯৮
 ওঁ কঙ্কার-রূপিণ্যৈ নমঃ পাছাদিভির্যজ্ঞেৎ ।
 ক্রমাৎ সপ্তদশার্ণং হি দ্বিতীয়ং ধ্যানমাচরন্ ॥ ৯৯
 ওঁ দঙ্কার-রূপিণ্যৈ নমঃ পাছাদিভির্যজ্ঞেৎ ।
 ক্রমাৎ সপ্ত-দশার্ণং হি তৃতীয়ং ধ্যানমাচরন্ ॥ ১০০
 এবং ক্রমেণ পঞ্চাশৎ-বর্ণং হি পরিপূজয়েৎ ।
 ইতি তে কথিতং ভদ্রে পঞ্চাশদ্বর্ণপূজনম্ ॥ ১০১
 বর্ণানাং পূজনাং ভদ্রে দেব-পূজা প্রজায়তে ।
 অগ্নিমাগ্ন্যে-সিদ্ধীনাং পূজা স্যাৎ বর্ণ-পূজনাং ॥ ১০২
 সপ্ত-কোটি-মহাবিদ্যা উপবিদ্যা তথৈব চ ।
 জীবিক্ষোঃ কোটি-মন্ত্রশ্চ কোটি-মন্ত্রঃ শিবশ্চ চ ॥ ১০৩

যিনি মন্ত্রসিদ্ধিদায়িনী, যিনি তমস্বরূপিণী এইরূপ বর্ণমালাকে ধ্যান করিয়া
 পাদ অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান করিয়া যথাক্রমে সস্ব, রজঃ ও তমোগুণের পূজা
 করিবে । ৯৭

ওঁ অঙ্কাররূপিণ্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পাদের দ্বারা পূজা
 করিয়া হে সুভগে ! প্রথম ধ্যানের দ্বারা সস্বময়ী বর্ণমালার যাগ করিবে । ৯৮

ওঁ কঙ্কাররূপিণ্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পাদ প্রভৃতির দ্বারা
 পূজা করিয়া যথাক্রমে সপ্তদশবর্ণের দ্বিতীয় ধ্যান করিবে । ৯৯

ওঁ দঙ্কাররূপিণ্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া পাদ প্রভৃতির দ্বারা
 পূজন করার অনন্তর যথাক্রমে সপ্তদশ বর্ণের তৃতীয় ধ্যান করিবে । ১০০

এই ক্রমে পঞ্চাশৎ (৫০) বর্ণের পূজন করিবে । হে ভদ্রে ! পঞ্চাশৎ বর্ণের
 পূজাবিধি তোমায় বলিলাম । ১০১

হে ভদ্রে ! বর্ণমালার পূজা করিলে দেবপূজা করা হয় । বর্ণমালার পূজার
 দ্বারা অগ্নিমা, পরিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিরও পূজা হইয়া থাকে । ১০২

সপ্তকোটি মহাবিদ্যা, উপবিদ্যা, জীবিক্ষুর কোটি মন্ত্র এবং শিবের কোটি
 মন্ত্র । ১০৩

পূজনাং পূজিতং সৰ্বং বৰ্ণানাং সিদ্ধি-দায়কম্ ।
 প্রথমং প্রণবং দত্ত্বা সহস্রং কুণ্ডলী-মুখে ॥ ১০৪
 মূলবিজ্ঞাং ততো ভদ্রে সহস্র-মূলং জপেৎ ।
 ততস্ত্ব সুভগে মাতর্জ্জপেচ্চ দীপনী-পরাম্ ॥ ১০৫
 আদৌ গায়ত্রীমুচ্চাৰ্য্য মূল-মন্ত্রং ততঃ পরম্ ।
 প্রণবঞ্চ ততো ভীমে ত্রয়াণাং সহযোগতঃ ॥ ১০৬
 সর্দৈবেনাং মহেশানি দীপনীং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।
 এতামপি সহস্রঞ্চ প্রজপেৎ কুণ্ডলী-মুখে ॥ ১০৭
 প্রণবাদৌ জপেদ্বিজ্ঞাং গায়ত্রীং দীপনীং পরাম্ ।
 গায়ত্রীং শৃণু বক্ষ্যামি অঁ ঙ্ ঞ্ নঁ নঁ মঁ মে প্রিয়ে ॥ ১০৮
 ষড়্‌ক্ষরমিদং মন্ত্রং গায়ত্রী সমুদীরিতম্ ।
 অস্ম্যশ্চ ফলমাপ্নোতি তদৈব বর্ণিনি ॥ ১০৯

সকলবর্ণের পূজা করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক মন্ত্রগুলিরও পূজা হইয়া থাকে । প্রথমে কুণ্ডলিনীর মুখে এক সহস্র প্রণাম (ওঁ) উপহার করিবে । ১০৪

ইহার পর দুই সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে । হে সুভগে । তাহার পর উৎকৃষ্ট যে দীপনীসংজ্ঞক মন্ত্র, উহার জপ করিবে । (দীপনী কাহাকে বলে ইহা পরবর্তী শ্লোকে বলা হইরাছে) । ১০৫

প্রথমে গায়ত্রীর উচ্চারণ করিয়া মূলমন্ত্রের উচ্চারণ করিবে । হে ভীমে ! পরে প্রণব মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবে । গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও প্রণব—এই তিনটির একসঙ্গে মিলাইয়া জপ করিবে । ১০৬

হে মহেশানি ! উক্তপ্রকারে তিনটির—গায়ত্রী, মূলমন্ত্র ও প্রণবের একসঙ্গে মিলিতভাবে জপ করাকে দীপনী বলা হয় । কুণ্ডলীর মুখে একসহস্র দীপনীর জপ করিবে । ১০৭

প্রণবের আদিতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীপনী বিদ্যার জপ করিবে । এইবার গায়ত্রী কাহাকে বলে শোন । হে প্রিয়ে ! অঁ ঙ্ ঞ্ নঁ নঁ মঁ মে—ইহা হইল গায়ত্রী মন্ত্র । ১০৮

উক্ত ষড়্‌ক্ষরের মন্ত্রকে গায়ত্রী বলা হয় । হে বর্ণিনি ! এই গায়ত্রী জপের ফল ভৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় । ১০৯

অরণ্যং কুণ্ডলীমধ্যে মনসী উন্ননী সহ ।
 সহস্রারে কণিকাক্ষাং চন্দ্রমণ্ডল-মধ্যগাম্ ॥ ১১০
 সৰ্ব্ব-সংকল্প-রহিতা কলা সপ্তদশী ভবেৎ ।
 উন্ননী নাম তস্য হি ভব-পাশ-নিকুন্তনী ॥ ১১১
 উন্নতা সহিতো যোগী ন যোগী উন্ননীং বিনা ।
 বুদ্ধিমক্লশ-সংযুক্তায়ুন্ননীং কুশুম্বিতাম্ ॥ ১১২
 উন্ননীঞ্চ মনোবর্ণং অরণ্যং সিদ্ধি-দায়িনীম্ ।
 অরতে কুণ্ডলী-যোগাদমৃতং রক্ত-রোচিষম্ ॥ ১১৩
 উন্ননী-কুশুমং তন্তু স্ফেয়ং পরমদুর্লভম্ ॥ ১১৪
 হংসং নিত্যমনন্ত-মধ্যম-গুণং স্বাধারতো নির্গতা,
 শক্তিঃ কুণ্ডলিনী সমস্ত-জননী হন্তে গৃহীত্বা চ তম্ ।
 বাস্তী স্বাশ্রমমৰ্ক-কোটি-রুচিরা নামামৃতোদ্রাসিনী,
 দেবীং তাং গমনাগমৈঃ স্থির-মতিৰ্য্যাহ্নেং জগন্মোহিনীম্ ॥ ১১৫

কুণ্ডলিনীর মধ্যে উন্ননীসহ অরণ্য করিবে । সহস্রারে কণিকার মধ্যে যে চন্দ্রমণ্ডল বিরাজ করেন, সেই চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত । ১১০

সকল প্রকার সম্বন্ধশূন্য যে সপ্তদশী কলা, তাহাকেই উন্ননী বলা হয় । এই উন্ননী ভব-বন্ধন কর্তনকারিণী । ১১১

যিনি উন্ননী অবস্থার বিরাজ করেন তিনিই যোগী, যাহার উন্ননী অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাকে যোগী বলা চলে না । পুষ্পিতা ও অক্লশসংযুক্তা বুদ্ধি যে উন্ননী উচ্চাতেই যুক্ত থাকিতে হয় । ১১২

সিদ্ধিদায়িনী উন্ননী এবং মন্ত্রবর্ণের অরণ্য করিয়া লোহিত কান্তি অমৃতের কুণ্ডলীযোগের দ্বারা অরণ্য করিবে । ১১৩

সেই উন্ননী পুষ্প হইল যোগিগণেরও পরম দুর্লভ । ১১৪

সকলের জননী কুণ্ডলিনীশক্তি যিনি কোটিসূর্যের দ্বারা দীপ্তিযুক্তা, যিনি সর্বদা নামরূপ অমৃতের উদ্ভাস করিয়া থাকেন, যিনি নিজেই আধার অর্থাৎ মূলধার হইতে নির্গত হইয়া অনন্ত মধ্যমগুণ হংসকে বধন করিয়া থাকেন । সুমুখ্যমার্গের দ্বারা সর্বদাই হং ও সঃ—এই দুইটি শব্দের শ্বাসপ্রশ্বাসের আদান প্রদানপূর্বক শব্দ বাহির করিয়া থাকেন । এই হংসই জীবাশ্মা । জগতের মোহনকারিণী এই কুণ্ডলিনী দেবীর অহোরাত্র ধ্যান করিবে । ১১৫

ইতি তে কথিতং ধ্যানং যত্নাঙ্কয়মনাময়ম্ ॥ ১১৬

বিনা মনোময়নী-মন্ত্রং বিনা ধ্যানং জপং বৃথা ।

ততঃ সংকল্য ধ্যাত্বৈব মূলমন্ত্রস্ত সিদ্ধয়ে ॥ ১১৭

গায়ত্রীমযুতং জপ্ত্বা তদধ্বং প্রণবং জপেৎ ।

দীপনং প্রণবস্ত্যধ্বং জপেৎ পঞ্চ-দিনাবধি ॥ ১১৮

শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দশ-স্বরং প্রিয়ে ।

নাদ-বিন্দু-সমায়ুক্তং স্ত্রীণাকৈব বরাননে ॥ ১১৯

মনো স্বাহা চ যা দেবী শূদ্রোচ্চার্যা ন সংশয়ঃ ।

হোমকার্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ ॥ ১২০

মন্ত্রোপাহো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে ।

গণপত্যাদৌ যৎ দত্তং বলিদানং দিনে দিনে ॥ ১২১

তেনৈব বলিনা ভদ্রে হবিষ্যং সম্মতং সদা ।

শেষ ইষ্টং প্রপূজ্যথ হরিষ্যাশী স্ত্রিয়া সহ ॥ ১২২

এই ভোমাকে নীরোগই কারক যত্নাঙ্কয়ের ধ্যান কহিলাম । ১১৬

উন্নয়নীমন্ত্র ব্যতীত এবং ধ্যান ব্যতীত জপ করিলে সেই জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে, সুতরাং মূলমন্ত্রের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া অযুতসংখ্যক গায়ত্রী মন্ত্রের জপ করিয়া উহার অর্ধসংখ্যক প্রণবের জপ করিবে। প্রণবের অর্ধসংখ্যক পঁচদিন পর্য্যন্ত দীপনের জপ করিবে । ১১৭-১১৮

হে দেবি । শূদ্র ও স্ত্রীদিগের জন্য নাদ-বিন্দুসংযুক্ত চতুর্দশ স্বরই প্রণবের পরিবর্তে উচ্চারিত হইয়া থাকে । হে বরাননে । প্রণবের পরিবর্তে নাদ-বিন্দু-যোগ করিয়া চতুর্দশ স্বরের—অ° আ° ই° ঈ° উ° ঊ° ঋ° ঋ° ১° ২° এ° ঐ° ও° ঐ°—এইভাবে জপ করা উচিত । ১১৯

মন্ত্রে স্বাহা উচ্চারণ শূদ্রও করিতে পারে ইহাতে সংশয় নাই ; কিন্তু হে মহেশানি । হোমের অনূষ্ঠান কালে শূদ্রগণের স্বাহোচ্চারণ করিতে নাই । ১২০

বিষ বীজ অর্থাৎ প্রণব ব্যতীত শূদ্রের কাছে কোন মন্ত্রও নাই । প্রতিদিন গণেশের উদ্দেশ্যে যে বলিদান দেওয়া হয় । ১২১

সর্বদা-সেই বলিদানে দত্ত অন্নের দ্বারা হবিষ্য করা তান্ত্রিকগণের সম্মত । অনন্তর ইষ্ট পূজা করিয়া পত্নীসহ হরিষ্যাশী হইয়া থাকিবে । ১২২

জাপকশ্চ চ যন্নম্রমেববর্ণং ততঃ প্রিয়ে ।
 তস্য পত্নী শক্তিরূপা প্রত্যহং প্রজপেৎ যদি ॥ ১২৩
 তদা ফলমবাপ্নোতি সাধকঃ শক্তি-সঙ্গতঃ ।
 শক্তিহীনে ভবেদুঃখং কোটি-পুরশ্চরণেন কিম্ ॥ ১২৪
 সাধকশ্চ হবিষ্কাশী সাধিকা তদ্বিবর্জিতা ।
 যথেষ্টভোজনং তস্মাস্তাম্বুল-পূরিতাননা ॥ ১২৫
 নানাভরণ-বেশাঢ্য ধূপামোদন-মোদিতা ।
 শিব-হীনা তু যা নারী দূরে তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ১২৬

শ্রীদেব্যাচ —

গায়ত্রী-জপকালে তু সাধিকা কিং জপেৎ প্রভো ॥ ১২৭

শ্রীশিব উবাচ—

গায়ত্রীমন্ত্রপা-বিজ্ঞাং প্রজপেৎ যদি সাধিকা ।
 পূর্বোক্তেন বিধানেন ধ্যানাদি কুড়া চ পূজনম্ ॥ ১২৮
 মানসং পরমেশানি জপেত্তদগতমানসা ।
 ততঃ ষষ্ঠদিনং প্রাপ্য প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ ১২৯

হে প্রিয়ে জপ কর্তার বাহা এক বর্ণের মন্ত্র তাঁহার শক্তিরূপিনী পত্নীও
 প্রত্যহ সেই মন্ত্রের জপ করিবে । ১২৩

সাধকের শক্তিরূপা পত্নী যদি সেই একবর্ণ মন্ত্রের জপ করে তাহা হইলে
 সাধকও শক্তিসঙ্গবশতঃ ফল প্রাপ্তি করিয়া থাকেন । শক্তি না থাকিলে হঃখ
 পাইতে হয় বাহা কোটি পুরশ্চরণের দ্বারাও অর্জিত হইতে পারে না । ১২৪

সাধকও হবিষ্কাশী হইবেন । সাধিকা উহা বর্জন করিবেন, অর্থাৎ হবিষ্কাশী
 হইবেন না । যথেষ্ট ভোজন করিয়া তাম্বুলপূর্ণ মুখ করিয়া থাকিবেন । ১২৫

নানা আভরণ ও বেশভূষার দ্বারা সাজ সজ্জা করিয়া ধূপ প্রভৃতি সুগন্ধি
 দ্রব্যের দ্বারা সর্বদা আমোদিতা হইবেন, শিবহীন নারীর সান্নিধ্য বর্জন
 করিবে । ১২৬

শ্রীদেবী বলিলেন—হে প্রভো । গায়ত্রী জপ করিবার সময় সাধিকা কোন
 মন্ত্রের জপ করিবে ? ১২৭

শ্রীশিব বলিলেন—সাধিকা যদি অজপা গায়ত্রীর জপ করে ('হংসঃ' মন্ত্রকে
 অজপা বলা হয়) পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ধ্যান ও পূজা করিয়া । ১২৮

কুঙ্কমাণ্ডুর-পঙ্কেন কন্তুরী-চন্দনেন চ ।
 কূর্মবীজং লিখেৎ ভদ্রে অথবা শ্বেতচন্দনৈঃ ॥ ১৩০
 তত্রাসনং সমাস্থায় বিশেৎ সাধকসন্নিধৌ ।
 এবং বিধায় সা সাধুী সাধকোহপি প্রসন্নধীঃ ॥ ১৩১
 সংকল্প্য বিধিনা ভক্ত্যা মূলমন্ত্রস্য সিদ্ধয়ে ।
 লক্ষং জপেৎ পুরশ্চর্যা-বিধৌ বিধি-বিধানতঃ ॥ ১৩২
 তদ্বিধানং বদামীশে শ্রদ্ধা ভ্রমবধারণ ॥ ১৩৩
 ওঁ ওঁ কঁ হঁ ভঁ সঁ দেবি প্রাতঃস্নানোত্তরং পরম্ ।
 দশধা প্রজপেদ্ব্যং জিহ্বা-শোধন-কারকম্ ॥ ১৩৪
 ততশ্চ প্রজপেদ্ব্যং মৌনী মধ্যাহ্নিনাবধি ।
 তস্য বামে তস্য পত্নী তস্য একাক্ষরং জপেৎ ॥ ১৩৫
 সাধকঃ শিব-রূপশ্চ সাধিকা শিব-রূপিণী ।
 অশ্লোশ্য-চিস্তনাচ্চৈব দেবতং জায়তে ঐবম্ ॥ ১৩৬

হে পরমেশানি । ইষ্টদেবতার প্রতি ভক্তিগত চিন্তা হইয়া মানস জপ করিবে এবং তাহার পর ষষ্ঠ দিনে প্রাতঃস্নান করিবে । ১২৯

হে ভদ্রে ! কুঙ্কম ও অণ্ডুর, কন্তুরী ও চন্দনের দ্বারা অথবা কেবল শ্বেত চন্দনের দ্বারা প্রথমে কূর্ম-বীজ লিখিতে হয় । ১৩০

সেই সাধুী সাধিকা সেখানে আসন স্থাপন করিয়া সাধক সন্নিধৌ উপবেশন করিবে এবং সাধকও প্রসন্ন বদনে অঙ্গীকার করিবে । ১৩১

মূলমন্ত্রের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সঙ্কল্প করিয়া বিধিপূর্বক পুরস্চরণ বিধিতে একলক্ষ জপ করিবে । হে ঈশে ! উহার বিধান আমি বলিতেছি, তুমি তাহার অবগণ করিয়া অবধারণ কর । ১৩২-১৩৩

হে দেবি ! পূর্বে প্রাতঃস্নান করিবে । তাহার পর জিহ্বাশোধনকারী ওঁ ওঁ কং হং ভং সং—এই মন্ত্রটির দশবার জপ করিবে । ১৩৪

তাহার পর মধ্য দিবস পর্যন্ত মৌনী থাকিয়া মন্ত্র জপ করিবে । সাধকের বামভাগে হিতা পত্নীও একাক্ষর মন্ত্রের জপ করিবে । ১৩৫

সাধক শিবরূপ এবং সাধিকা হইলেন শক্তিরূপিণী । পরম্পর পরম্পরের চিন্তন করিলে অবশ্যই দেবত্বলাভ হইয়া থাকে । ১৩৬

আদাবন্তে চ প্রণবং দস্তা মন্ত্রং জপেৎ শ্রুতীঃ ।
 দশধা বা সপ্তদশং জপ্ত্বা মন্ত্রং জপেতু সঃ ॥ ১৩৭
 প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যাহ্নিনাবধি ।
 এবং হি প্রত্যহং কুর্য্যাৎ যাবল্লক্ষং সমাপ্যতে ॥ ১৩৮
 দ্বিতীয়-প্রহরাদুৰ্দ্ধং নিত্য-পূজাদিকং চরেৎ ।
 জ্ঞানং কৃৎস্না ততো ধীমান্ হবিষ্ঠাং বুভুক্ষে ততঃ ।
 তৎপত্নী শক্তি-রূপা চ পতিব্রত্যা-পরায়ণা ।
 তস্তা চেষ্টা ভবেৎ যেষু বুভুক্ষে পানভূষিতা^১ ॥ ১৩৯
 দশদণ্ড-গতে রাত্রৌ শয্যায়াং প্রজপেদ্বহুম্ ।
 তাম্বুল-পূরিত-মুখো ধূপামোদেন মোদিতঃ ॥ ১৪০
 বামে শ্রীশক্তি-রূপা চ জপেচ্চ সাধকাক্ষরম্ ।
 দক্ষিণে সাধকঃ সিদ্ধো দিবা-মানে জপেদ্বহুম্ ॥ ১৪১
 আত্মস্ত-গোপনং কৃৎস্না প্রত্যহং প্রজপেৎ যদি ।
 ততঃ সিদ্ধিমবাগ্নোতি প্রকাশাক্যানিরেব চ ॥ ১৪২

সাধক মূলমন্ত্রের আদিতে ও অন্তে প্রণব যুক্ত করিয়া জপ করিবে । সাধক প্রথমে দশবার অথবা সপ্ত-দশবার জপ করিয়া প্রধান জপ আরম্ভ করিবে । ১৩৭

প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত জপ করিতে হইবে । এইভাবে প্রত্যহ যতক্ষণ লক্ষসংখ্যক জপ পূর্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জপ করিতে হইবে । ১৩৮

দ্বিতীয় প্রহরের উর্ধ্বে নিত্যপূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে । বুদ্ধিমান সাধক জ্ঞান করিয়া হবিষ্ঠা ভোজন করিবে । শক্তিরূপা পতিব্রত্যা-পরায়ণা সাধকপত্নীও কারণ পান করিয়া যেকোন ভোজনে স্পৃহা হয় সেইরূপ ভোজন করিবে । ১৩৯

দশদণ্ড রাত্রি ব্যতীত হইলে পর তাম্বুলপূর্ণ মুখ হইয়া এবং ধূপের সুগন্ধের দ্বারা আয়োদিত হইয়া শয্যায় বসিয়া মন্ত্রজপ করিবে । ১৪০

সাধকের বামভাগে শক্তিরূপিনী পত্নী নিবিষ্ট চিত্তে মন্ত্র জপ করিবে আর দক্ষিণভাগে সাধক নিজেই মন্ত্রজপ করিবে । ১৪১

আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত গোপন রাখিয়া সাধক যদি প্রত্যহ মন্ত্রজপে রত

১। পানভূষিতা ।

মাতৃকা-পুটিতং কৃৎ চন্দ্রবিন্দু-সমম্বিতম্ ।
 প্রত্যহং প্রজপেদ্বদ্ব্যমূলোম-বিলোমতঃ ॥ ১৪৩
 জপাদৌ সুভগে প্রোচে প্রত্যহং প্রজপেদ্বদ্ব্যমূলম্ ।
 তেন হে সুভগে মাতঃ পুরশ্চরণমীরিতম্ ॥ ১৪৪
 সমাপ্তে পুরশ্চরণে গুরুদেবং প্রপূজয়েৎ ।
 তদা সিদ্ধো ভবেন্দ্রো গুরুদেবস্য পূজনাৎ ॥ ১৪৫
 জম্বুদ্বীপস্য বর্ষে চ কলিকালে চ ভারতে ।
 দশাংশং বর্জয়েৎ ভজে নাস্তি হোমঃ কদাচন ॥ ১৪৬
 দশাংশং ক্রমতো দেবি পঞ্চাঙ্গং বিধিনা কলৌ ।
 নাচরেৎ কুত্রচিন্মন্ত্রী পুরশ্চর্য্যাবিধিং শুভে ॥ ১৪৭
 ভ্রমাৎ যদি মহেশানি কারয়েৎ সাধকোস্তমঃ ।
 সিদ্ধিহানির্মহানিষ্টং জায়তে ভারতেহনঘে ॥ ১৪৮
 দশাংশং জায়তে পূর্ণং গুরুদেবস্য পূজনাৎ ।
 অতএব মহেশানি ভক্ত্যা গুরুপদং যজ্ঞেৎ ॥ ১৪৯

ধাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার সিদ্ধি অনিবার্য্য, আর প্রকাশ করিলে হানিই হইবে । ১৪২

চন্দ্র-বিন্দু সংযুক্ত মাতৃকা সংপুটিত করিয়া প্রতিদিন অনুলোপ-বিলোমক্রমে মন্ত্র জপ করিবে । ১৪৩

হে সুভগে । এইভাবে প্রতিদিন জপ করাকে পুরশ্চরণ বলা হয় । পুরশ্চরণ সমাপ্ত হইলে বিধিপূর্বক গুরুপূজা করিবে । উপরিউক্ত বিধি অনুসারে পুরশ্চরণ করিয়া যদি গুরুদেবের পূজন করা হয়, তাহা হইলে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত এই ভারতবর্ষে কলিকালেও মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে । ১৪৪-১৪৫

কলিকালে দশাংশ বাদ দিবে । দশাংশক্রমে কদাপি হোমের অনুষ্ঠান করিও না । বিধিপূর্বক পঞ্চাঙ্গ যুক্ত পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিবে । জপসংখ্যার দশাংশ-সংখ্যক মন্ত্রের দ্বারা হোম ; হোমের দশাংশ-সংখ্যক তর্পণ, তর্পণের দশাংশ-সংখ্যক অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ-সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন— এই হইল পঞ্চাঙ্গ । হে মহেশানি । কোন সাধক যদি আশ্রিতে এই ভারতবর্ষে উপরি উক্ত-দশাংশ যুক্ত পুরশ্চরণে কোন ব্যক্তিকে প্রেরণা দেন তাহা হইলে, তাঁহার সিদ্ধিহানি হয় এবং মহানিষ্ট হইবারও সম্ভাবনা আছে । ১৪৬-১৪৮

দক্ষিণাং গুরবে দত্তাং সুবর্ণং বাসসাবিতম্ ।
 ধানং তিলং তথা দত্তাং বেহুং বাপি পয়স্বিনীম্ ॥ ১৫০
 অন্যথা বিফলং সর্বং কোটিপুরুষচরণেন কিম্ ।
 কুমারীভোজনং সাস্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৫১
 কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্ ।
 পূজনাং দর্শনাং তস্মা রমণাং স্পর্শনাং প্রিয়ে ।
 সর্বং সম্পূর্ণমায়াতি সাধকো ভক্তিমানসঃ ॥ ১৫২
 পুরুষচরণ-সম্পন্নো বীর-সাধনমাচরেৎ ।
 যস্তাশুষ্ঠান-মাত্রেণ মন্দভাগ্যোহপি সিধ্যতি ॥ ১৫৩
 পুত্রদারধনস্নেহ-লোভমোহবিবর্জিতঃ ।
 মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্ ॥ ১৫৪
 এবং প্রতিজ্ঞামাসাং গুরুমারাধ্য যত্নতঃ ।
 বলিদানাদিনা সর্বং মানসৈঃ পরিপূজ্য চ ॥ ১৫৫

গুরুদেবের পূজা করিলেই দনাংলপূর্ণ হইয়া থাকে ; সেইজন্য হে মহেশানি !
 ভক্তিসহকারে গুরুপূজন অবশ্যই করা উচিত । ১৪৯

গুরুদেবকে বস্ত্রযুক্ত সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে হয় এবং ধান, তিল অথবা হুঙ্কবতী
 গাভী দান করিতে হয় । ১৫০

অন্যথা সকল কর্মই বিফল হইবে । কোটি পুরুষচরণ করিলেও কোন কল-
 লাভ হইবে না । অগ্রে কুমারী ভোজন করাইলে সকলপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্ত
 হইয়া থাকে । যে সাধক কুমারী ভোজন করাইয়া থাকে, সে ত্রৈলোক্যকে
 ভোজন করাইবার কল-লাভ করে । হে প্রিয়ে ! কুমারীর দর্শন, স্পর্শন ও
 রমণ—যদি ভক্তিপূর্বক করা হয়, তাহা হইলে সাধকের সর্বপ্রকার সিদ্ধি প্রাপ্তি
 হইয়া থাকে । ১৫১-১৫২

পুরুষচরণ সম্পন্ন সাধক বীরচারণ অনুসারে সাধনার রত থাকিবে । যে
 সাধনার দ্বারা মন্দ ভাগ্যও সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হয় । ১৫৩

স্ত্রী, পুত্র, ধন, স্নেহ, লোভ ও মোহ বিবর্জিত সাধক প্রতিজ্ঞা করিবে যে
 মন্ত্র সিদ্ধ করিব অথবা দেহপাত করিব । এইভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া, সমস্ত
 গুরুদেবের আরাধনা করিয়া, বলিদান প্রভৃতির দ্বারা সর্বতোভাবে মানসপূজা
 করিবে । ১৫৪-১৫৫

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বাষিকী ।
 তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুরশ্চরণমাচরেৎ ॥ ১৫৬
 দেব্যা বোধং সমারভ্য যাবৎ স্তাৎ নবমী তিথিঃ ।
 প্রত্যহং প্রজপেদ্ব্যং সহস্রং ভক্তি-ভাবতঃ ॥ ১৫৭
 হোম-পূজাদিকং চৈব যথালজ্য বিধিং চরেৎ ॥ ১৫৮
 সপ্তম্যাদৌ বিশেষেণ পূজয়েদিষ্ট-দেবতাম্ ।
 অষ্টম্যাদি নবম্যন্তমুপবাসপরো ভবেৎ ॥ ১৫৯
 অষ্টমী-নবমী-রাত্রৌ পূজাং কুর্যাৎ মহোৎসবৈঃ ।
 ইথাং জপাদিকং কুর্যাৎ সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥ ১৬০
 শক্ত্যা সহ বরারোহে কুমারী-পূজনং চরেৎ ।
 দশম্যাং পরাণং কুর্যান্ন্যস্ত-মাংসাদিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১৬১
 এবং পুরজিয়াং কৃত্বা সাধকঃ শিবতাং ব্রজেৎ ।
 অথবাশ্চ-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৬২
 শরৎকালে মহাদেব্যা বোধনে চ মহোৎসবে ।
 প্রতিপত্তিধিমাংস নবম্যন্তং মম প্রিয়ে ।
 পূর্বোক্ত-বিধিনা মন্ত্রী কুর্যাৎ পুরজিয়াং ধিয়া ॥ ১৬৩

উক্ত প্রকারে মানসপূজা করিয়া সাধক বৎসরে একবার যদি শরৎকালীন পূজা করে ; তাহা হইলে সেই পক্ষে একবার বিশেষরূপে পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান করিবে । ১৫৬

দেবীর বোধন হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্যন্ত ভক্তিভাবে প্রত্যহ সহস্র সংখ্যক ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে । যথালজ্য হোম পূজা প্রভৃতি করিয়া সপ্তমী আদি তিথিতে বিশেষভাবে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে । অষ্টমী হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত উপবাস থাকিরা, অষ্টমী ও নবমীর রাত্রে মহোৎসব সহকারে পূজা করিবে । সাধক স্থিরচিত্ত হইরা উক্ত প্রকারে জপ প্রভৃতির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে । ১৫৭-১৬০

হে বরারোহে ! শক্তি অনুসারে কুমারী পূজন করিবে । হে প্রিয়ে । দশমী তিথিতে মৎস্যমাংস প্রভৃতির দ্বারা পারণ করিবে । ১৬১

সাধক এইভাবে পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান সমাপন করিলে শিবস্ত-লাভ হইরা থাকে । অথবা অন্যপ্রকারেও পুরশ্চরণের অনুষ্ঠান কথিত হইরা থাকে—

অথবাশ্র-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৬৪
 শরৎকালে চতুর্থ্যাদি নবম্যন্তং সহস্রকম্ ।
 জপিহা প্রত্যহং ভজে সপ্তম্যাদৌ প্রপূজয়েৎ ॥ ১৬৫
 তথা সর্বোপচারৈস্তত্ত্ব বজ্রালঙ্কার-ভূষণৈঃ ।
 মহিষৈশ্চাগ্নৈর্মেষৈশ্চতুর্বর্গং লভেয়রঃ ॥ ১৬৬
 অষ্টমী-সন্ধি-বেলায়াং তেনৈব বিধিনা পশুন্ম্ ।
 হিষ্টা তন্ত্রোপরি স্থিহা মধ্য-নক্টং জপেৎ শ্রুধীঃ ॥ ১৬৭
 বিভীর্ষ্যান-পরো ভূহা বাহিতাং সিদ্ধিমাশ্রুয়াৎ ।
 নবম্যাং নিরতং জপ্ত্বা পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ১৬৮
 গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা দশম্যাং পারয়েত্ততঃ ।
 এবং কৃত্বা পুরশ্চর্যাং কিং ন সাধয়তি সাধকঃ ॥ ১৬৯
 অথবাশ্র-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
 অষ্টমী-সন্ধি-বেলায়ামষ্টোত্তর-লতা-গৃহে ॥ ১৭০

শরৎকালে শারদীয়া পূজার মহোৎসবের সময় মহাদেবীর বোধনে হে শ্রিয়ে ।
 প্রতিপদ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী পর্যন্ত সাধক পূর্বোক্ত বিধি
 অনুসারে পুরশ্চরণ করিবে । ১৬২-১৬৩

অথবা আর একপ্রকার পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—শরৎকালে চতুর্থী হইতে
 আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্যন্ত প্রত্যহ সহস্রসংখ্যক জপ করিয়া হে ভজে ।
 সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে দেবীপূজা করিবে । ১৬৪-১৬৫

আর বজ্র-অলঙ্কার-ভূষণ এবং মহিষ, হাগ ও মেঘ প্রভৃতি সকলপ্রকার
 উপচারের দ্বারা পূজা করিলে সাধক চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ
 করিতে পারে । ১৬৬

অষ্টমীর সন্ধিবেলাতে পূর্বোক্ত অনুসারে পশুর হেদন করিয়া সাধক তাহার
 উপর স্থিত হইয়া মধ্যরাত্রে জপ করিতে থাকিবে । ১৬৭

নবমীতে বিধিপূর্বক পূজা করিয়া নিরন্তর জপ ধ্যান করিলে নির্ভীক সাধক
 অসীম সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে । ১৬৮

গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া দশমীতিথিতে পারণ করিবে । এইরূপ
 পুরশ্চরণ করিলে সাধকের কিংনা সিদ্ধি হইতে পারে ? অর্থাৎ বাহ্য কিছু
 বাহিত তাহা লাভ করিতে পারে । ১৬৯

প্রবিশ্য মন্ত্রী বিধিবত্তাসামভ্যর্চ্য যত্নতঃ ।

পূর্বোক্ত-কল্পমাসাং পূজাদিকমথাচরন্ ॥ ১৭১

কেবলং কামদেবোহসৌ জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।

মহাসিদ্ধো ভবেৎ সত্যো লতা-দর্শন-পূজনাং ॥ ১৭২

লতা-গৃহং শৃণু প্রোঢ়ে কাম-কৌতুক-লালসে ।

অষ্টৌ সংখ্যা অতিক্রম্য নব-সংখ্যা-সাধিকা ॥ ১৭৩

যৌবনাদি-গুণৈর্যুক্তাঃ সাধিকাঃ কাম-গর্বিতাঃ ।

স্ত্রিয়ো যত্র গৃহে সন্তি তদগৃহং হি লতা-গৃহম্ ॥ ১৭৪

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরস্চরণমুচ্যতে ।

পূর্বোক্তানি মহেশানি হেমস্তাদি-গতো চরেৎ ।

সাধকঃ পূর্ণতাং প্রাপ্য সর্ব-ভোগেশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৭৫

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরস্চরণমুচ্যতে ॥ ১৭৬

চতুর্দশীং সমারভ্য যাবদন্যা চতুর্দশী ।

তাবজ্জপে মহেশানি মন্ত্রী বাঙ্কিতমাশ্রুয়াং ॥ ১৭৭

অন্ত প্রকার পুরস্চরণ—অষ্টমীতিথির সন্ধ্যাবেলাতে সাধক অষ্টোত্তর লতার গৃহেতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লতাগণের পূজন সমাপন করিবে । ১৭০

পূর্বোক্তকল্প অনুসারে লতাগৃহে গমন পূর্বক লতাগণের পূজা করিয়া কেবল অষ্টোত্তরশত ইষ্টমন্ত্রের জপ করিলেই সাধক কামদেবতুল্য হইয়া যার । লতাগণের দর্শন ও পূজনের দ্বারা সাধক মহাসিদ্ধ হইতে সক্ষম হইয়া থাকে । ১৭১-১৭২

এইবার হে প্রোঢ়ে ! কাম-কৌতুক-লালসা-সম্পন্ন । লতাগৃহ কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ কর । আট সংখ্যা অতিক্রম করিয়া নব প্রভৃতি সংখ্যা যুক্ত যৌবন-প্রভৃতি গুণগণের দ্বারা সমন্বিতা এবং কামগর্বিতা যে সাধিকা, তাহারাই লতা এবং এইরূপ লতা যে গৃহে নিবাস করে, তাহাকে লতাগৃহ বলা হয় । ১৭৩-১৭৪

অথবা অন্তপ্রকার পুরস্চরণের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে—হে মহেশানি । হেমন্ত প্রভৃতি ঋতু প্রাপ্ত হইলে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান পূর্ণ হইলে পর সাধক সকলপ্রকার ভোগের প্রভু হইয়া থাকে । ১৭৫

অন্তপ্রকার পুরস্চরণ বলা হইতেছে—চতুর্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ষড়দিন

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

কৃষ্ণাষ্টম্যাং সমারভ্য যাবৎ কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ ॥ ১৭৮

সহস্র-সংখ্যা-জপে তু পুরশ্চরণমিহ্যতে ।

যৎ কৃতা পরমেশানি সিদ্ধিঃ স্মারাত্ সংশয়ঃ ॥ ১৭৯

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

কৃষ্ণাং চতুর্দশীং প্রাপ্য নবমাস্তং মহোৎসবে ॥ ১৮০

অষ্টমী-নবমী-রাত্রৌ পূজাং কুর্যাদ্বিশেষতঃ ।

দশম্যাং পারণং কুর্যাদ্ভ্যং মাংসাদিভিঃ প্রিয়ে ।

ষট্-সহস্রং জপেম্নিত্যং ভক্তি-ভাব-পরায়ণঃ ॥ ১৮১

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যাং বীর-বন্দিতে ॥ ১৮২

সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়ো ভবেৎ ।

তাবজ্জপে নিরাতকঃ সর্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৮৩

অথবাণ্ড-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ॥ ১৮৪

পর্য্যন্ত দ্বিতীয় চতুর্দশী না আসে ততদিন পর্য্যন্ত নিরন্তর জপ করিলে সাধক অভীষ্ট-ফল লাভ করিতে পারে । ১৭৬-১৭৭

অন্তপ্রকার পুরশ্চরণ—কৃষ্ণাষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত যদি সহস্র সংখ্যক করিয়া জপ করা হয়, তাহাকেও পুরশ্চরণ বলা হয় । হে মহেশানি ! যাহার অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । ১৭৮-১৭৯

পুরশ্চরণের প্রকারান্তর—দেবীপূজা প্রভৃতি মহোৎসবে কৃষ্ণা চতুর্দশী প্রাপ্ত হইলে নবমীতিথি পর্য্যন্ত ইষ্ট-পূজা করিতে হয়, অষ্টমী ও নবমীর রাত্রিতে বিশেষ পূজা করিবে । দশমী তিথিতে মৎস্য মাংস প্রভৃতির দ্বারা পারণ করিতে হয় । পূর্বোক্ত দিনগুলির প্রত্যহ ভক্তিভাবে ষট্-সহস্রসংখ্যক ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে । ১৮০-১৮১

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—হে বীর-বন্দিতে । দেবি । অষ্টমীতে, নবমীতে ও চতুর্দশীতে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সূর্য্যোদয় হওয়া পর্য্যন্ত নিরাতক হইয়া জপ করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে ।

১৮২-১৮৩

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োৱপি ।
 অন্তমারভ্য সূর্য্যাস্তা যাবৎ সূর্য্যাস্তমং ভবেৎ ।
 তাবজ্জপ্তো নিরাতকঃ সৰ্ব্ব-সিদ্ধীধরো ভবেৎ ॥ ১৮৫
 অথবা নির্জ্ঞানস্থ্য অস্থি-শয্যাসনে চ ।
 উদয়াস্তং দিবা জপ্ত্বা সৰ্ব্ব-সিদ্ধীধরো ভবেৎ ॥ ১৮৬
 তেনাসনে বা দেবী অন্তমারভ্য ভাস্বতঃ ।
 জপিত্বা চান্ত-পর্য্যাস্তং সাধকঃ সিদ্ধিমাশ্নুয়াৎ ॥ ১৮৭
 জপান্তে পূজয়িত্বা চ গুরবে দক্ষিণাং দদেৎ ॥ ১৮৮
 অথবাশ্র-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।
 সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য ঘটিকা চ দশ-ক্রমাৎ ॥ ১৮৯
 ঋতবঃ সূর্য্যবসন্তাত্মা অহোৱাত্নং দিনে দিনে ।
 বসন্তো গ্রীষ্মো বর্ষা চ শরদ্ধেমন্ত-শিশিরাঃ ॥ ১৯০
 বসন্তশ্চৈব পূর্বাহ্নে গ্রীষ্মো মধ্যম্নিনং তথা ।
 অপরাহ্নে প্রাবৃষঃ স্যুঃ প্রদোষে শরদঃ স্মৃতাঃ ।
 অর্দ্ধরাত্রৌ তু হেমন্তঃ শেষে চ শিশিরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৯১

পুনরায় প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—গুরু ও কৃষ্ণপক্ষ—দুইপক্ষেরই অষ্টমী ও চতুর্দশীতে সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সূর্য্যাস্ত হওয়া পর্য্যাস্ত নিরাতক হইয়া নিরন্তর জপ করিলে সর্বসিদ্ধীধর হওয়া যায় । ১৮৪-১৮৫

অথবা নির্জনে থাকিয়া অস্থি-শয্যারূপ আসনে সাধক দিবসে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যাস্ত জপ করিলে সকল প্রকার সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হয় । ১৮৬

অথবা সেই আসনেই পূর্বদিনের সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিনের সূর্য্যাস্ত পর্য্যাস্ত নিরন্তর জপ করিলেও সাধক সিদ্ধি-লাভ করিতে সক্ষম হয় । জপের শেষে পূজা সমাপন করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিবে । ১৮৭-১৮৮

অন্যপ্রকার পুরশ্চরণ বলা হইতেছে—প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে দশঘটিকা ক্রমে বসন্ত প্রভৃতি ছয়টি ঋতু আসা যাওয়া করে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শিশির । ১৮৯-১৯০

পূর্বাহ্নে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম, অপরাহ্নে বর্ষা, প্রদোষে শরৎ, অর্দ্ধরাত্রিতে হেমন্ত এবং শেষরাত্রিতে শিশির । ১৯১

সূর্য্যোদয়ং সমারভ্য বসন্তাস্তং সমাহিতঃ ।

তাবজ্জপ্তে মহেশানি পুরশ্চর্যা হি সিদ্ধ্যতি ॥ ১১২

ততঃ পূজাদিকং কৃত্বা শক্তি-যুক্তস্ত সাধকঃ ।

গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সর্ব-সিদ্ধীধরো ভবেৎ ॥ ১১৩

অথবাশ্ব-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

গ্রীষ্মাদিষু মহেশানি পঞ্চম্বর্ত্তষু সাধকঃ ।

পৃথগ্জপ্ত্বা বরারোহে পুরশ্চর্যা হি সিদ্ধ্যতি ॥ ১১৪

পূৰ্ব্বোক্ত-বিধিনা সৰ্বং কৰ্ত্তব্যং বীর-বন্দিতে ।

ঋতৌ জপ্ত্বা সমস্তে তু শক্তিতঃ পূজয়েৎ পরাম্ ॥ ১১৫

এবমাচার্য্য কৃত্যং বৈ ধনানামীধরো ভবেৎ ॥ ১১৬

অথবাশ্ব-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

কুমারী-পূজনাদেব পুরশ্চর্যা-বিধিঃ শ্রুতঃ ॥ ১১৭

অথবাশ্ব-প্রকারেণ পুরশ্চরণমুচ্যতে ।

গুরুমানীয় সংস্থাপ্য দেববৎ পূজয়েদ্বিভূম্ ।

বজ্রালঙ্কার-ভূষাষ্টৈঃ স্বয়ং সন্তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥ ১১৮

সূর্য্যোদয় হইতে বসন্তের শেষ পর্য্যন্ত স্থিরচিত্তে সাধক যদি জপ করে, তাহা হইলেও হে মহেশানি ! পুরশ্চরণ-সিদ্ধ হইয়া থাকে । ১১২

পরে সাধক নিজের শক্তির সঙ্গে যুক্ত হইয়া পূজা প্রভৃতি সারিয়া যদি গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করে, তাহা হইলেও সর্বসিদ্ধীধর হওয়া যায় । ১১৩

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণ যথা—হে মহেশানি ! হে বরারোহে ! সাধক যদি গ্রীষ্ম প্রভৃতি পাঁচটি ঋতুতেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জপ করে, তাহা হইলেও পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে । ১১৪

হে বীরবন্দিতে ! পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে সব কিছু করিবে । সকল ঋতুতে যথালক্ষি জপ করিয়া দেবী পূজন করিবে । এই প্রকার সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেও পুরশ্চরণ বিধিই হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বারা ধনেশ্বর হইতে সক্ষম হয় । ১১৫-১১৬

অথবা অশ্বপ্রকারে পুরশ্চরণ হইতে পারে—কেবল কুমারীপূজা করিলেও পুরশ্চরণ অনিত ফল-লাভ হইতে পারে । ১১৭

প্রকারান্তরে পুরশ্চরণের বিধি বলা যাইতেছে—গুরুদেবকে আনিয়া

তৎসুতং তৎসুতং বাপি তৎপত্নীঞ্চ বিশেষতঃ ।

পূজয়িত্বা মনুং কপ্ত্বা সৰ্ব-সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৯৯

গুরু-সন্তোষ-মাত্রেণ দৃষ্ট-মন্ত্রোহপি সিধ্যতি ।

মাসি মাসি চ মন্ত্ৰস্তা সংস্কারান্ দশধা চরেৎ ॥ ২০০

এবং ক্রম-বিধানেন কৃত্বা নিত্যং হি সাধকঃ ।

যগ্মাসাত্যস্তরে বাপি এক-বর্ষান্তরেহপি বা ॥ ২০১

তাঁহাকে দেবতার মত বসাইয়া বিধিপূর্বক পূজা করিবে এবং বস্ত্র, আভূষণ ও অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিবে । ১৯৮

অথবা গুরুপুত্র অথবা গুরুপুত্রের পুত্র অর্থাৎ গুরুর পৌত্রকে অথবা বিশেষ-রূপে গুরুপত্নীকে যদি পূজা করা হয় এবং পূজা সমাপনে মন্ত্র জপ করা হয় ; তাহা হইলেও সর্বসিদ্ধীশ্বর হওয়া সম্ভব । ১৯৯

গুরুদেবের সন্তুষ্টিমাত্রেই দৃষ্টমন্ত্রেরও সিদ্ধি হইতে পারে । মাসে মাসে মন্ত্রের দশপ্রকার সংস্কার করা উচিত । মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার হইল—জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও শুণ্ডি ।

(১) জনন—মাতৃকমন্ত্র হইতে পর্যায়ক্রমে মন্ত্রের উচ্চারণকে বলা হয় জনন ।

(২) জীবন—উক্ত মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে প্রণবের দ্বারা পুটিত করিয়া শতবার জপ করাকে জীবন বলা হয় ।

(৩) তাড়ন—মন্ত্রের প্রত্যেকটি বর্ণের শতবার বা দশবার জপ করিয়া মন্ত্রসমূহকে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকটি বর্ণকে বায়ুবীজ বং মন্ত্রের দ্বারা বৃক্ষ করিয়া চন্দনের জল দিয়া তাড়ন করাকে তাড়ন বলা হয় ।

(৪) বোধন—মন্ত্রবর্ণসমূহ লিখিয়া দশবার তাড়না করিয়া মন্ত্রবর্ণের সংখ্যা অনুসারে করবীর ফুল দিয়া ‘ব্রং’ বীজ উচ্চারণ করিয়া হনন করাকে বোধন বলা হয় ।

(৫) অভিষেক—মন্ত্রের বর্ণগুলি লিখিয়া যত সংখ্যক বর্ণ ততসংখ্যক রক্ত করবীর ফুল দিয়া প্রত্যেকটি বর্ণকে ‘ব্রং’ বীজের দ্বারা অভিষিক্ত করিতে হইবে এবং তাহার পর মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যা অনুসারে অম্বুজ পল্লবের দ্বারা সিকন করাকে অভিষেক বলে ।

(৬) বিমলীকরণ—সূর্য্যার ফুল ও মধ্যভাগে মন্ত্রের চিত্রা করিয়া জ্যোতি-র্মন্ত্রের দ্বারা দধিকরাকে বিমলীকরণ বলা হয় (জ্যোতিমন্ত্র—৩৭ ছোং) ।

সাধনৈঃ সুভগে ভদ্রে যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।

উপায়ান্ত্র কৰ্ত্তব্যঃ সত্যমেতদ্ব্যতং শৃণু ॥ ২০২

খ্যাতিবাহন-ভূষাদি-লাভঃ সূচির-জীবিতা ।

নৃপাণাং তৎকুলানাঞ্চ বাৎসল্যং লোক-বশ্যতা ॥ ২০৩

মহদৈশ্বর্য্যং নিত্যঞ্চ পুত্র-পৌত্রাদি-সম্পদঃ ।

অথমা সিদ্ধয়ো ভদ্রে যগ্নাসাত্ত্বস্তরে যদি ॥ ২০৪

এক-বর্ষান্তরে বাপি সন্তি শঙ্কর-বন্দিতে ।

সাধকাস্ত তদা সিদ্ধা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২০৫

অত্রোপায়ান্ প্রবক্ষ্যামি যদি সিদ্ধি-বিলম্বনম্ ।

ভ্রামণং বোধনং বশ্যং পীড়নশ্চ তথা প্রিয়ে ॥ ২০৬

(৭) আগ্যারন—ঘর্ণ, কুশোদক বা পুষ্পোদকের দ্বারা জ্যোতির্মন্ত্রে মন্ত্রের বর্ণগুলিকে আগ্যারন করাকে আগ্যারন বলা হয় ।

(৮) তর্পণ—জ্যোতির্মন্ত্রে জলের দ্বারা মন্ত্রের তর্পণ করিতে হয় ।

(৯) দীপন—ওং হ্রীং এবং শ্রীং—এই বীজত্রয় যোগে দীপন করা হয় ।

(১০) গুপ্তি—ইচ্ছামন্ত্রের গোপন করাকে গুপ্তি বলা হয় ।

উপরি উক্ত ক্রমপূর্বক বিধি অনুসারে নিরবচ্ছিন্ন সাধনের দ্বারা সাধক ছয় মাসের ভিতরে অথবা একবর্ষের মধ্যে । ২০০-২০১

হে সুভগে । যদি সিদ্ধি প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে সেন্ধলে উপায়ান্তরের অবলম্বন করিতে হইবে, সত্য সত্যই ইহা আমার মত, সেই উপায় অবলম্বন কর । ২০২

খ্যাতি, বাহন ও ভূষণাদির লাভ, চিরজীব হওয়া, নৃপ ও নৃপকুলের বাৎসল্য লাভ, সকললোককে বশীভূত করা । ২০৩

মহৎ ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি, নিত্য পুত্র-পৌত্রাদি সম্পত্তি-লাভ এইগুলি হইল অধমসিদ্ধি । হে ভদ্রে ! ছয় মাসের মধ্যে অথবা এক বৎসরের মধ্যে এইগুলির প্রাপ্তি হইয়া থাকে । হে শঙ্করবন্দিতে । যদি এই বস্তুগুলি উপরিউক্ত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও সাধক সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, ইহাতে কোনরূপ বিচারের অবকাশ নাই । ২০৪-২০৫

যদি সিদ্ধি প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়, তাহা উহার জন্তও উপায় বলিব । হে প্রিয়ে ! ভ্রামণ, বোধন, বশ্য, পীড়ন, পোষণ, ভোষণ এবং দহন—এই সাতটি

পোষণং তোষণঞ্চৈব দহনঞ্চ ততঃ পরম্ ।
 উপায়াঃ সন্তি সন্তুতে কৃতা ত্রেতা-যুগেষু চ ॥ ২০৭
 ঘাপরে চ তথা ভদ্রে উপায়ং সপ্তমং শ্রুতম্ ।
 ন প্রশস্তং কলৌ ভদ্রে সপ্ত শঙ্কর-ভাষিতম্ ॥ ২০৮
 ডাকিনী-পুটিতং কৃতা লক্ষঞ্চ প্রজপেদ্বহুম্ ॥ ২০৯
 ডাকিনী-পুটিতং কৃতা যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ।
 রাকিনী-পুটিতং কৃতা লক্ষঞ্চ প্রজপেদ্বহুম্ ॥ ২১০
 রাকিনী-পুটিতং কৃতা যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ।
 লাকিনী-পুটিতং কৃতা লক্ষঞ্চ প্রজপেদ্বহুম্ ॥ ২১১
 লাকিনী-পুটিতং কৃতা যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ।
 কাকিনী-পুটিতং কৃতা লক্ষং চ প্রজপেদ্বহুম্ ॥ ২১২
 কাকিনী-পুটিতং কৃতা যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ।
 শাকিনী-পুটিতং কৃতা লক্ষঞ্চ প্রজপেদ্বহুম্ ॥ ২১৩
 হাকিনী^১-পুটিতং কৃতা জপেদ্বক্ষং সমাহিতঃ ॥ ২১৪

উপায় ত্রেতাতে প্রশস্ত এবং ঘাপরে সপ্তম কিন্তু কলিযুগে ইহা প্রশস্ত নয় এইরূপ
 শিবের উক্তি । ২০৬-২০৮

ডাকিনী প্রভৃতি যুক্ত করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, ডাকিনী পুটিত
 করিয়া জপ করিলে যদি সিদ্ধিপ্রাপ্তি না হয় । তাহাইলে রাকিনী বীজ পুটিত
 করিয়া লক্ষ জপ করিবে । (ডাকিনী প্রভৃতি অর্থ পরে বলা হইবে) । ২০৯-২১০

রাকিনী বীজ পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলেও যদি সিদ্ধি লাভ না হয়,
 তাহা হইলে লাকিনী বীজ পুটিত করিয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ২১১

লাকিনী বীজ সম্পুটিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলেও যদি সিদ্ধি-প্রাপ্তি না হয়,
 তাহা হইলে কাকিনী বীজ সম্পুটিত করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে । ২১২

কাকিনী পুটিত মন্ত্রের জপ করিলেও যদি সিদ্ধি-লাভ না হয়, তাহা হইলে
 শাকিনী বীজ সম্পুটিত করিয়া একলক্ষ মন্ত্র-জপ করিবে । ২১৩

শাকিনী পুটিত মন্ত্র জপেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে হাকিনী বীজ
 সম্পুটিত করিয়া একলক্ষ মন্ত্র-জপ করিবে । ২১৪

১। শাকিনী ।

তদা সিদ্ধো ভবেন্নস্তো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।
 হাকিনী-পুটিতং কুত্বা যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ।
 পুটিতং সঙ্ক-রূপিণ্যা লক্ষণং প্রজপেন্নতুম্ ॥ ২১৫
 পুটিতং সঙ্ক-রূপিণ্যা যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ।
 ককারাদি ককারান্তা মাতৃকা বর্ণ-রূপিণী ॥ ২১৬
 তয়া সম্পুটিতং কুত্বা লক্ষণং প্রজপেন্নতুম্ ।
 ছিন্ন-বিছাদয়ো মন্ত্রান্তস্তে তন্ত্রে নিরূপিতাঃ ॥ ২১৭
 এতে তে সিদ্ধিমায়ান্তি মাতৃকা-বর্ণ-ভাবতঃ ।
 নিশ্চিতং মন্ত্র-সিদ্ধিঃ শ্রামাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১৮
 বর্ণময়ো পুটীকৃত্য যদি সিদ্ধিন্ জায়তে ॥ ২১৯
 ততো গুরুং পুটীকৃত্য লক্ষণং সংজপেন্নতুম্ ।
 গুরুদেব-প্রসাদেন অতুলাং সিদ্ধিমাশ্নুয়াৎ ॥ ২২০

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

আদিদেব মহাদেব আত্মন্ত-গোপনং বদ ।
 যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা ততুম্ ॥ ২২১

এইরূপ জপ করিলে অবশ্যই সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন বিচারের অবকাশ নাই । যদি কদাচিৎ হাকিনী সম্পুটিত মন্ত্রের জপ করিলেও সিদ্ধি লাভ না হয়, তাহা হইলে সঙ্ক-রূপিণীর একলক্ষমন্ত্র জপ করিবে । ২১৫

সঙ্ক-রূপিণী বীজের দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের জপেও যদি সিদ্ধি-প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে ককারাদি ককার পর্য্যন্ত যে বর্ণরূপিণী মাতৃকা আছে, তাহার জপ লইবে । ২১৬

অর্থাৎ সেই বর্ণরূপিণী মাতৃকার দ্বারা সম্পুটিত করিয়া একলক্ষ মন্ত্র-জপ করিবে । ছিন্ন-বিছা প্রভৃতি মন্ত্রগুলির সকল তন্ত্রেই নিরূপণ করা হইয়াছে । ২১৭

মাতৃকাবর্ণ সম্পুটিত এই মন্ত্রগুলির জপের দ্বারা বিভিন্ন-প্রকারের সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে যে ইহার দ্বারা মন্ত্র-সিদ্ধি হয়, ইহাতে কোন বিচারের অবকাশ নাই । ২১৮

বর্ণরূপিণী মাতৃকা সম্পুটিত মন্ত্রের জপের দ্বারাও যদি কদাচিৎ সিদ্ধি-প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত গুরুবীজের দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের একলক্ষ জপ করিবে । গুরুদেবের কৃপায় অতুলনীয় সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে । ২১৯-২২০

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

অভ্যন্ত-গোপনং সূক্ষ্মং কথং তৎ কথয়াম্যহম্ ।
 জম্বুদ্বীপস্ত বর্ষেষু কলৌ লোকাধমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২২২
 গুরুভক্তি-বিহীনাশ্চ ভবিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ।
 হৃজিয়ায়াং রতাঃ সর্বৈ পৰমজ্ঞান-বর্জিতাঃ ॥ ২২৩
 লৌকিকাচারিণঃ সর্বৈ ভবিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ।
 বিনা শব্দ-পরিজ্ঞানং মন্ত্র-দাতা দ্বিজো ভবেৎ ॥ ২২৪
 মম সঃ শ্রীমতী-মন্ত্রঃ সংসারোদ্ভব-বন্ধনাৎ ।
 কথ্যতে দেব-দেবেশি মন্ত্রঃ সর্বত্র সিদ্ধিদঃ ॥ ২২৫
 জায়তে তেন মে শব্দা কথং মে প্রাণবল্লভে ॥ ২২৬

শ্রীভৈরব্যুবাচ—

ভূতনাথ মহাভাগ হৃদয়ে মে কৃপাং কুরু ।
 কথ্যতাং কথ্যতাং দেব যতন্তে সেবিকা বয়ম্ ॥ ২২৭

শ্রীমতী পার্বতী বলিলেন—হে আদিদেব মহাদেব । আদি ও অন্তের গোপন আমাকে বল । হে দেব । যদি উহা না বল, তাহা হইলে আমি শরীর ত্যাগ করিব । ২২১

শ্রী ঈশ্বর বলিলেন—আদি ও অন্তের গোপন অভ্যন্ত সূক্ষ্ম, তাহা কি করিয়া আমি তোমায় বলি । কলিকালে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষগুলিতে লোকাধম বলিয়া কথিত হইয়াছে । ২২২

প্রতিটি গৃহে গুরুভক্তি বিহীন হইবে এবং সকলেই হৃদয়ে রত থাকিবে আর পরম-জ্ঞান বর্জিত হইবে । ২২৩

প্রতিগৃহেই লোকাচারী হইবে অর্থাৎ লোকাচারকেই তাহার প্রাধান্য দিবে, আর বাহ্যদের শব্দ-পরিজ্ঞান নাই এইরূপ দ্বিজই মন্ত্রদাতা হইবে । ২২৪

আমার সেই শ্রীমতী মন্ত্র বাহা সংসারোদ্ভব বন্ধন হইতে জ্ঞান করিয়া সর্বত্রই সিদ্ধিপ্রদ । হে দেব-দেবেশি । হে আমার প্রাণবল্লভে । এইরূপ সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র বল । হইতেছে, তাহাতে আমার সংশয় উৎপন্ন কেন হয় ? ২২৫-২২৬

শ্রীভৈরবী বলিলেন—হে ভূতনাথ । হে মহাভাগ । আমার হৃদয়ে কৃপা কর । হে দেব । বল আমার বল, যেহেতু আমি তোমার সেবিকা । ২২৭

শ্রীঈশ্বর উবাচ—

সুভগে শৃণু মে মাতঃ কৃপয়া কথয়ামি তে ।

প্রথমে ডাকিনী-বীজং যুবতী ষোড়শাক্ষরম্ ॥ ২২৮

অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৯ঁ ঙঁ এঁ ঔঁ ওঁ ঐঁ অঁ অঃঁ

ডাকিনী দেব-দেবস্ব ঈরিতং বীজমুত্তমম্ ॥ ২২৯

-আচ্যুত-পুটিতং কৃদা মন্ত্রং লক্ষং জপেদ্ যদি ।

তদা সিদ্ধো বরারোহে নাশুখা বচনং মম ॥ ২৩০

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি রাকিনী-বীজমন্তুতম্ ।

একোচ্চারণ-মাত্রেন সত্যজ্যেষ্ঠা-যুগে ভবেৎ ॥ ২৩১

কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ দশ তথা মহেশ্বরি ।

ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা রাকিনী-বীজমন্তুতম্ ॥ ২৩২

টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ দশকং পরমেশ্বরি ।

ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা লাকিনী-বীজ-নির্ণয়ম্ ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি কাকিনীং সিদ্ধি-দায়িনীম্ ॥ ২৩৩

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে সুভগে ! হে আমার মাতঃ !, জবণ কর কৃপা-বশতঃ তোমার আমি প্রথমে যৌবন-সম্পন্ন ষোড়শাক্ষরের ডাকিনী-বীজ বলিতেছি । ২২৮

অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৯ঁ ঙঁ এঁ ঔঁ ওঁ ঐঁ অঁ অঃঁ—এই ষোড়শাক্ষরের ডাকিনী-বীজ যাহা দেবাদিদেবেবুও অভৌক । ২২৯

মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সম্পুটিত করিয়া যদি একলক্ষ জপ করা হয়, তাহা হইলে হে বরারোহে ! সাধক অবশ্যই মন্ত্র-সিদ্ধ হইয়া থাকে ; আমার বচন কখনও অশুখা হইবার নহে । ২৩০

এইবার অদ্ভুত রাকিনী-বীজ বলিব, যাহার একবার উচ্চারণ করিলেই জ্যেষ্ঠাযুগেও সত্যযুগ হইয়া যায় । ২৩১

কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ—এই দশটি হইল রাকিনী-বীজ । ভক্তি দেখিয়া তোমাকে এই অদ্ভুত রাকিনী-বীজ বলিলাম । ২৩২

টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ দঁ ধঁ নঁ—হে পরমেশ্বরি ! এই দশটি হইল লাকিনী-বীজ । তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি তোমাকে এই লাকিনী-বীজ বলিলাম । এইবার কাকিনী-বীজ-বলিব যাহা সিদ্ধিপ্রদ । ২৩৩

পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ অষ্টোর্ণঃ বীর-বন্দিতে ।
 কথিতং কাকিনী-বীজং চতুর্বর্ণ-ফলপ্রদম্ ॥ ২৩৪
 অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি সুভগে শৃণু শাকিনীম্ ॥ ২৩৫
 বঁ শঁ যঁ সঁ চতুর্বর্ণং বাঙ্কিতার্থ-প্রদং প্রিয়ে ।
 ইদম্ শাকিনী-বীজং চতুর্বর্ণ-প্রদায়কম্ ॥ ২৩৬
 অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি সুভগে শৃণু হাকিনীম্ ।
 হঁ লঁ কঁ হাকিনী-বীজং ক্ষিপ্র-সিদ্ধি-প্রদায়কম্ ॥ ২৩৭
 সত্ত্ব-স্বরূপিণী বীজং শৃণু সিদ্ধি-প্রদায়কম্ ।
 অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ঋঁ ৯ঁ ৯ঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঁঃ ॥
 ষোড়শাৰ্ণং মহাবীজং সত্ত্বমধ্যে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৩৮
 রজঃ-স্বরূপিণী বীজং শীঘ্র-সিদ্ধি-প্রদায়কম্ ।
 কঁ থঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ নঁ তঁ থঁ ।
 ইদং সপ্ত-দশাৰ্ণং হি রাজোমধ্যে প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৩৯

পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ—এই আটটি হইল কাকিনী-বীজ । হে বীরবন্দিতে ।
 ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্ণ প্রদানকারী কাকিনী বীজ কথিত
 হইল । ২৩৪

হে সুভগে ! এইবার শাকিনী বীজ বলিব তাহা শ্রবণ কর । হে প্রিয়ে !
 বঁ শঁ যঁ সঁ—এই চারিটি বর্ণ বাঙ্কিতার্থ প্রদান করে, ইহাকেই শাকিনী-বীজ
 বলা হয়, যাহা চতুর্বর্ণরূপ ফলপ্রদ । ২৩৫-২৩৬

হে সুভগে ! অধুনা হাকিনী-বীজ বলিব ; তাহা শ্রবণ কর । হঁ লঁ কঁ—এই
 তিনটিকে হাকিনী বীজ বলা হয়, যাহা সম্পূর্ণ কল্পিত করিয়া মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই
 সিদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২৩৭

অধুনা সত্ত্ব-স্বরূপিণী বীজ যাহা সিদ্ধি-প্রদানকারী ; তাই বলিতেছি শ্রবণ
 কর । অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ঋঁ ৯ঁ ৯ঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঁঃ—ষোড়শাক্ষরের
 এই মহাবীজকে সত্ত্ব-স্বরূপিণী-বীজ বলা হয় । ২৩৮

এইবার শীঘ্র সিদ্ধি প্রদানকারী রজঃ-স্বরূপিণী বীজ বলিতেছি । কঁ থঁ গঁ ঘঁ
 ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ নঁ তঁ থঁ—এই সপ্তদশ বর্ণের মন্ত্র রাজোম্বুধের
 মধ্যে বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে । ২৩৯

রম্যং তমোময়ী-বীজমধুনা তে বদাম্যহম্ ।

দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং ।

ইদং সপ্ত-দশার্ণং হি তমো-মধ্যে উদাহৃতম্ ॥ ২৪০

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মাতৃকা-বীজমদ্বিতম্ ॥ ২৪১

অঁ আঁ ই ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ঌঁ ৯ঁ ১০ঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ আঃ,

কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ।

তঁ থঁ দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং হং কং,

ইদং পঞ্চাশদর্ণং হি মাতৃকায়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৪২

অনুলোমবিলোমেণ পুটীকৃত্য জপং চরেৎ ।

লক্ষং যাবদ্মহেশানি ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪৩

গুরু-বীজং সমুদ্ভিষ্টং গুরুরিত্যক্ষর-দ্বয়ম্ ॥ ২৪৪

ডাকিনী রাকিনী দেবি লাকিনী কাকিনী ততঃ ।

শাকিনী হাকিনী সংজ্ঞা সত্ব-রূপা ততঃ প্রিয়ে ।

রজোরূপা তমোরূপা মাতৃকা-রূপিণী গুরুঃ ॥ ২৪৫

অধুনা রমণীর তমোময়ী বীজ বলিতেছি—দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং—এই সপ্তদশ বর্ণের মন্ত্রটিকে তমোমধ্যে স্থিত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ২৪০

অধুনা অদ্বিত মাতৃকাবীজ বলিব—অঁ আঁ ই ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ঌঁ ৯ঁ ১০ঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ আঃ, কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ তঁ থঁ দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং হং কং—এই পঞ্চাশৎ বর্ণগুলিকে মাতৃকা-বীজ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । ২৪১-২৪২

ইহঁ মন্ত্রের সঙ্গে উক্ত মাতৃকা-বীজকে অনুলোম বিলোমের দ্বারা সম্পূৰ্ণিত করিয়া জপ করিবে । হে মহেশানি ! এইভাবে লক্ষ জপ করিলেই সিদ্ধি প্রাপ্তি হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই । ২৪৩

গুরু-এই দুইটি অক্ষরের মন্ত্রকে গুরুবীজ বলা হয় । ২৪৪

হে দেবি ! তাহার পর ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী এবং হে প্রিয়ে—সত্ব-রূপিণী সংজ্ঞা করা হইয়াছে । তাহার পর রজোরূপা, তমোরূপা, মাতৃকারূপিণী এবং গুরু । ২৪৫

এতাস্থ পরমেশানি মূর্তিঃ পঞ্চাশদক্ষরম্ ।
 ডাকিনী চ মহাদেবি অশিমা-সিদ্ধি-দায়িনী ॥ ২৪৬
 রাকিণী লঘিমা-সিদ্ধি-দায়িনী লাকিনী তথা ।
 প্রাপ্তি-সিদ্ধি-দায়িনী চ কাকিনী কাম্য-দায়িনী ॥ ২৪৭
 শাকিনী মহিমা-সিদ্ধি-দায়িনী হাকিনী ততঃ ।
 কামাবশায়িতা-সিদ্ধিং জপাদেব প্রযচ্ছতি ॥ ২৪৮
 সত্ত্বরূপা তমোরূপা রজোরূপা তথৈব চ ।
 এতান্শৈব মহাদেবি চতুর্বর্গং দদন্তি হি ॥ ২৪৯
 পঞ্চাশদ্বর্ণরূপা য়া নির্বাণং সা দদাতি হি ।
 গুরুদদাতি সকলং ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ২৫০
 ইতি তে কথিতং ভক্ত্যা ডাকিণ্যাদি-বিনির্গয়ম্ ॥ ২৫১
 ডাকিনী রাকিণী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা ।
 শাকিনী কাকিনী দেবি বর্ণানামত্র দেবতাঃ ॥ ২৫২

হে পরমেশানি । এই গুলি হইল পঞ্চাশৎ অক্ষরেরই মূর্তি । হে মহাদেবি ।
 ডাকিনী হইল অশিমা-সিদ্ধি-প্রদান-কারিণী । ২৪৬

রাকিণী ও লাকিনী, লঘিমারূপ সিদ্ধি প্রদান করে, এবং কাম্য ফল প্রদান-
 কারিণী । কাকিনী প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে । ২৪৭

শাকিনী মহিমারূপ সিদ্ধি প্রদান করে এবং হাকিনী কামবশায়িতা রূপ
 সিদ্ধি অপ শেব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করে । (এইভাবে ডাকিনী প্রভৃতি
 -বর্গদেবতাগণ অষ্ট সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে) । ২৪৮

হে মহাদেবি । সত্ত্বরূপা, রজোরূপা, তমোরূপা দেবীগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও
 মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে । ২৪৯

পঞ্চাশৎ বর্ণরূপা যে মাতৃকা দেবী, তিনি নির্বাণ প্রদান করেন এবং গুরু,
 সকল প্রকার অব্যয় ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞান দান করেন । ২৫০

তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া উক্ত প্রকারে ডাকিনী প্রভৃতির বিবরণ দিলাম ।
 ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী ও হাকিনী—এঁরা বর্ণের
 দেবতা । ২৫১-২৫২

গুণানাং সিদ্ধি-বর্ণনাং ষড়্ভেদে অধিদেবতাঃ ।
 ডাকিন্যাদেবিনা জ্ঞানং বর্ণে বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ।
 অজ্ঞানাং প্রজপেন্মন্ত্রং ডাকিন্যাদেশে ভক্ষণম্ ॥ ২৫৩
 বিনা বর্ণ-পরিজ্ঞানম্ কোটি-পুরশ্চরণেন কিম্ ।
 তস্য সর্বং ভবেদ্ হৃৎখমরণ্যে রোদনং যথা ॥ ২৫৪
 শৃণু ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি ডাকিনীনাং শুচিস্মিতে ॥ ২৫৫

ধ্যানানি যথা—

শরচ্চন্দ্রপ্রতীকাশাং দ্বিভুজাং লোললোচনাম্ ।
 সিন্দূর-ভিলকোদীপ্ত-অঙ্কনাক্ষিত-লোচনাম্ ॥ ২৫৬
 কুম্ভাস্বর-পরীধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।
 ধ্যায়েচ্ছশিমুখীং নিত্যাং ডাকিনী-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৫৭
 অরুণাদিত্য-সন্ধাশাং দ্বিভুজাং যুগলোচনাম্ ।
 সিন্দূর-ভিলকোদীপ্ত-অঙ্কনাক্ষিত-লোচনাম্ ॥ ২৫৮

সিদ্ধিপ্রদ বর্ণগুলির উপরি উক্ত ছয়টি হইল অধিদেবতা । প্রতিটি বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ডাকিনী প্রভৃতির জ্ঞান ব্যতীত মন্ত্র জপ করিলে ডাকিনী প্রভৃতির ভক্ষণ হইতে হয় । ২৫৩

ডাকিনী প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলে কোটি পুরশ্চরণ করাও যথা । সুতরাং অরণ্যে রোদন করার মত মন্ত্র-জপকারীর কেবল হৃৎখভোগ করিতে হয় । ২৫৪

হে শুচিস্মিতে । ডাকিনী প্রভৃতির ধ্যান বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । ২৫৫

ধ্যান যথা—শরৎকালীন চন্দের স্থায় শুভ্রা, দ্বিভুজা, চকললোচনা সিন্দূর-ভিলকের দ্বারা উদ্দীপ্তা এবং অঙ্কনাক্ষিত নয়না । ২৫৬

যিনি কৃষ্ণ বসন পরিধান করিয়া আছেন, ঘাঁহার অঙ্গ নানাপ্রকার অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত, এইরূপ চন্দ্রবদনাকে ডাকিনী-মন্ত্র-সিদ্ধির জন্য নিত্যই ধ্যান করিবে । ২৫৭

অরুণ আদিত্যের স্থায় ঘাঁহার দীপ্তি, ঘাঁহার দুইটি ভুজ, যুগীর লোচনের তুল্য ঘাঁহার লোচন, সিন্দূরের দ্বারা ভিলক রচনা করিয়াছেন, সেইজন্য উদ্দীপ্তা, ঘাঁহার নয়ন দুইটি অঙ্কনের দ্বারা লোভিত । ২৫৮

শুক্রাস্বর-পরীধানাং নানাভরণ-ভূষিতাম্ ।
 ধ্যয়েচ্ছশিমুখীং নিত্যং রাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৫৯
 সিন্দূরবর্ণ-সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্ ।
 সিন্দূর-তিলকোদীপ্ত-অঞ্জনাঙ্কিত-লোচনাম্ ॥ ২৬০
 শুক্রাস্বর-পরীধানাং নানাভরণ-ভূষিতাম্ ।
 ধ্যয়েচ্ছশিমুখীং নিত্যং লাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬১
 যবা-যাবক-সঙ্কাশাং দ্বিভুজাং খঞ্জনেক্ষণাম্ ।
 সিন্দূর-তিলকোদীপ্ত অঞ্জনাঙ্কিত-লোচনাম্ ॥ ২৬২
 শুক্রাস্বর-পরীধানাং নানাভরণ-ভূষিতাম্ ।
 ধ্যয়েচ্ছশিমুখীং নিত্যং কাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬৩
 শুক্রজ্যোতিঃ-প্রতীকশাং দ্বিভুজাং যুগলোচনাম্ ।
 সিন্দূর-তিলকোদীপ্ত-অঞ্জনাঙ্কিত-লোচনাম্ ॥ ২৬৪

যিনি শুক্রবস্ত্র পরিহিতা, স্বর্গাহার অঙ্গ বিবিধ-ভূষণের দ্বারা ভূষিত, এইরূপ চন্দ্রমুখী রাকিনীদেবীকে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সতত ধ্যান করিবে । ২৫৯

যিনি সিন্দূরের দ্বারা রক্তবর্ণা, যিনি দুইটি বাহুবিশিষ্টা, খঞ্জন পক্ষীর দ্বারা স্বর্গাহার চঞ্চললোচন, সিন্দূর তিলকের দ্বারা যিনি উদ্দীপ্তা ; যাহার নয়ন অঞ্জনের দ্বারা মূশোভিত । ২৬০

যিনি শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, স্বর্গাহার অঙ্গ বিবিধভূষণের দ্বারা ভূষিত এইরূপ চন্দ্রমুখী লাকিনীদেবীর মন্ত্র সিদ্ধির জন্য নিত্যই ধ্যান করিবে । ২৬১

অলঙ্কার দ্বারা যিনি রক্তবর্ণা, দ্বিভুজা ; স্বর্গাহার লোচন খঞ্জন পক্ষীর দ্বারা চপল, সিন্দূরের দ্বারা তিলক ধারণ করায় যিনি উদ্দীপ্তা, স্বর্গাহার চক্ষুদুইটি অঞ্জনের দ্বারা শোভিত । ২৬২

যিনি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন, স্বর্গাহার অঙ্গ নানা আভরণের দ্বারা অলঙ্কৃত, এইরূপ চন্দ্রমুখী কাকিনী দেবীর মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সর্বদা ধ্যান করিবে । ২৬৩

শুক্রজ্যোতিঃ রূপা, দ্বিভুজা, যুগলোচনা, সিন্দূর তিলকোদীপ্তা, অঞ্জনাঙ্কিত নয়না । ২৬৪

কৃষ্ণাঘর-পরীধানাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।

ধ্যায়েচ্ছশীমুখীং নিত্যং শাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬৫

শুক্ল-কৃষ্ণারুণাভাসাং দ্বিভূজাং লোল-লোচনাম্ ।

ভ্রমস্তু মর-সঙ্কশাং কুটিলালক-কুন্তলাম্ ॥ ২৬৬

সিন্দূর-ভিলকোদীপ্ত-অঙ্কনাঙ্কিত-লোচনাম্ ।

রক্তবস্ত্র-পরীধানাং শুক্ল-বস্ত্রোত্তরীয়িনীম্ ।

ধ্যায়েচ্ছশীমুখীং নিত্যং শাকিনীং-মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ২৬৭

ত্রিগুণায়াশ্চ দেবেশি ধ্যানং পূর্ব উদাহৃতম্ ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি মাতৃকা-ধ্যানমুত্তমম্ ॥ ২৬৮

পঞ্চাংশলিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃ, পদ্মধা-বক্ষস্থলীম্-

ভাষ্মোলি-নিবন্ধ-চন্দ্র-শকলামাপীন-ভূজ-স্তনীম্ ।

মুদ্রামঙ্ক-গুণং সুধাত্য-কলশং বিজ্ঞাঞ্চ হস্তাঙ্গুজৈ-

বিভ্রাণাং বিশদ-প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥ ২৬৯

গুরোরপি মহেশানি পূর্বোক্ত-ধ্যানমাচরন্ ।

পাছাদিভি-বরারোহে সম্পূজ্য প্রজপেন্নমু ॥ ২৭০

কৃষ্ণাঘরপরিহিতা, নানালঙ্কার ভূষিতা, চন্দ্রমুখী শাকিনী দেবীর মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্বদা ধ্যান করিবে । যাঁহার দীপ্ত শুক্ল-কৃষ্ণ ও অরুণ, যাঁহার ভূজা দুইটি, যাঁহার লোচন চপল, ভ্রাম্যমাণ ভ্রমর সদৃশ যাঁহার কুটিল কেশরাশি । ২৬৫ ২৬৬

সিন্দূরের দ্বারা রচিত ভিলকের দ্বারা যিনি উদীপ্তা, যাঁহার লোচন অঙ্কনের দ্বারা শোভিত ; যিনি রক্তবস্ত্র পরিহিতা, যাঁহার উত্তরীয় শুক্লবস্ত্রের দ্বারা রচিত —এইরূপ চন্দ্রমুখী শাকিনী দেবীকে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নিরন্তর ধ্যান করিবে । ২৬৭

হে দেবেশি । ত্রিগুণময়ীদেবীর ধ্যান পূর্বে বলিয়াছি, এইবার উৎকৃষ্ট মাতৃকাধ্যান বলিব । ২৬৮

পঞ্চাংশ লিপির মাতৃকা ধ্যান দ্বারা মুখ, হস্ত, চরণ, কণ্ঠ ও বক্ষস্থল বিভক্ত হইয়াছে ; যাঁহার দেদীপ্যমান মৌলিতে চন্দ্রও নিবন্ধ রহিয়াছে, যাঁহার স্তন পীনোন্নত, করকমলের দ্বারা যিনি মুদ্রা, অঙ্কমালা, অমৃতকলশ ও পুষ্পক ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশদ প্রভাবিতা এবং যিনি লোচনজয়যুক্তা—এইরূপ বাগ্দেবতার আমরা শরণাপন্ন হই । ২৬৯

হে মহেশানি ! গুরুদেবেরও পূর্বোক্ত অনুসারে ধ্যান করিয়া, হে

পূর্বোক্তঃ যস্য যদ্বীজং তদ্বস্ত্রং তস্য নির্ণয়ম্ ।

অং ডাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা কং কাকিন্ঠে^১ নমস্ততঃ ॥ ২৭১

টং লাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা পং কাকিন্ঠে নমস্ততঃ ।

বং শাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা হং হাকিন্ঠে নমস্ততঃ ॥ ২৭২

তত্ত্বং ধ্যানেন ইত্যুক্ত্য পূজয়েছপচারতঃ ॥ ২৭৩

উক্ত-বীজেন পুটিতং কুত্বা মন্ত্রং জপেৎ যদি ।

তদা সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রো শাপাদি-দোষদূষিতঃ ॥ ২৭৪

ইতি তে কথিতং দিব্যং কলি-কালস্ত্য সন্মতম্ ॥ ২৭৫

কলৌ ভারতবর্ষে চ নাগ্যদ্বর্ষে কদাচন ।

শমাদি-ষোড়শ-ভাণ্ডারং ডাকিনী-সিদ্ধি-সংযুতম্ ॥ ২৭৬

বরারোহে । পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা সমাপনান্তে মন্ত্রের জপ করিবে । ২৭০

পূর্বে ষাঁহার যে বীজ কথিত হইয়াছে, সেইটিই তাঁহার মন্ত্র ইহা নির্ণীত হইয়া থাকে । যেমন-অং ডাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা, পরে কং কাকিন্ঠে (কাকিন্ঠে) নমঃ স্বাহা । ২৭১

টং লাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা, পং কাকিন্ঠে নমঃ, তাহার পর বং শাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা, পরে হং হাকিন্ঠে নমঃ স্বাহা । ২৭২

সেই সেই দেবীর পূর্বোক্ত ধ্যানের দ্বারা ধ্যান করিয়া উপরি উক্ত মন্ত্রের উচ্চারণ করতঃ উপচার পূর্বক পূজা করিবে । তাহার পর পূর্বোক্ত বীজের দ্বারা সম্পুটিত মন্ত্রের জপ করিতে হয় । তাহা হইলে শাপাদিদোষের দ্বারা দূষিত মন্ত্রও সিদ্ধ হইয়া থাকে । ২৭৩-২৭৪

অশিশাপ এবং ছিন্ন, রুদ্ধ, শক্তিহীন, পরাক্রমহীন, বধির, নেত্রহীন, কীলিত, স্তম্ভিত, দগ্ধ, জস্ত, ভীত, মলিন, ভিন্নকৃত, ভেদিত, সমুপ্ত, মদোন্মত্ত, মূর্ছিত, শ্রুতবীৰ্য্য, হীন, প্রধ্বস্ত, বালক, কুমার, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নিস্ত্রিংশক, নির্বীজ, সিদ্ধিহীন, মল্ল, কুট, নিরংস, সমুহীন, কেকর, বীজহীন, ধূমিত, আলিজিত, মোহিত, ক্ষুধাতুর, অতিদৃগু, অঙ্গহীন, অতিক্রুদ্ধ, অতিকুর, সম্রাট, শান্তমানস, স্থানভ্রষ্ট, বিকল, নিঃশ্রেহ, অতিবৃদ্ধ, পীড়িত—(শা, তিলক-২।৬৪-৭৪) এইরূপ কলিকালের বাহা দিব্য বলিয়া সন্মত, সেই সকল কথিত হইল । ২৭৫

১। কাকিন্ঠা ।

চণ্ডিকাদি দশ-ভাগুরং কাকিনী-সিদ্ধি-সংযুতম্ ।
 শোভাদি দশ-ভাগুরং লাকিনী-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ॥ ২৭৭
 গদাদি দশ-ভাগুরং কাকিনী^১-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ।
 কল্যাণীত্যাদি কীর্ত্যন্তঃ শাকিনী-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ॥ ২৭৮
 বদ্ধাদি বিলক্ষণান্তঃ হাকিনী-সিদ্ধি-নির্ণয়ম্ ।
 গুরুদেবং বিনা ভদ্রে নিষ্ফলং শ্রমঃ কেবলম্ ॥ ২৭৯
 কলিকালে বরারোহে কলহং গুরু-শিষ্যয়োঃ ।
 ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ প্রহারং গুরু-শিষ্যয়োঃ ॥ ২৮০
 ইতি তে কথিতং সৰ্বং কালিকায়াঃ সুহৃৎভম্ ।
 কালিকা ভৈরবো দেবো জাগতি হি সদা কলৌ ॥ ২৮১
 তারা চৈব মহাবিদ্যা তথা ত্রিপুরসুন্দরী ।
 ধনদা ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী বগলামুখী ॥ ২৮২
 ত্বরিতা অন্নপূর্ণা চ তথা বাখাদিনী প্রিয়ে ।
 মহিষমারিণী বিশালাক্ষী তারিণী ভুবনেশিকা ॥ ২৮৩

কলিযুগে ভারতবর্ষে অস্ত কোন বর্ষে নয় । ডাকিনী সিদ্ধি হয় এবং ডাকিনী সিদ্ধি হইলে শমাদি ষোড়শ ভাগুর লাভ হয় । ২৭৬

কাকিনী সিদ্ধি হইলে চণ্ডিকা প্রভৃতি দশ-ভাগুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং লাকিনী-সিদ্ধি হইলে শোভা প্রভৃতি দশ ভাগুর প্রাপ্ত হয় । ২৭৭

রাকিনী সিদ্ধি হইলে গদাদি দশ-ভাগুর-লাভ হয় এবং শাকিনী-সিদ্ধি হইলে কল্যাণী হইতে কীর্ত্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২৭৮

হাকিনী সিদ্ধি হইলে বদ্ধ হইতে বিলক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হইয়া থাকে । গুরুদেব ব্যতীত হে ভদ্রে ! সাধকের পরিশ্রম কেবল বিফল হইয়া যায় । ২৭৯

হে বরারোহে ! এই কলিকালে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কলহ হইবে, এমনকি মারামারিও হইয়া থাকিবে । ২৮০

অভিহৃৎভ যে কালিকা-মন্ত্রের সাধনা, তৎসম্বন্ধে সকল তথ্য তোমাকে বলা হইল । কলিকালে কালিকা দেবী ও ভৈরবদেব সর্বদা জাগ্রত । ২৮১

মহাবিদ্যা তারা ও ত্রিপুরাসুন্দরী, ধনদা ছিন্নমস্তা এবং মাতঙ্গী ও বগলামুখী ।

ধুমাবতী ভৈরবী চ তথা প্রত্যঙ্গিরাদিকা ।
 দুর্গা শাকন্তরী চৈব কলিকালে হি নিদ্রিতা ॥ ২৮৪
 এতাসাং জপমাত্রেণ নিদ্রাভঙ্গেতি জায়তে ।
 নিদ্রাভঙ্গে কৃতে দেবি সিদ্ধি-হানিচ্চ জায়তে ॥ ২৮৫
 কিং তাসাং জপ-পূজায়াং হানিঃ শ্রাদ্ধস্তরোত্তরম্ ।
 ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে শূদ্রে বিত্তা প্রশস্ত্যতে ॥ ২৮৬
 সত্যাদি চ চতুর্ভুগে সর্ব-জাতিষু কালিকা ।
 প্রশস্তা কালিকা বিত্তা অশ্রাদ্ধ ফলবোধিকা ॥ ২৮৭
 উপায়াংস্তত্র বক্ষ্যামি যেন সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 সহস্রং ডাকিনীমন্ত্রং নিশায়াং প্রজপেৎ যদি ।
 বহুকালে তদা সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮৮
 জীশূজাণাং পুরশ্চর্যা নাস্তি ভদ্রে কদাচন ।
 জপপূজা সদৈবাসাং প্রশস্তা বীরবন্দিতে ॥ ২৮৯

ছুরিতা অন্নপূর্ণা এবং হে প্রিয়ে বাগ্বাদিনী, মহিষরী বিশালাকী, তারিণী
 ভুবনেশ্বরী । ২৮৩

ধুমাবতী ও ভৈরবী এবং প্রত্যঙ্গিরা প্রভৃতি, দুর্গা ও শাকন্তরী—এরা
 কলিকালে নিদ্রিতা আছেন । ২৮৪

এদের জপের দ্বারাই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে । হে দেবি ! নিদ্রাভঙ্গ
 হইলে সিদ্ধির হানি হওয়া সম্ভব । ২৮৫

বরং এদের জপ-পূজাতে উত্তরোত্তর ক্ষতি হইতে পারে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
 বৈশ্য ও শূদ্র-সকলের প্রতিই মন্ত্র-বিদ্যা প্রশস্ত । ২৮৬

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ—এই চারিটি যুগেই সকল জাতির প্রতি
 কালিকা প্রশস্তা এবং কালিকাবিদ্যাও সকলের জন্যই ফলদায়িকা । ২৮৭

সেইরূপ উপায় আমি বলিব, যাহার দ্বারা সিদ্ধি হইতে পারে । নিশায়
 সহস্রসংখ্যক ডাকিনী মন্ত্র বহুকাল পর্যন্ত জপ করিলে অবশ্যই সিদ্ধি হইবে,
 কোন সন্দেহ নাই । ২৮৮

হে ভদ্রে ! জী ও শূদ্রদিগের কখনও পুরশ্চরণ করিতে নাই । হে
 বীরবন্দিতে ! এদের সবসময় জপ ও পূজা প্রশংসনীয় । ২৮৯

চন্দ্র-সূর্যোপরাগে চ শূভ্রাণাং সিদ্ধিরুত্তমা ।

জায়তে শূভগে মাত গুরু-ভক্তি ভবেৎ যদি ॥ ২১০

তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি গুরু-ভক্ত্যা বিশেষতঃ ॥ ২১১

ইতি দক্ষিণায়ামে শ্রীকঙ্কালমালিনীতন্ত্রে

পঞ্চমঃ পটলঃ সমাপ্তঃ ॥

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় যন্ত্র-জপ করিলে শূভ্রদিগের উত্তম সিদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২১০

হে শূভগে ! যদি গুরুভক্তি থাকে, তাহা হইলে এই প্রবল গুরুভক্তির দ্বারাই বিশেষ সিদ্ধি-প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২১১

দক্ষিণায়ামে শ্রীকঙ্কালমালিনী-তন্ত্রে পঞ্চম পটল সমাপ্ত ।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

